পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 164 Friday, 16 May, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৬৪ সংখ্যা ❋ ১ জৈষ্ঠ্য ১৪৩২, শুক্রবার, ১৬ মে ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

৩১ জুলাই পর্যন্ত মুর্শিদাবাদে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে, নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মেঃ মুর্শিদাবাদের উপদ্রুত এলাকা থেকে এখনই কেন্দ্রীয় বাহিনী সরানো হবে না। বরং এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা অটুট রাখতে আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি বজায় রাখার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। একই সঙ্গে স্থানীয়দের একাংশের দাবি মেনে সেখানে বিএসএফ স্থায়ী ক্যাম্পের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখার রাজ্য ও কেন্দ্রকে দেখতে বলল আদালত। আগামী ৩০ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। ওয়াকফ ইস্যুতে ১২ এপ্রিল হিংসা ছড়িয়েছিল মুর্শিদাবাদের একাধিক এলাকায়। মৃত্যু হয় তিনজনের। বহু ঘরবাড়ি লুট এবং ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছিল জনস্বার্থ মামলা। ওই মামলায় আদালতের নির্দেশ মেনে এদিন

রিপোর্ট পেশ করে রাজ্য পুলিশ। এরপরই কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েনের মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে আদালত। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এলাকার মানুষের সুরক্ষার জন্যই এই সিদ্ধান্ত। একই সঙ্গে এই ধরনের ঘটনার সম্পর্কে রাজ্যের গোয়েন্দাদের কাছে কেন কোনও খবর ছিল না, সেই প্রশ্নও তোলেন বিচারপতি। মুর্শিদাবাদের ঘটনায় রাজ্য বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছিল। সিটের পাশাপাশি এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফেও আদালতে রিপোর্ট পেশ করা হয়। আর সেই রিপোর্ট ঘিরেই এদিন আদালত চত্বরে তর্কে জড়িয়ে পড়েন মামলাকারীর আইনজীবী বিল্লদল ভট্টাচার্য ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্যাণের উদ্দেশ্যে মামলাকারী আইনজীবী বলেন, ''আপনার জায়গা এখানে নয়, বালুচিস্তানে!'' পাল্টা কল্যাণ বলেন, ''আপনার জায়গা কলকাতায় নয়, উত্তর প্রদেশে!''

ফুল বদল! বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বার্লা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মেঃ ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে বড় ধাক্কা। তৃণমূলে যোগ দিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বার্লা। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক সুব্রত বক্সী ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগ দিলেন জন বার্লা। জন বার্লাকে পাশে বসিয়ে সুব্রত বক্সী বললেন, রাজ্য বিজেপিতে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন বার্লা। মমতার কর্মকাণ্ডে খুশি হয়ে তিনি তৃণমূলে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন বলে জানিয়েছেন সুব্রত বক্সী। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আবেদন অনুমোদন করেছেন। একসময় নেতা হিসেবে জন বার্লার বিশেষ গুরুত্ব ছিল বিজেপিতে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়ে সাংসদ হন তিনি। কেন্দ্রের সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রীও ছিলেন জন বার্লা। তবে পরিস্থিতি পাল্টে যায় ২০২৪-এ। গত লোকসভা নির্বাচনে তাঁর কেন্দ্র আলিপুরদুয়ার থেকে বিজেপি টিকিট দেয় মনোজ টিগ্গাকে। এরপর থেকেই দলবদলের জল্পনা বাড়ে। মাসকয়েক আগে উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় জন বার্লাকে। আর এবার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন তৃণমূলে। তাঁর যোগদানে চা বাগানে সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে বলে জানিয়েছেন সুব্রত বক্সী। তিনি জানান, রাজ্য স্তর এবং চা বাগান দুই ক্ষেত্রেই বার্লা কাজ করবেন। বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ''অনেকদিন ধরেই উনি চেষ্টা করছিলেন। দল ওঁকে অনেক সুযোগ দিয়েছিল। তবে কেন দলবদল করলেন, তা উনি নিজেই বলতে পারবেন।''

'ওরা ধর্ম দেখে মেরেছে, আমরা কর্ম দেখে মেরেছি'

পাকিস্তানকে পরমাণু অস্ত্র নিয়ে হুঙ্কার রাজনাথের

শ্রীনগর, ১৫ মেঃ 'অপারেশন সিঁদুর' দিয়ে পাকিস্তানকে জবাব দিয়েছে ভারত। এই সফল অভিযান এবং ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতির পর আজ জম্মু-কাশ্মীরে গেলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। বাদামী বাগ ক্যান্টনমেন্টে যান তিনি, সেখানে সেনা জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলেন। একইসঙ্গে পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্র নিয়েও বড় বার্তা দেন তিনি। মঙ্গলবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, গোটা বিশ্ব ভারত মাতার শক্তি দেখেছে। ভারত মাতা কি জয় বলতেই শত্রুরা কাঁপতে থাকে। ভারত মাতা কি জয় ক্ষেত থেকে মিশনে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমাদের সেনাবাহিনী পারমাণবিক হুমকিকে ভয় করে না। এ দিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও সেই সুরেই বলেন যে পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্রের উপরে আন্তর্জাতিক মহলের নজর রাখা উচিত। জম্মু-কাশ্মীরে পা রেখে রাজনাথ সিং বলেন, ''আমি প্রথমেই বীর জওয়ানদের কাছে মাথা নত করছি। তারা জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে আত্মত্যাগ করেছেন, তাকে শ্রদ্ধা জানাই। একইসঙ্গে পহেলগাঁওয়ের নিহত নিরাপরাধ পর্যটকদেরও শ্রদ্ধা জানাই। আহত জওয়ানদের সাহসিকতাকেও স্যালুট জানাই এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ওরা যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে।'' তিনি আরও বলেন, ''আজ এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আপনাদের মাঝে আসতে পেরে গর্বিত বোধ করছি। অপারেশন সিঁদুরে আপনারা যা করেছেন, তার জন্য গোটা দেশবাসী গর্বিত। প্রতিরক্ষামন্ত্রী হওয়ার পাশাপাশি আমি একজন ভারতীয় নাগরিক। আমি ভারতীয় নাগরিক হিসাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।'' এই বাদামী বাগ ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানের শেল পড়েছিল। সেই জায়গাও ঘুরে দেখেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, ''ওরা ধর্ম দেখে মেরেছে, আমরা কর্ম দেখে মেরেছি। উস্কানি দিলে রক্তগঙ্গা বইবে।'' অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গি ঘাঁটিগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গে রাজনাথ সিং বলেন, ''ওরা ধর্ম দেখে মেরেছে, আমরা কর্ম দেখে মেরেছি।''

জনপ্রতিনিধিদেরও ফের ভোটে দাঁড়াতে হবে

তবেই আমরা পরীক্ষা দেব

হুঁশিয়ারি চাকরিহারা শিক্ষকদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মেঃ রাজ্যের ভুলেই চাকরি গেছে, দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেব না, সাফ জানালেন চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকরা। নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে এসএসসির ২০১৬ সালের আস্ত প্যানেল বাতিল করেছে সুপ্রিমকোর্ট। যার জেরে চাকরিহারা প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। গত ৯দিন ধরে বিকাশ ভবনের সামনে তাঁরা ধর্না অবস্থান করছেন। এদিন আচমকা বিশাল আকারের জমায়েত করেন তাঁরা। পুলিশের ব্যারেকড ভেঙে ঢুকে পড়েন বিকাশভবন চত্বরে। ঘড়ির কাঁটায় তখন বেলা সাড়ে বারোটা। ৪৫ মিনিট পর চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকরা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে ডেডলাইন ঘোষণা করে সাফ জানান, দেড় ঘণ্টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা না করলে আন্দোলন আরও বৃহত্তর আকার ধারন করবে। মাঝে দফায় দফায় নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেন চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকরা। এরপরই বিকেল সাড়ে চারটেয় বিকাশ ভবনের সামনে সাংবাদিক বৈঠক থেকে তাঁর সাফ জানিয়ে দেন, ''নতুন করে আমরা কোনও পরীক্ষা দেব না, দিতে হলে আগে মুখ্যমন্ত্রী-সহ সব জন প্রতিনিধিকে নতুন করে ভোটে জিতে আসতে হবে। কারণ, আমাদের ভোটে জিতেই তো ওনারা জন প্রতিনিধি হয়েছেন। তাহলে আমাদের নতুন করে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হলে, তার আগে ওদেরও নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে।'' প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, যোগ্য ও অযোগ্য বাছাই না করার কারণেই আস্ত প্যানেল বাতিল করা হল। এদিন ওই প্রসঙ্গ টেনে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের অধিকার মঞ্চের প্রশ্ন, অযোগ্যদের বাঁচাতে রাজ্যের এত দরদ কেন? কেন যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে না? এভাবে যোগ্যদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে ফেলে রাজ্য কাদেরকে বাঁচাতে চাইছে? খানিক থেমে জবাবও দিয়েছেন চাকরিহারারা। তাঁদের কথায়, ''নিয়োগে বিস্তর দুর্নীতি যে হয়েছে তা তো দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। কিন্তু আমরা যারা পরিশ্রম করে পরীক্ষা দিয়ে নিজেদের যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছি, তার দায় আমরা কেন নিতে যাব?'' হঠাৎ কেন এদিন রণংদেহী ভূমিকা গ্রহণ করলেন তাঁরা, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন চাকরিহারারা? চাকরিহারা শিক্ষকদের অভিযোগ, ''রিভিউ পিটিশনের আগে আমাদের ড্রাফট দেখানো হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রাজ্য। বাস্তবে অবশ্য তা হয়নি। আমাদের অন্ধকারে রেখে চুপি চুপি রাজ্য সুপ্রিমকোর্টে রিভিউন পিটিশন দাখিল করেছিল। আবারও আমাদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের ঘটনা ঘটতে চলেছে। আমাদের কাছে খবর রেয়েছে, অযোগ্যদের বাঁচাতে ভেতরে ভেতরে একটা পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজ্য, এমনকী নোটিফিকেশনও নাকি তৈরি করে ফেলেছে। কেন এই লুকোচুরি? কেন যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করা হবে না?'' এ ব্যাপারে রাজ্য দ্রুত তালিকা প্রকাশ না করলে আন্দোলন আরও তীব্রতর করারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

বিনিময়ই শেষ পন্থা! পাকিস্তানকে 'জল দেওয়ার' শর্ত বলে দিলেন জয়শংকর

দোহা, ১৫ মেঃ জল পেতে মানতে হবে শর্ত। বৃহস্পতিবার, পাকিস্তানকে সেটাই বুঝিয়ে দিলেন দেশের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এদিন তিনি বলেন, ''ভারত সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত স্থগিত রাখবে, যতক্ষণ না পাকিস্তান সীমান্তে সন্ত্রাস বন্ধ করছে।'' সাংবাদিকদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, ''কাশ্মীর নিয়ে আমরা তখনই আলোচনায় বসব, যখন সেই আলোচনার বিষয় হবে পিওকে। আর সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি এখনও স্থগিত রয়েছে। আগামী দিনেও স্থগিত থাকবে। যতক্ষণ না তারা সীমান্তে সন্ত্রাসবাদকে উস্কানি দেওয়া বন্ধ করছে, ততক্ষণ এই চুক্তি স্থগিত রাখা হবে।'' তাঁর সংযোজন, ''পাকিস্তানের সঙ্গে এই সমস্যা আজকের নয়। তাই ওরা যতক্ষণ না পর্যন্ত ওদের সন্ত্রাসবাদের পরিকাঠামো ভাঙছে ততক্ষণ সমাধানের কোনও জায়গা নেই।'' উল্লেখ্য, ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতির পর কাশ্মীর নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গ শোনা গিয়েছিল তাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খোয়াজা আসিফের মুখেও। তাঁর কথায়, ''দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে চলা বিবাদের মূল কেন্দ্র সন্ত্রাসবাদ, কাশ্মীর ও জল। তাই আমার মনে হয়, এই গুলো নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত।'' উল্লেখ্য, পাকিস্তান আলোচনার পথ খোলার চেষ্টা করলে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে নয়াদিল্লিও। সোমবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণপর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ''পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা হলে সেটা একটা বিষয় নিয়েই হবে তা হল পাক অধিকৃত কাশ্মীর।'' এরপর এদিন বিদেশমন্ত্রীর মুখেও শোনা গেল সেই পিওকে প্রসঙ্গ। অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার অত্যন্ত জোরের সঙ্গে দাবি করে জানালেন, আমেরিকার পণ্যের উপর কোনও শুল্ক না চাপানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে ভারত। দোহায় এক অনুষ্ঠানে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতির মধ্যস্থতার দাবি করা ট্রাম্প বলেন, তাঁর দেশ থেকে সমস্ত আমদানি করা পণ্যে শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাব দিয়েছে ভারত। ভারত সরকার আমাদের সঙ্গে এক চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে। মূলত কোনও মার্কিন পণ্যে কোনও শুল্ক না নেওয়ার বিষয়ে কথা বলতে চায়। উল্লেখ্য, ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক বদলা নীতির পর থেকে ভারত-আমেরিকা এনিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এর জবাবে এদিন বিকেলে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, চলতি আলোচনা অনেক জটিল জায়গায় দাঁড়িয়ে এবং চূড়ান্ত হতে এখনও বহু দূর। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, ''ভারত-মার্কিন বাণিজ্য আলোচনা এখনও চলছে। এটা একটি জটিল আলাপ-আলোচনা। এখনও কিছুই ঠিক হয়নি।'' জয়শঙ্কর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, ''সব বাণিজ্য চুক্তিই দ্বিপাক্ষিক লাভ-লোকসানের কথা মাথায় রেখে হয়। যাতে দুদেশই উপকৃত হয়। আমাদের চুক্তি লাভবান না হলে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া অপরিণত হবে।'' কাতারের দোহায় এক অনুষ্ঠানে বিশ্বের তাবড় শিল্পপতিদের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন ট্রাম্প। সেখানেই তিনি কাতার ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গুচ্ছ গুচ্ছ বাণিজ্যিক চুক্তি হতে চলেছে বলে জানান। যার মধ্যে বোয়িং জেট বিমানও রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, আইফোন সংস্থা অ্যাপল-এর মালিক টিম কুককে তিনি বলেছেন যে, ভারতে আইফোনের উৎপাদন শুরু হোক তা তিনি চান না। কারণ আমেরিকা থেকে আমদানি করা পণ্যে বিশ্বের মধ্যে সবথেকে বেশি শুল্ক চাপায় ভারত। তখনই তিনি বলেন, ''ভারত এ ব্যাপারে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে। কার্যত তারা সব শুল্ক তুলে নিতে আগ্রহী। আমি টিমকে বলেছি, আমরা আপনার সঙ্গে ভালই ব্যবহার করছি। কত বছর ধরে আপনারা চিনে উৎপাদন করছেন। কিন্তু আমরা চাই না যে আপনি ভারতে কোম্পানি খুলে উৎপাদন শুরু করুন। ভারত তাদের ভাল নিজেরাই বুঝে নিক।''

জুনে শুরু হচ্ছে বিধানসভার গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন, একাধিক বিল পেশের সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মেঃ হাতে আর ১৫ দিন। তারপরই জুন মাস। আর জুন মাসের ৯ তারিখ বিধানসভার গ্রীষ্ম কালীন অধিবেশন শুরু হবে বলে খবর। এই অধিবেশনে বেশ কয়েকটি বিল পেশ করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। এই বিধানসভার গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন দুই থেকে আড়াই সপ্তাহ চলতে পারে বলে বিধানসভা সূত্রে খবর। একাধিক বিল পেশ করা হবে এবং তা পাশ হয়ে যাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জেরে। প্রধান বিরোধী দল কোন অবস্থান নেবেন সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। এই অধিবেশনে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে শহিদ জওয়ান এবং বীর সেনাবাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে প্রস্তাব আনা হবে। আজ, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সুস্থ হয়ে রাজভবনে ফিরেছেন। তাই তাঁকেও এই অধিবেশনের কথা জানানো হবে। কারণ বিধানসভায় বিল পাশ হলেই তা রাজ্যপালের কাছে চলে আসবে। রাজ্যপাল সই করলেই তা কার্যকর হবে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এই গ্রাষ্মকালীন অধিবেশনের কথা জানান বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তিনি কোনও তারিখে সিলমোহর দেননি। তবে সূত্রের খবর, সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন শুরু হবে। রাজ্যপালের কাছে যাওয়া একটি বিল এবার বিধানসভায় আসতে চলেছে। এবারের অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের জন্য কিছু ঘোষণা করতে পারেন বলে সূত্রের খবর। তবে তা কি সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। আজ বৃহস্পতিবার বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''জুন মাসের ৯ তারিখ থেকে গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। তারিখ পরিবর্তনও হতে পারে। আপাতত এটা জানালাম। অধিবেশন দুই আড়াই সপ্তাহ চলবে। রাজ্যপালের থেকে একটি বিল আসবে। আরও কয়েকটি বিল পেশ করা হবে। সেগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।'' এবারও বিধানসভা শাসক-বিরোধীর তরজায় তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। তবে অধিবেশন শুরু আগে সমস্ত বিধায়ককে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হবে। সই করে অন্যত্র চলে গেলে শোকজের মুখে পড়তে হতে পারে। আগে এই অনুপস্থিতি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে জোর চর্চা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকলে একশো শতাংশ বিধায়কদের থাকতে হবে। শেষ বাজেট অধিবেশনে সরগরম হয়ে উঠেছিল বিধানসভা। বাজেট অধিবেশনে কাগজ ছিঁড়ে বিশৃঙ্খলা করার জেরে ৩০ দিনের জন্য সাসপেন্ড হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বিকাশ ভবনের দোতলা থেকে ঝাঁপ এক তরুণীর!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মেঃ চাকরিহারাদের আন্দোলনের মধ্যেই বৃহস্পতিবার সন্ধেয় বিকাশ ভবনের দোতলা থেকে ঝাঁপ দিলেন এক তরুণী। সূত্রের খবর, ওই তরুণী এদিন বিশেষ কাজে বিকাশ ভবনে এসেছিলেন। তারপরই চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের আন্দোলনের জেরে আরও অনেকের মতো তিনিও বিকাশ ভবনে আটকে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কোনওভাবে বাইরে বেরোতে না পেরে এদিন সন্ধে ৬টা নাগাদ তিনি বিকাশ ভবনের দোতলা থেকে ঝাঁপ দেন। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বিকাশ ভবন চত্বরে। দোতলা থেকে ঝাঁপ দেওয়ার ফলে ওই তরুণীর পায়ে ও হাতে আঘাত লেগেছে। তিনি জানান, বাড়িতে অসুস্থ মা। আন্দোলনকারীদের বারংবার অনুরোধ করেও বাইরে বেরোতে পারেননি। এদিকে মাকে ওষুধ খাওয়াতে হবে। তাই বাধ্য হয়েই ওপর থেকে লাফ দেন তিনি। তরুণীর কথায়, ''বিশেষ একটি কাজ নিয়ে বিকাশ ভবনে এসেছিলাম। দুপুরে কাজ শেষের পর বেরোতে গিয়ে দেখি বাইরে থেকে গেটে তালা মেরে দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। ওদেরকে বলি যে আমি সরকারি কর্মচারী নই, এখানে বিশেষ কাজে এসেছিলাম। বাড়িতে অসুস্থ মা, তাঁকে ওষুধ খাওয়াতে হবে। কিন্তু ওরা কোনও কথা শোনেনি। বাধ্য হয়েই দোতলা থেকে ঝাঁপ দিই।''

নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম ১০ জঙ্গি

ইম্ফল, ১৫ মেঃ উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুর রাজ্যে ফের বড়সড় সন্ত্রাস দমন অভিযান চালাল ভারতীয় সেনাবাহিনী। বুধবার সকালে রাজ্যের চান্দেল জেলায়, মায়ানমার সীমান্ত ঘেঁষা একটি জঙ্গি ঘাঁটিতে হানা দেয় অসম রাইফেলসের সদস্যরা। অভিযানের সময় সেনাদের লক্ষ্য করে আচমকাই গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। পালটা জবাব দেয় সেনাবাহিনী। শুরু হয় টানা গুলির লড়াই। এই সংঘর্ষে নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে খতম হয় অন্তত ১০ জন সশস্ত্র জঙ্গি। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই জঙ্গিরা মায়ানমার সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের মণিপুরে প্রবেশ করেছিল এবং সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার ছক কষছিল। তাদের কাছে ছিল অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেনেড ও বিপুল পরিমাণ গুলি। অভিযানের পর ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ। সেনা সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এই জঙ্গিদের সঙ্গে কোনও আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনের যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোটা এলাকাটি ঘিরে ফেলেছে নিরাপত্তাবাহিনী, চলছে তল্লাশি অভিযান। আশপাশের গ্রামগুলিতেও কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে, যাতে কোনওভাবে জঙ্গিরা পালাতে না পারে। উল্লেখ্য, মায়ানমার সীমান্ত লাগোয়া এলাকাগুলিতে দীর্ঘদিন ধরেই বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলি সক্রিয় রয়েছে। তারা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে এসে হামলা চালিয়ে ফের মায়ানমারে গা-ঢাকা দেয়। এমন পরিস্থিতিতে ভারত সরকার বহুদিন ধরেই সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও সেনাবাহিনীকে যৌথভাবে সক্রিয় অবস্থানে রেখেছে। এই অভিযান সেই কৌশলেরই অংশ বলে মনে করা হচ্ছে। এই ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা হয়েছে। সেনা ও অসম রাইফেলসের যৌথ তৎপরতায় সীমান্ত এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, দেশের মাটিতে কোনওরকম সন্ত্রাসবাদের ঠাঁই নেই এবং প্রয়োজন পড়লে সীমান্ত পেরিয়েও জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। মণিপুরে সাম্প্রতিক অশান্তির আবহে এই ধরনের অভিযান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য প্রশাসনও সেনাবাহিনীর পাশে থেকে পুরো সহযোগিতা করছে। সেনার তরফে জানানো হয়েছে, যতদিন না পুরো এলাকা জঙ্গিমুক্ত হচ্ছে, ততদিন অভিযান চলবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে এবং সেনার সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। সবমিলিয়ে, মায়ানমার সীমান্তে এই অভিযান জঙ্গিদের জন্য একটি কড়া বার্তা-ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করলে রেহাই নেই।

চাকরিহারাদের গায়ে হাত! হেলমেট দিয়ে মারার অভিযোগ, কাঠগড়ায় সব্যসাচী দত্তের অনুগামীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মেঃ বিকাশ ভবনে আন্দোলনরত চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশকে মারধর করার অভিযোগ উঠল সল্টলেকের তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্তর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, সব্যসাচীর উপস্থিতিতেই চাকরিহারা শিক্ষকদের ওপর বিকাশ ভবনের ক্যাম্পাসের মধ্যে হামলা চালানো হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিকাশভবন চত্বরে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। যদিও তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্ত হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে সব্যসাচীর দাবি, আমি এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় আমার ওপরেই হামলার চেষ্টা করা হয়েছে। পাল্টা হামলার অভিযোগ মিথ্যে। অবিলম্বে যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং চাকরি দিয়ে টাকা পাওয়া অযোগ্যদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, এই দাবিতে গত ৯দিন ধরে বিকাশ ভবনের সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান করছেন এসএসসি ২০১৬ প্যানেলের যোগ্য চাকরিহারা অধিকার মঞ্চের শিক্ষকরা। এদিন আচমকা বিকাশ ভবনের সামনে বড় ধরনের জমায়েত করেন তাঁরা। চাকরিহারা শিক্ষকদের আচমকা অভিযানের জেরে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে পুলিশও। দ্রুত পুলিশের তরফে বিকাশভবনের সামনে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়। লোহার প্রধান ফটক লাগিয়েও দেওয়া হয়। বাইরে তখন হাজার হাজার চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক, শিক্ষিকা। তাঁদের হাতের প্ল্যাকার্ডে লেখা, চোরেদের বিচার চায়, আমাদের চাকরি ফেরত চায়! সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। চাকরিহারাদের অভিযোগ, অযোগ্যদের বাঁচাতে চাইছে রাজ্য। এরই মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত গ্রুপ সি কর্মীদের মাসিক ২৫ হাজার টাকা এবং গ্রুপ ডি কর্মীদের মাসে ২০ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার কথা বুধবার নবান্ন থেকে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এরপরই এদিন বিকাশ ভবনে অভিযানে নামে চাকরিহারারা। সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে দেড় ঘণ্টার ডেডলাইনও বেঁধে দেন চাকরিহারারা। এরপরই সব্যসাচীর নেতৃত্বে তাঁদের ওপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, হেলমেট পরে ভেতরে ঢুকে সেই হেলমেটে করেই চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশকে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয়। ঘটনায় বেশ কয়েকজন গুরুতর জখম হয়েছেন বলে খবর। এমনকী একটি বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের এক সাংবাদিককেও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ যদিও পাল্টা হামলার অভিযোগ এনেছেন সব্যসাচীও। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা আরও বেড়েছে বিকাশভবন চত্বরে। বেসরকারি সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকদের হুমকি থেকে শুরু করে মারধর করেন তিনি। শুধু তাই নয়, স্পষ্ট করে এও বলেন, ''তোমরা জোর দেখালে আমরাও জোর দেখাব, আমি আমার ক্ষমতা দেখাব।'' চাকরিহারাদের উদ্দেশে বলেন, ''আমার গাড়ির সামনে বসলেই চাকরি পাবে? এই বাধা সরাতে ৩০ সেকেন্ড লাগবে।'' এদিন চাকরিহারারা ঘিরে ধরেন সব্যসাচীকে। স্লোগান ওঠে 'চাকরি চোর'। সব্যসাচীকে কোনওক্রমে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছন নিরাপত্তারক্ষীরা। সেসময়ে রীতিমতো গাড়ির সামনে শুয়ে পড়েন চাকরিহারারা। সব্যসাচীকে ঘিরে ধরে যখন 'চোর চোর' স্লোগান তুলতে থাকেন তাঁরা, সেই মুহূর্তের ছবি ও খবর করছিলেন সাংবাদিকরা। প্রথমে নমনীয় থাকলেও পরিস্থিতি যত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তত খাপ্পা হয়ে ওঠেন বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র। হঠাৎই করেই সব্যসাচীর অনুগামীরা চড়াও হন সাংবাদিকদের উপর। তাঁদের বুকে ধাক্কা মারা হয়। স্বয়ং সব্যসাচীও এরপর আসরে নামেন। এক সাংবাদিকের গাল টিপে বলেন, ''আমার গাড়ি আমার ওয়ার্ডে আটকালে, তো কেউ আর আদর করবে না।'' এরপর ওই সংবাদমাধ্যমের বাকি সাংবাদিকরা সব্যসাচীকে ধরে প্রশ্ন করলে ফাঁপরে পড়েন তিনি। বাধ্য হয়ে অন ক্যামেরা বলেন, ''যা ঘটেছে উত্তেজনার বশে।'' বেগতিক দেখে নিজের 'হুমকি' বক্তব্য ফিরিয়ে নেন তিনি। এমন ঘটনায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, কী করে একজন জনপ্রতিনিধি অন ক্যামেরা সাংবাদিকদের আক্রমণ করতে পারেন। ক্ষমতার বলে কি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন ক্ষমতাধারীরা?

প্রয়াত তেহট্টের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তাপস সাহা, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৫ মে ঃ ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে বুধবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। শেষ রক্ষা হল না। বৃহস্পতিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন নদিয়ার তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহা। এদিন সকালে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে নদিয়ার জেলা রাজনীতিতে তো বটেই, রাজ্য রাজনীতিতেও নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, নদীয়ার তেহট্টের বিধায়ক, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, শ্রী তাপস সাহা'র অকাল মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। তিনি আমার অনেক দিনের পুরাতন সহকর্মী ছিলেন। তাঁর এই মৃত্যু জেলা তথা বাংলার রাজনীতিতে অপূরণীয় ক্ষতি।আমি তাঁর পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অগণিত সমর্থককে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

আপাতত শুষ্ক উপত্যকার আবহাওয়া

জম্মু, ১৫ মে ঃ আগামী রবিবার পর্যন্ত জম্মুতে দিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। জম্মুর পাশাপাশি কাশ্মীরেও বাড়তে পারে তাপমাত্রা।জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর তরফে জানা গেছে, আগামী রবিবার পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের প্রায় সর্বত্রই শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। এইসময়ে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।আগামী কয়েকদিন বিশেষ করে জম্মু বিভাগে দিনের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। চাষিদের আগামী রবিবার পর্যন্ত চাষবাদ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উত্তর প্রদেশে চলন্ত বাসে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ ৫, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের

লখনউ, ১৫ মে ঃ উত্তর প্রদেশে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। হঠাৎ চলন্ত বাসে আগুন, আর তার জেরে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। জানা গেছে, এর মধ্যে দু'জন শিশুও রয়েছে। এই দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মুখ্যমন্ত্রী শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। দগ্ধ হয়ে আহত অন্যান্য যাত্রীদের যথাযথ চিকিৎসা প্রদান করতে জেলা প্রশাসনকে তিনি নির্দেশও দিয়েছেন।জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোরে উত্তর প্রদেশের লখনউয়ের কাছে মোহনলালগঞ্জ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। একটি বিহার-দিল্লি রুটের বেসরকারি বাসে ৬০ জনের বেশি যাত্রী ছিলেন। তার মধ্যে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যান দু'জন মহিলা ও দু'জন শিশু-সহ মোট ৫ জন। বাসের চালক ও কন্ডাক্টর পলাতক। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

'পাকিস্তানি জঙ্গির বোন' বিতর্কে বিজেপির মন্ত্রীকে ছেঁটে ফেলার দাবি তৃণমূলের

কলকাতা, ১৫ মে ঃ গোটা দেশ যখন কর্নেল সোফিয়া কুরেশির বীরত্বে গর্বিত, তখন বিজেপির এক মন্ত্রী তাঁকে বলছেন ' পকিস্তানি জঙ্গির বোন'! বিজেপির এই ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে কটাক্ষ করল তৃণমূল।বুধবার সামাজিক মাধ্যমে তৃণমূল লিখেছে, এটাই কি বিজেপির দেশভক্তি? একজন সাহসিনী সেনা-অফিসার, যিনি ' সিঁদুর'-এর মতো ঐতিহাসিক অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁকেই কি না অপমান? তৃণমূল এই ঘটনায় বিজেপির ওই মন্ত্রীকে ছেঁটে ফেলার দাবি তুলেছে।তৃণমূল এদিন গর্জে উঠে জানায়, ধর্মের রাজনীতি করতে করতে বিজেপি এতটাই অন্ধ হয়ে গিয়েছে যে, এখন দেশের বীর সেনাদের প্রতিও ঘৃণা ছড়াতে কুণ্ঠাবোধ করে না! এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষমা চায়নি সেই ব্যক্তি।বিজেপির ধিক্কার জানিয়ে তৃণমূল আরও জানিয়েছে, বিজেপির আসল রূপ বেরিয়ে পড়েছে। ওর বিদ্বেষে এতটাই মত্ত

এখন ভারত বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশঃরাজনাথ সিং

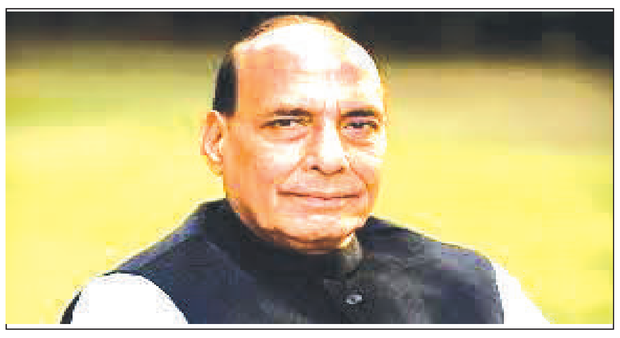

নয়াদিল্লি, ১৫ মে ঃ এখন ভারত বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশ। দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেছেন, আমরা ক্রমাগত আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করছি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং গত রবিবার দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উত্তর প্রদেশের লখনউতে ব্রহ্মোস অ্যারোস্পেস ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড টেস্টিং ফ্যাসিলিটির উদ্বোধন করেছেন। ব্রহ্মোস অ্যারোস্পেস ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড টেস্টিং ফ্যাসিলিটির উদ্বোধন প্রসঙ্গে রাজনাথ বলেছেন, আমি বিশ্বাস করি, আজ যে সুবিধা কেন্দ্রটি চালু হচ্ছে তা ভারতের শক্তি আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। রাজনাথ সিং বলেছেন, যখন আমাদের সরকার উত্তর প্রদেশে প্রতিরক্ষা করিডোরের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, তখন আমাদের সামনে অনেক বড় লক্ষ্য ছিল। এই সমস্ত লক্ষ্যের মধ্যে, আমাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল উত্তর প্রদেশকে আবারও দেশের উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। উত্তর প্রদেশ প্রতিরক্ষা করিডোর লখনউ, কানপুর, ঝাঁসি, চিত্রকূট, আগ্রা এবং আলিগড়ের মধ্য দিয়ে যাবে এবং আগামী সময়ে এগুলো উন্নয়নের নতুন কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হবে। রাজনাথ বলেছেন, আমাদের স্বপ্ন হল, উত্তর প্রদেশ বিশ্বের শীর্ষ প্রতিরক্ষা উৎপাদন এবং রফতানি গন্তব্যস্থল হিসেবে পরিচিত হোক। আমি বিশ্বাস করি, আজ যে ব্রহ্মোস সুবিধাটি উদ্বোধন করা হচ্ছে তা উত্তর প্রদেশ প্রতিরক্ষা করিডোরের গর্ব হবে। এটি কেবল উত্তর প্রদেশেই নয়, দেশের বৃহত্তম ব্রহ্মোস ইন্টিগ্রেশন এবং টেস্টিং ফ্যাসিলিটি সেন্টার। এটি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার দিকে ভারতের প্রচেষ্টাকেও শক্তিশালী করবে।

অসমে জমি কেলেংকারি, দালালদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবে এমএসএ, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ১৫মেঃকামরূপ মেট্রো জেলার অন্তর্গত, গুয়াহাটির উপকণ্ঠ সোনাপুরের কচুতলি গ্রামে জমি কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত দালালদের জাতীয় নিরাপত্তা আইনের (এনএসএ) আওতায় এনে গ্রেফতার করা হবে। ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।গত বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সোনাপুরের কচুতলি গ্রামে চলমান উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং আইন প্রয়োগের প্রচেষ্টা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলির সর্বশেষ তথ্য দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জমির জবরদখলকারীরা চলে যেতে চাইছে। কিন্তু দালালরা তাদের ফিরিয়ে আনছে। তবে অবৈধ জমি দখল এবং কেলেংকারি রোধে সরকার তার প্রতিশ্রুতি পালনে বদ্ধপরিকর।এছাড়া সোনাপুর অঞ্চলের নিরাপত্তা-সম্পর্কিত অবকাঠামো সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, আগামী ছয় মাসের মধ্যে সোনাপুরের কচুতলিতে পুলিশ ব্যাটালিয়নের ক্যাম্প নির্মাণের কাজ শুরু হবে।সরকারের এই উদ্যোগ এলাকায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করবে, উন্নত নিরাপত্তা এবং শাসন নিশ্চিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।এদিকে অসমের, বিশেষ করে কংগ্রেস নেতা গৌরব গগৈয়ের সংসদীয় নির্বাচনী ক্ষেত্র যোরহাটের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রসঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা কথা বলেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, ' আমরা অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করব, যাতে ওই অঞ্চলে অবকাঠামো এবং সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটে।'

রাষ্ট্রপতিকে কি সময়সীমা বেঁধে দিতে পারে সুপ্রিম কোর্ট, প্রশ্ন দ্রৌপদী মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ১৫ মে ঃ রাষ্ট্রপতিকে কি সময় বেঁধে দিতে পারে সুপ্রিম কোর্ট ? শীর্ষ আদালতের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর চাইলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। উল্লেখ্য, তামিলনাড়ুর আইনসভায় পাশ হওয়া বিলগুলি অনুমোদন করার জন্য রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালদের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। তার উত্তরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শীর্ষ আদালতে চিঠি পাঠিয়ে জানতে চেয়েছেন, রাজ্যপালদের উপরে সময়সীমা আদৌ কি আরোপ করা যেতে পারে। সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম কোর্টের মতামত চেয়েছেন তিনি। ওই আইন রাষ্ট্রপতিকে আইনি সমস্যা বা জনমানসে প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আদালতের সঙ্গে পরামর্শ করার অধিকার দেয়। রাষ্ট্রপতি আরও জানতে চেয়েছেন, বিল পেশ করার সময় রাজ্যপাল মন্ত্রী পরিষদের সহায়তা এবং পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য কি না। এপ্রিলে বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি মহাদেবনের একটি বেঞ্চ ডিএমকে সরকার ও রাজ্যপাল আর এন রবির মধ্যে স্থগিত বিল নিয়ে সংঘর্ষের নিষ্পত্তি করতে আদালতের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে। আদালত বলে, রাজ্যপাল ১০টি বিল অনুমোদনে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। সেগুলি অনুমোদনের জন্য তিন মাসের সময়সীমা বেঁধে দেয় আদালত।

বসিরহাটের তাঁতশিল্প হারিয়ে যেতে বসেছে

নিজস্ব প্রতিবেদন।বাংলার প্রাচীন কুটির শিল্পের মধ্যে অন্যতম ছিল বসিরহাটের গামছা। বসিরহাটের গামছার চাহিদা ছিল ভারত জুড়ে। কিন্তু নানা কারণে সেই শিল্প এই মুহূর্তে মৃতপ্রায়। গামছা শব্দটি যতটা সরল, তার পেছনের শ্রম ততটাই জটিল ও শিল্পনির্ভর। বসিরহাটের পানিতর, পিফা, ভ্যাবলা, কেয়ামারি, মাটিয়া - এই সমস্ত গ্রামগুলি ছিল একেকটি তাঁত শিল্পের প্রাণ ঘাঁটি। এখানে গামছা তৈরি হত হাতে বোনা তাঁতে। একটি গামছা বানাতে লাগত দক্ষতা, ধৈর্য আর নিখুঁততা। কাঠের তাঁত, সুতো, রঙ, মাকু - সব মিলিয়ে তৈরি হত বাহারি রঙের ও নকশার গামছা, যা শুধু মাথা বা গা মুছতে নয়, বাংলার জীবনের নানা মুহূর্তের অংশ হয়ে উঠেছিল। চাষের মাঠে, গ্রামের মেলায়, হাটে-বাজারে, এমনকি উপহার হিসেবেও গামছা ছিল সম্মানের প্রতীক। এক সময় এই অঞ্চলে প্রায় ১০০টিরও বেশি তাঁত সক্রিয় ছিল। প্রতিটি ঘর থেকে ভেসে আসত মাকুর খুটখাট শব্দ - যেন শিল্পের ছন্দে চলা একটা পুরো পাড়া। তবে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকতে পারেনি এই শিল্প।

গামছা তৈরির কাঁচামাল যেমন সুতো, রঙ, মাকু, বাঁশি - সবকিছুর দাম বেড়েছে কয়েক গুণ। অথচ বাজারে গামছার দাম বাড়েনি তেমনভাবে। বরং কারখানায় তৈরি, যন্ত্রচালিত সস্তা গামছা বাজার দখল করেছে। বসিরহাটের ভ্যাবলা গ্রামের প্রবীণ তাঁতশিল্পী কৃষ্ণপদ দাস বললেন, আগে ১০০ টাকা খরচে যে গামছা বানাতাম, এখন সেখানে ২০০ টাকারও বেশি লাগে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় এসে ঠেকেছে যে নতুন প্রজন্ম এই পেশায় আসতে চাইছে না। তাদের অনেকেই এখন অন্য রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতে চলে যাচ্ছেন। কেউ কেউ স্থানীয় দোকানে বা অটো চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন। ধীরে ধীরে তাঁতের শব্দ থেমে যাচ্ছে বসিরহাটের পাড়ায় পাড়ায়। এই মুহূর্তে কিছুটা সরকারি সাহায্য পেলে হয়তো আবার সুদিন আসতে পারে বসিরহাটের গামছা শিল্পের।

ভারতের যথাস্থানে আঘাত, পাকিস্তানের নাভিশ্বাস উঠে গেছে, দাবি তথাগতের

কলকাতা, ১৫ মে ঃ জিহাদ-টিহাদ, আল্লাহু আকবর, যজ্ঞা-এ-হিন্দ, এসব ঠিকই চলছিল। কিছু ইতিমধ্যে ভারত যথাস্থানে যে আঘাত করেছে তাতে পাকিস্তানের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। সেই যথাস্থানের নাম জল। অথবা পানি। বৃহস্পতিবার এক্সবার্তায় এরকম লিখেছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।তিনি লিখেছেন, পাকিস্তানের জলসচিব সৈয়দ আলী মুর্তজা ভারতের জলসচিব দেবশ্রী মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠি লিখেছে। তাতে কেউ মেউ করে বলেছে, এটা একেবারেই ঠিক হচ্ছে না, একতরফা সিদ্ধান্ত, পাকিস্তানের মানুষের উপর, অর্থনীতির উপর আঘাত, ইত্যাদি।

মণিপুরের চান্দেলে ১০ জঙ্গি ধরাশায়ী, অব্যাহত সেনা-অভিযান, উদ্ধার প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

ইম্ফল, ১৫ মেঃ গতবুধবার মণিপুরের চান্দেল জেলায় আসাম রাইফেলস-এর গুলিতে ১০ জঙ্গি ধরাশায়ী হওয়ার পর বৃহস্পতিবারও এলাকায় অভিযান চলছে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। বৃহস্পতিবার কোহিমা-ভিত্তিক সেনাবাহিনীর জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, রাজধানী ইম্ফল থেকে প্রায় ১৩০ কিলোমিটার দূরে চান্দেল জেলার পাহাড়ি অঞ্চল ভারত-মায়ানমার আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী সাধরণ মানুষের নগণ্য বসতি খেংজয় তহশিলের নিউ সামতাল গ্রামে সশস্ত্র জঙ্গি ক্যাডারদের গতিবিধি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল অভিযান চালিয়েছিল স্পিয়ার কর্পসের অধীনস্থ আসাম রাইফেলস। অভিযানকালে আচমকা আসাম রাইফেলস-এর জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। জবাবি গুলি-হামলায় দশ জঙ্গি ধরাশায়ী হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ, জানান আধিকারিক।তিনি জানান, সংঘর্ষস্থল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আজও নিরাপত্তা বাহিনী অভিযান চালিয়েছে। সেনা আধিকারিক জানান, নিহত জঙ্গিদের এখনও শনাক্ত করা যায়নি। জানা যায়নি নাম-ধাম ইত্যাদি। তবে অভিযানের পর বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে বলে ধারণা করছেন তাঁরা, জানান সেনাবাহিনীর জনসংযোগ আধিকারিকটি বলে মনে হয়।

ওয়েভস ২০২৫ঃএকটি গণ আন্দোলন যা প্রত্যেক সৃজনশীল ব্যক্তিকে তারকায় পরিণত করেছে

মুম্বাইঃওয়ার্ল্ড অডিও ভিস্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সামিট (ওয়েভস ২০২৫)-এর প্রথম সংস্করণের আজ সমাপ্তি ঘটল মুম্বাইতে উদ্দীপনার সঙ্গে। প্রদর্শক, শিল্পপতি, স্টার্টআপ, নীতি প্রণেতা, শিক্ষাবিদ এবং সাধারণ মানুষের বিপুল সাড়ার মাধ্যমে। এই শিখর সম্মেলন সংবাদ মাধ্যম এবং মনোরঞ্জন পরিমণ্ডলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গমস্থল হয়ে উঠল। শিল্পের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে অংশগ্রহণ হল- খ্যাতনামা শিল্পী এবং প্রভাবশালী কনটেন্ট ক্রিয়েটার প্রযুক্তি উদ্ভাবক এবং কর্পোরেট নেতা পর্যন্ত। প্রদর্শনী, আলোচনা এবং একান্ত সহযোগিতার প্রাণবন্ত সম্মিলনে এই অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করলো প্রবল জনসমাগম এবং সংবাদ মাধ্যম এবং মনোরঞ্জনের উদীয়মান বিশ্বশক্তি হিসেবে ভারতের অবস্থানকে পুনরায় স্থাপন করলো।সৃজনশীলতা, প্রযুক্তি এবং কাহিনী গঠনের এই উদযাপনের প্রথম সংস্করণের শুরু হয়েছিল জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারে তারকা খচিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্বোধনের মাধ্যমে। উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন, ওয়েভস শুধুমাত্র একটি শব্দবন্ধ নয়, এটি সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা এবং বিশ্ব সংযোগের তরঙ্গ। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে ভারত চলচ্চিত্র প্রযোজনা, ডিজিটাল কনটেন্ট, গেমিং, ফ্যাশন, সঙ্গীত এবং লাইভ কনসার্টের গ্লোবাল হাব হিসেবে উঠে আসছে। তিনি বিশ্বের সকল সৃজনশীল ব্যক্তিকে আরও বড় স্বপ্ন দেখতে এবং তাদের কাহিনী বলতে আহ্বান জানান।বিনিয়োগকারীদের বলেন, শুধুমাত্র একটি মঞ্চে নয়, মানুষের স্বপ্ন এবং ভারতীয় যুবাদের জন্য লগ্নি করতে যাতে তারা তাদের ১০০ কোটি না বলা কাহিনী বিশ্বের কাছে বলতে পারে। ওয়েভস-কে ভারতের অরেঞ্জ ইকোনমির উত্থান হিসেবে বর্ণনা করে তিনি যুব সমাজকে এই সৃজনশীলতার উত্থানে নেতৃত্ব দিয়ে ভারতকে আন্তর্জাতিক ক্রিয়েটিভ হাবে পরিণত করার ডাক দেন।উচ্চ প্রভাবী জ্ঞান অধিবেশন-প্রধানমন্ত্রীর ভাবনাকে অনুসরণ করে ওয়েভস ২০২৫ গত ৪ দিন ধরে উচ্চমানের ভাবনা, দক্ষতা এবং ক্ষেত্রীয় অন্তর্দর্শনের একটি মঞ্চ হিসেবে কাজ করলো। কনফারেন্স ট্র্যাক আলোচনা এবং সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে ভূমিকা নিল, যেখানে সমবেত হলেন সারা বিশ্বের চিন্তাশী, শিল্পপতি, নীতি প্রণেতা এবং পেশাদাররা। নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত একাধিক অধিবেশনের মাধ্যমে আলোচনা এবং ভাবনা বিনিময়ের মাধ্যমে শিখর সম্মেলনে আবিষ্কৃত হল নতুনতর উদ্ভাবন এবং ভবিষ্য সংবাদ মাধ্যম ও মনোরঞ্জন শিল্পের রূপদানকারী নতুন নতুন কলাকৌশল। অধিবেশনগুলিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ শ্রেণীর নানা ধরনের অর্থবহ ভাবনার আদান-প্রদান হল।ওয়েভস-এর এই প্রথম সংস্করণ পরিচিত হবে উচ্চপ্রভাবী জ্ঞান অধিবেশনের জন্য যেখানে ব্রডকাস্টিং ও ইনফোটেনমেন্ট, এভিজিসি-এক্সআর, ডিজিটাল মিডিয়া এবং চলচ্চিত্র সহ বিভিন্ন ধরনের বিষয়ে আলোচনা হল। ১৪০টির বেশি অধিবেশনে ১০০-র বেশি বিদেশী বক্তা অংশ নিলেন। তিনটি প্রধান কক্ষে (প্রতিটি ১০০০ আসনবিশিষ্ট) এবং ৭৫-১৫০ আসন বিশিষ্ট আরও ৫টি হলে। ছিল উপচে পড়া ভিড়। বেশিরভাগ অধিবেশনেই হল ছিল পরিপূর্ণ।বিশেষ অধিবেশনে ৫০টি মুখ্য বক্তৃতা করেন মুকেশ আম্বানী, টেড সারান্ডোস, কিরণ মজুমদার শ, নীল মোহন, শান্তনু নারায়ণ, মার্ক রিড, অ্যাডাম মসেরি এবং নীতা আম্বানীর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। বিবর্তিত মনোরঞ্জন শিল্প এবং ডিজিটাল রূপান্তর সংক্রান্ত গভীর প্রেক্ষিত নিয়ে তাঁদের ভাবনা প্রকাশ পেল। চিরঞ্জীবি, মোহনলাল, হেমা মালিনী, অক্ষয় কুমার, নাগার্জুন, শাহরুখ খান, দীপিকা পাড়ুকোন, আল্লু অর্জুন এবং শেখর কাপুর সহ ভারতীয় চলচ্চিত্র তারকারা যাদের মধ্যে অনেকেই ওয়েভস উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য, তাঁরা ভার্চুয়াল প্রযোজনা এবং কৃত্রিম মেধার এই যুগে সিনেমা এবং কনটেন্ট তৈরি নিয়ে মননশীল আলোচনা করলেন।ওয়েভস ২০২৫-এ ৪০টি মাস্টার ক্লাস পরিকল্পিত হয়েছিল হাতেকলমে শিক্ষাদান এবং সৃজনশীলতার অন্বেষণে। অংশগ্রহণকারীরা শিল্পের নানা কলাকৌশলের সঙ্গে পরিচিত হলেন। আমীর খানের আর্ট অফ অ্যাক্টিং, ফারহান আখতারের ক্র্যাফট অফ ডিরেকশন এবং মাইকেল লেহম্যানের ইনসাইড সিন টু ফিল্ম মেকিং-এর মতো অধিবেশনের মাধ্যমে। অন্যান্য অধিবেশনে পর্দার পিছনের কাহিনী জানা গেল যখন আমজন প্রাইম পঞ্চায়েত তৈরি, এয়ার লেন্সের ডিজাইন, এআই অবতার নির্মাণ এবং জেনারেটিভ এআই ব্যবহার করে গেমস তৈরি। এইসব অধিবেশনগুলিতে পেশাদার এবং উদীয়মান ক্রিয়েটরের হবেই।

নিউটাউনে গড়ে উঠতে চলেছে 'বিশ্ব অঙ্গন', বড় ঘোষণার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৫ মে ঃ ইকো পার্ক, মাদার ওয়াক্স মিউজিয়াম, বিশ্ববাংলা গেটের পর নিউটাউনের মুকুটে যুক্ত হচ্ছে নতুন পালক! এবার সেখানে তৈরি হবে বিশ্ব অঙ্গন। সেখানে বিশ্বমানের কনসার্ট আয়োজন করা যাবে। বুধবার নবান্নে এমনই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।নিউটাউনে তৈরি হচ্ছে এই নতুন আইটি, বিনোদন, সাংস্কৃতিক পার্ক। নাম দেওয়া হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট কালচারাল পার্ক, সংক্ষেপে আইআইটিইসি। বাংলায় বিশ্ব অঙ্গন।' সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে পিপিপি মডেলে ২৫ একর জমিতে এই পার্ক তৈরি করবে রাজ্য। জমি বাছাই করা হয়ে গিয়েছে। বুধবার মন্ত্রিসভা এই প্রকল্পের প্রস্তাবে ছাড়পত্র দিয়েছে। এরপর টেন্ডার করে কাজ শুরু হবে।এই জমিতে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা থেকে বিনোদন দুনিয়ার সকলে বিশ্বমানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারবে। আয়োজন করা যাবে বিশ্বমানের কনসার্টের।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব অঙ্গন ভবিষ্যতে গর্বের বিষয় হবে রাজ্যের। হিডকোর সঙ্গে পিপিপি মডেলে এটি হবে। যাঁরা বিশ্বভ্রমণে আসেন, তথ্যপ্রযুক্তি, বিনোদন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন তাঁদের সুবিধা হবে। মনে রাখবেন, ' কনসার্ট ইকোনমি' এখন নতুন ভাবনা। প্রদর্শনী, প্রমোদের জন্য বিরাট ব্যবস্থা করা হবে।

জম্মু ও কাশ্মীর সফরে রাজনাথ সিং

শ্রীনগর, ১৫ মে ঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বৃহস্পতিবার জম্মু ও কাশ্মীর সফরে গেছেন। কাশ্মীর সফরকালে তিনি প্রতিরক্ষা বিষয়ে সেনাবাহিনীর আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা করবেন বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথম তিনি কাশ্মীর সফরে গেলেন। পহেলগামে পর্যটকদের মৃত্যুতে এদিন শোকপ্রকাশ করেন তিনি। একই সঙ্গে বলেন, সেনারা দেশের শৌর্যের প্রতীক।কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং শ্রীনগরে বলেন, আমি জাতির কাছ থেকে বার্তা বহনকারী একজন বার্তাবাহক হিসেবে আপনাদের কাছে এসেছি। বার্তাটি হল আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য গর্বিত। অপারেশন সিঁদুর কেবল একটি অভিযানের নাম নয় এটি আমাদের অঙ্গীকার। এটি এমন একটি অঙ্গীকার যার মাধ্যমে ভারত দেখিয়েছে যে আমরা কেবল নিজেদের রক্ষা করি না, বরং সময় এলে আমরা কঠোর সিদ্ধান্তও নিই এবং কঠোর পদক্ষেপও গ্রহণ করি।

"এবারে কলকাতা দেখবে রিয়েল," তেরঙ্গা যাত্রা, মন্তব্য শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৫মেঃ গত ৭ মে সেনাবাহিনীর 'অপারেশন সিঁদুর'র জেরে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের একাধিক জঙ্গি ঘাঁটি ধুলিসা হয়ে যায়। ভারতীয় সেনার এই সাফল্য তুলে ধরতে এবং প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে দেশজুড়ে তেরঙ্গা যাত্রা করছে বিজেপি। শুক্রবার বিকেল ৫টায় শহরের কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যাম বাজার পর্যন্ত তেরঙ্গা যাত্রার কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। বুধবার প্রস্তাবিত পরিকল্পনা নিয়ে মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।এ প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, অরুণাচল থেকে দিল্লির ইন্ডিয়া গেট দেখেছে তেরঙ্গা যাত্রা। এবার কলকাতাও দেখবে রিয়েল তেরঙ্গা যাত্রা।শুভেন্দুবাবু বলেন, বিজেপির এই কর্মসূচিতে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষকে শামিল হওয়ার আবেদন করছি। কারণ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সম্মান জানিয়ে জাতীয় পতাকা হাতে মিছিল হবে এবং নির্দিষ্ট স্লোগানের মাধ্যমে মাতৃবন্দনা ও দেশবন্দনা করা হবে।

দিল্লির কলেজে ভয়াবহ আগুন, হতাহতের খবর নেই

নয়াদিল্লি, ১৫ মে ঃ ভয়াবহ আগুন দিল্লির পিতমপুরার শ্রী গুরু গোবিন্দ সিং কলেজ অফ কমার্সে। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা নাগাদ আগুন লাগে। ১১টি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে এদিন সকাল ৯.৪০ নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।জানা গেছে, প্রথমে কলেজের প্রবেশদ্বারের আগুন লাগে। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে কলেজের অন্যান্য ঘরে। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই বলে জানা যাচ্ছে।

পরিযায়ী শ্রমিক, আলুচাষী ও ধানচাষীদের সমস্যাবলী নিয়ে রাজ্যকে চিঠি নীতীশ কুমারের

কলকাতা, ১৫ মে ঃপশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিক, আলুচাষী ও ধানচাষীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা বুধবার জানালো হল জনতা দল ইউনাইটেডের রাষ্ট্রীয় সভাপতি ও বিহার সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে। এ ব্যাপারে তাকে এদিন একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। জানা গেছে, নীতীশবাবু সেই চিঠি খতিয়ে দেখতে পাঠিয়েছেন নবান্নে।হিংদ মজদুর কিষান পঞ্চায়েতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মহাসচিব অশোক দাস এই প্রতিবেদককে এ খবর জানিয়ে বলেন, ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি, আলু চাষিদের বিষয়, গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে প্রচণ্ড শিলা বৃষ্টির ফলে হুগলী, বর্ধমান জেলায় আলুর প্রচণ্ড ক্ষতির কথা জানানো হয়েছে স্মারকলিপিতে।অশোকবাবু বলেন, কোনও কোনও স্থানে ৭০ শতাংশ আলু জমিতেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তার ক্ষতিপূরণ, আলুর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণার দাবি, পশ্চিমবঙ্গের আলু দেশের সর্বত্র যাতে অবাধে পাঠানো যায়, সে সবের আইনানুগ স্বীকৃতি প্রদান, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য বীমা, দুর্ঘটনা জনিত বীমার টাকার দ্রুত পাওয়ার জন্য কমিশন গঠন, ১০০ দিনের কাজ কৃষক তার নিজের জমিতে করতে পারে তার আইনানুগ স্বীকৃতি প্রভৃতি দাবি রাখা হয়েছে।স্মারকলিপিটি তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও কেন্দ্রের কৃষি রাষ্ট্রমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুরকেও পত্রের মাধ্যমে এই সব দাবির কথা জানানো হয়েছে। এনডিএ জোটের অন্যতম নেতা নীতীশ কুমার ফিরতি চিঠিতে জানিয়েছেন, দাবিসমূহ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে।

রাশিফল

মেষঃ ব্যবসায় অবস্থার উন্নতি হবে। রাজনীতিতে বিরোধীরা পরাজিত হবে। চাকরিতে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সান্নিধ্যের সুবিধা পাবেন।
বৃষঃআজ পারিবারিক পরিবেশ সামগ্রিক ভাবে বৃষ রাশির জাতকদের অনুকূলে থাকবে। নতুন ঘরবাড়ি কেনার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
মিথুনঃআজ সন্তানদের দিক থেকে কিছু চাপ থাকতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনায় কম আগ্রহী বোধ করবে। পুরনো বন্ধুর কাছ থেকে ভালো খবর পাবেন। চাকরিতে নতুন বন্ধু তৈরি হবে। ব্যবসায়িক অবস্থার উন্নতি হবে।
কর্কটঃসঠিক সিদ্ধান্তের অভাবে সুযোগ নষ্ট হতে পারে কর্কট রাশির জাতকদের। অবিবাহিতদের বিয়ের কথা এগোতে পারে। দুষ্ট প্রতিবেশীর কারণে আপনার সমস্যা বাড়তে পারে। একাধিক ব্যবসা থেকে অর্থলাভের সম্ভাবনা আছে। নতুন প্রেমের প্রস্তাব পেতে পারেন।
সিংহঃ আজ কিছু ভালো খবর পাবেন। সরকারি সাহায্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাধা দূর হবে। পরীক্ষা প্রতিযোগিতায় সাফল্য পাবেন। পরিবারে উন্নত মতভেদ আজ কমবে। সম্পর্কের উন্নতি হবে।
কন্যাঃ খাওয়া-দাওয়ার অনিয়মের কারণে হজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। নিজের বুদ্ধির দোষে কর্মস্থানে সমস্যায় পড়তে পারেন। তর্ক-বিবাদে প্রতিপক্ষের পরাজয় নিশ্চিত। ন্যায্য প্রাপ্তিতে বাধা পেতে পারেন। সরকারি কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে।
তুলাঃ আজকের দিনটি ভালো খবর দিবে, শুরু হবে। রাজনীতিতে বন্ধু ও পরিবারের সমর্থন পাবেন। পুরনো কোনও বিবাদ থেকে মুক্তি পাবেন। রাজনৈতিক কাজে দক্ষ ব্যক্তিরা বিশেষ সাফল্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে নতুন বন্ধু তৈরি হবে। কর্মক্ষেত্রের উন্নতিতে সফল হবেন।
বৃশ্চিকঃ আজ ধনাগম বা সৌভাগ্যবৃদ্ধি যোগ আছে। নতুন কোনও যৌথ উদ্যোগের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। অবিবাহিতদের বিয়ের কথা এগোতে পারে। সোনা, খাদ্যদ্রব্য, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবসা আজ লাভজনক হবে। শরীরে অস্ত্রের আঘাত লেগে রক্তপাত হতে পারে।
ধনুঃ আজ চাকরিতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। সরকারি ক্ষমতায় থাকা কোনও সিনিয়র ব্যক্তির কাছ থেকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে পারেন। রাজনীতিতে নতুন বন্ধু তৈরি হবে।
মকরঃজমি জায়গা কেনা, নতুন বাড়ি তৈরি বা বাড়ি গৃহ সংস্কারের কাজে অর্থ ব্যয় হতে পারে। কোনও চতুর বন্ধু আপনার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করবে। জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্যহানি মকর রাশির জাতকদের উৎকণ্ঠা বাড়াবে। সন্তানের উন্নতির সুখবর আজ পেতে পারেন।
কুম্ভঃ আজ রাজনীতিতে নতুন বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হবে। কর্মক্ষেত্রে কোনও অসম্পূর্ণ কাজ শেষ হতে পারে। বেকাররা কর্মসংস্থান পাবেন। পারিবারিক সমস্যার সমাধান হবে।
মীনঃঅন্যের উপকার করতে গিয়ে অতিরিক্ত খরচ হতে পারে। কৌশলী কথাবার্তায় কর্মক্ষেত্রে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। মেশিনারি, উৎপাদন, খনি, বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। পার্টনারশিপ ব্যবসায় সুফল পাবেন। পেশাগত

আবহাওয়া

ফের গরমের দাপট শুরু হল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তির জেলায়, গরমে পিছিয়ে নেই উত্তরবঙ্গের সমতলের জেলাগুলিও। আবার দক্ষিণবঙ্গের ৮টি জেলায় ১৬-১৯ মে তাপপ্রবাহেরও সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার থেকে পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। চলবে সোমবার পর্যন্ত। ওই জেলাগুলিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে পাঁচ ডিগ্রি বেশি থাকবে। আগামী চার দিনের জন্য ওই জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।গরমের পিছিয়ে থাকবে না উত্তরবঙ্গও। আগামী কয়েক দিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা ৪-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। শনি ও রবিবার তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে। ওই দুই জেলার কোনও কোনও জায়গায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির বেশি থাকতে পারে। আগামী কিছু দিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.২ ডিগ্রি বেশি। জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল১০টা৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০মিনিট। সূর্যোদয়ঃ সকাল ৫টা ০৪মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৪মিনিটে।

জওয়ানদের ধন্যবাদ জানিয়ে রাজ্য বিধানসভায় একটি প্রস্তাব আনা হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মে ঃ পাকিস্তানের সঙ্গে সাম্প্রতিক সামরিক সংঘাতে নিহত শহিদ সেনানীদের শ্রদ্ধা ও লড়াকু জওয়ানদের ধন্যবাদ জানিয়ে রাজ্য বিধানসভায় একটি প্রস্তাব আনা হচ্ছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগামী ৯ জুন নাগাদ বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশন শুরু হতে পারে। অধিবেশন সপ্তাহ দুয়েক চলবে। ওই অধিবেশনেই এই মর্মে প্রস্তাব আনা হবে। এর পাশাপাশি রাজ্যপালের পাঠানো রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশন আইনের একটি সংশোধনী সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিলের উপরেও অধিবেশনে আলোচনা হবে বলে অধ্যক্ষ জানিয়েছেন।

লোভ দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতয়ে তোলার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মগরা, ১৫ মে ঃ শেয়ার বাজারের ব্যবসায় বড় অঙ্কের মুনাফা পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। এবার এমনই এক ঘটনা ঘটল হুগলির মগরাতে। অল্প সময়ে স্বল্প টাকা খাটিয়ে বড় অঙ্কের লাভ ঘরে তুলতে এখন অনেকেই বর্তমানে স্টক মার্কেটের দিকে ঝুঁকছেন। বাড়ছে বিনিয়োগ। কেউ করছেন পড়াশোনা, কেউ না করেই লোকজনের কথা শুনে ঢেলে দিচ্ছেন টাকা। তাতেই বাড়ছে বিপদ। আর এখানেই সুযোগ নিচ্ছে প্রতারকের দল। অভিযোগ, শেয়ার বাজারে টাকা খাটিয়ে তার মুনাফা দেওয়া হবে এই মর্মে প্রচুর মানুষের থেকে টাকা তোলে ইউনিক মাল্টি ট্রেড প্রাইভেট কোম্পানি নামে মগরার এক সংস্থা। অভিযোগকারীরা বলছেন, বছর খানেক আগে তাঁরা ওই সংস্থার এজেঃটদের কাছে টাকা দেওয়া শুরু করেন। কয়েক মাস টাকা ফেরতও পান। কিন্তু তারপর আর পাননি। অনেকবার বলেও কোনও কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত পুলিশের দ্বারস্থ হন আমানতকারীরা। মগরা থানায় দায়ের হয়েছে লিখিত অভিযোগ।

রাজ্য সরকারের ডিরেক্টরেট অফ ইকনমিক অফেন্স এর তদন্ত শুরু করে। জানা গিয়েছে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা প্রতারণা করা হয়েছে ওই সংস্থার তরফে। সোমনাথ মুখোপাধ্যায় নামে ওই সংস্থার এক ডিরেক্টরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদিনই তাকে চুঁচু। আদালতে তোলা হয়। কোটি টাকা যে তোলা হয়েছে তা এদিন স্বীকার করে নেন সোমনাথ। আদালতে যাওয়ার পথে তিনি বলেন, কোটি টাকা তোলা হয়েছে। তিনি একা নন এই চক্রের সঙ্গে আরও অনেকে যুক্ত রয়েছে। তবে তাঁকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে বলে মনে করছেন তিনি।

বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মে ঃ আজ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। দু এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুতের সম্ভাবনা,সাথে ঝড়ো হাওয়া। কোথাও ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় ঝড়ো হাওয়া সম্ভাবনা। ১৬ তারিখে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে।

রাজ্যপাল বোস সম্পূর্ণ সুস্থ, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মে ঃ বৃহস্পতিবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালের চিকিসকরা জানিয়েছে, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। তবে কিছুদিন কাজের চাপ কম রাখতে হবে। গত ২২ এপ্রিল থেকে হৃদযন্ত্রের সমস্যা নিয়ে এই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন রাজ্যপাল বোস। ২৪ দিনের মাথায় এই হাসপাতাল থেকে ছুটি রাজ্যপালের। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার মেডিক্যাল বুলেটিনে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন,এদিনই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। তাঁর শরীরে রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা ১০০ শতাংশ। তাঁর রক্তচাপ এবং রক্তে শর্করার মাত্রাও স্বাভাবিক রয়েছে। তবে পরবর্তী শারীরিক পরীক্ষা না হওয়া অবধি কম কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। গত ২২ এপ্রিল বাম কাঁধে যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন বোস। সেদিন পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তিনি। অতিরিক্ত কাজের চাপে অসুস্থ বোধ করেন। বাম কাঁধে ব্যথা ও বুকে অস্বস্তি নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যায়, হৃদযন্ত্রে সামান্য সমস্যা রয়েছে। চিকিসকদের পরামর্শ মেনে চিকিৎসা চলে।

বৃহস্পতিবার রাজ্যের কয়েকটি জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মে ঃ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে গরমের অস্বস্তি জারি থাকবে। তাপপ্রবাহ না হলেও তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। আবার কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝ।-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার পর্যন্ত ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। বৃহস্পতিবার বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলায় ঝড়-বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যত্র গরম বজায় থাকবে। শুক্রবার ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ঝ।-বৃষ্টি হতে পারে। আর শনিবারও কম-বেশি ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পঙ জেলায় শনিবার পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া বইতে পারে।

উত্তর হাওড়ায় খাটাল মালিকদের জন্য একগুচ্ছ নির্দেশিকা প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ মে ঃ উত্তর হাওড়ায় খাটাল মালিকদের জন্য একগুচ্ছ নির্দেশিকা প্রশাসনের, নির্দেশ না মানলে কড়া ব্যবস্থা। আগামী বর্ষায় উত্তর হাওড়ায় জল জমার সমস্যার সমাধানে এলাকার খাটালগুলির বিষয়ে এবার কড়া অবস্থান নিয়েছে জেলা প্রশাসন। এই ব্যাপারে খাটালগুলির জন্য একগুচ্ছ নির্দেশিকাও দেওয়া হয়েছে। গোলাবাড়ি থানায় উত্তর হাওড়ার খাটাল মালিকদের নিয়ে এক বৈঠকে একথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন এলাকার বিধায়ক গৌতম চৌধুরি। বুধবারের ওই বৈঠকে প্রায় ৫০ জন খাটাল মালিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সমস্ত নিয়ম মেনে কিভাবে খাটাল চালাতে হবে তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। বিধায়ক গৌতম চৌধুরি বলেন, রাস্তায় জল জমার অন্যতম কারণ হল খাটালের গোবর। খাটাল মালিকরা অধিকাংশ গোবর সরাসারি নর্দমায় ফেলার কারণে জল নামতে দেরি হয়। রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ জল জমে থাকে। এখন থেকে খাটাল মালিকরা এমনটা আর করতে পারবেন না। খাটালে গোবর জমিয়ে রাখতে হবে। সপ্তাহে দুই থেকে তিনদিন পুরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকেরা এসে সেই গোবর তুলে নিয়ে যাবেন। খাটাল মালিকরা এই নির্দেশ না মানলে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। খাটালগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শন করা হবে। সমস্ত খাটাল মালিকদের এখন থেকেই এই নিয়ম মেনে চলতে হবে। এর ফলে উত্তর হাওড়ায় জল জমার সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ডোমজুড়ের ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাইক আরোহীর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ মে ঃ হাওড়ার ডোমজুড়ের সরস্বতী ব্রিজের কাছে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক বাইক আরোহীর। বৃহস্পতিবার দুপুর দুটো নাগাদ ওই ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অনুপ বাড়াই নামের ওই মোটরবাইক আরোহী উলুবেড়িয়ার বাসিন্দা। হাওড়া থেকে উলুবেড়িয়ার দিকে যাওয়ার পথেই গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় ডোমজুড় থানার পুলিশ ও ট্রাফিক আধিকারিকরা। দুর্ঘটনার পর বেশ কিছুক্ষণ জাতীয় সড়কের ওই লেনে যান চলাচল ব্যাহত হয়।

নববারাকপুরে শ্রী গুরু সঙ্ঘের জলসত্র শিবিরে দই এর ঘোল শরবত বিলি

নববারাকপুর, ১৫ মে ঃ শ্রী গুরু সঙ্ঘ নববারাকপুর মধ্যমগ্রাম আঞ্চলিক শাখার জলসত্র শিবির শীতল জল বাতাসা দিয়ে নিউ বারাকপুর প্লাটফর্মে ১ লা বৈশাখ মাস থেকে শুরু হয়। ৩১ বৈশাখ এক মাস ব্যাপী শেষে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ৪৮০ কেজি দই এর ঘোল শরবত বিলি করা হয.হাজার হাজার মানুষের মধ্যে। ট্রেন থেকে নিত্যযাত্রী ও পথচলতি সাধারণ মানুষ ও দই এর ঘোল সেবন করে পরম তৃপ্তি লাভ করে এই প্রখর দাবদাহ থেকে রক্ষা পেতে। শ্রী গুরু সঙ্ঘের সন্ন্যাসী থেকে মহিলা ও পুরুষ ভক্ত রা দুধ দই এর ঘোল শরবত গ্লাস মানুষের হাতে তুলে দিলেন। দীর্ঘ ৫৫ বছর ধরে এই জলসত্র শিবিরে শেষ দিনে বিশেষ আকর্ষণ থাকে দুধ দই এর ঘোল শরবত বিতরণ ।

জয়নগরে বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এক দিনের মেগা জব ফেয়ার

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৫ মে ঃ রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের পথ তৈরিতে এবার এগিয়ে এলো জয়নগরের ২৪ বছরের প্রাচীন ভিউটেক গ্রুপ। আর তাদের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি এবং জুয়েল এন্ড নেশন ।মূলত ভিউটেক গ্রুপের উদ্যোগে জয়নগরে এই প্রথম মেগা জব ফেয়ার হয়ে গেল জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার আমন্ত্রণ কমপ্লেক্সে বৃহস্পতিবার। এক দিনের এই মেলার আয়োজক ছিলেন জয়নগরের ভিউটেক গ্রুপ। এই মেলায় ৫৫০ জন ছাত্র ছাত্রী সফলভাবে অংশ গ্রহণ করেন। বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের কর্মসংস্থান দপ্তর সহ একাধিক দপ্তরের সরকারি প্রতিনিধি,আয়োজক ও সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিরা । ৩০ টি বড় বড় কোম্পানীর এইচ আর ও সকল সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এক দিনেরএই মেলায় আগত কোম্পানীদের তরফে ছাত্র ছাত্রীদের চাকরীর ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। এবং

২৫০ থেকে তিনশো জন ইন্টারভিউ তে সফল ও হন। এব্যাপারে ভিউটেক গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবজ্যোতি বসু বলেন, রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের যাতে চাকুরীর জন্য ভিন রাজ্যে যেতে না হয়। তাঁরা যাতে নিজের রাজ্যে ভালো চাকরি করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে ও কর্মসংস্থানের পথকে সুগম করতে আমরা জয়নগরে এই প্রথম এই ধরনের চাকরির মেলারআয়োজন করি। আমাদের সংস্থার দক্ষিন ২৪ পরগনার ক্যানিং, কাকদ্বীপ, বারুইপুর,দক্ষিন বারাশত ও জয়নগর এই ৫ টি শাখার ছাত্র ছাত্রীরা এই মেলায় অংশ নেন। আগামী দিনে আরো বড় ভাবে আমরা এই মেলার উদ্যোগ নেব। আর এই ধরনের মেলা যোগ দিতে পেরে খুশি চাকরি প্রার্থীরা।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নয়ানজুলিতে অবৈধ নির্মাণ কাজ চলছে

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ,১৫ মে ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে বুড়ো আঙুল

দেখিয়ে রোডের পাশে নয়ন জুলিতে উঠছে পাকা বাড়ি নির্বিকার প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কয়েক মাস আগে প্রশাসনকে নির্দেশ দেন কোনো সরকারি জায়গা, পুকুর কিংবা নয়নজুলিতে অবৈধ নির্মাণ চলবে না,কিন্তু কে শোনে কার কথা,প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ও কাকদ্বীপ থানার নতুন রাস্তা গঙ্গাধরপুর রোডের পাশেই নয়নজুলিতে অবৈধভাবে তৈরি হচ্ছে বেশ কিছু পাকা বাড়ি, মাটি ফেলে ভরাট করা হচ্ছে জল নিকাশি। কিন্তু প্রশাসনের চোখে পড়ে ও যেন পড়ছে না। ওই রোডের সাইকেল মোড় সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার ধারের গাছ কেটে পুকুর ও নয়নজুলি ভরাট শুরু করেছে এক আইসিডিএস কর্মী পারুল দাস।তিনি বলেন, মাটি ফেলার বরাত যিনি নিয়েছেন তিনি প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছে। অবশ্য প্রশাসন জানার পর কাজটিকে বন্ধ করে দেয়। আবার নয়নজলির উপর উঠছে একটি পাকা ঘর তিনি জানান প্রশাসনের ঘর করার অনুমতি নিয়েছেন। এখন প্রশ্ন উঠছে কোন প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছেন।এই প্রশাসন কে? যিনি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ কে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অনুমতি দিচ্ছেন সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। তবে পঞ্চায়েত সদস্যের কথায় এগুলো নয়নজুলি নয়, সরকারি জায়গা ও নয়,রোডের উপর তো আর ঘর করছে না,এখানে ঘর করা বৈধ।

প্রয়াত তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহা, বিধানসভায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অধ্যক্ষ-সহ বিধায়কদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মে ঃ ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে বুধবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। শেষ রক্ষা হল না। বৃহস্পতিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন নদিয়ার তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহা। এদিন সকালে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে নদিয়ার জেলা রাজনীতিতে তো বটেই, রাজ্য রাজনীতিতেও নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বিধানসভাতে এদিন দুপুরে এসে পৌঁছায় তাঁর মরদেহ। অধ্যক্ষ বিমান বঃেদাপাধ্যায়. প্রথমেই মাল্যদান করেন। তৃণমূল কংগ্রেস এর সর্বভারতীয়. সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দলের একাধিক বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। নির্মল মাজি, রুকবানুর রহমান, অলোক মাঝি, মুকুটমণি অধিকারী, জীবনকৃষ্ণ সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিধানসভা প্রাঙ্গণে তাঁর মরদেহে ফুল দিয়ে. শ্রদ্ধা জানিয়েছেন উপস্থিত সমস্ত সদস্য।

দেশ বিরোধী পোস্ট! মগরায় গ্রেফতার যুবক

বনস্পতি দে, মগরা,১৫ মে ঃ হুগলির বলাগড়, পান্ডুয়ায় দুইজন এর আগে গ্রেফতার হয়েছেন। এবার মগড়া থানা গ্রেফতার করল মহম্মদ ওয়াকিল নামে এক যুবককে। দেশ বিরোধী পোস্ট! মগরায় গ্রেফতার যুবক। ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষের আবহে দেশ বিরোধী বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে বলা লেখা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ভারতের তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রক থেকে। তারপরেও দেশবিরোধী বক্তব্য সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করে গ্রেফতারির ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মহম্মদ ওয়াকিলের বাড়ি বাঁশবেড়িয়া কলবাজারে। অভিযোগ, তিনি তাঁর সামাজিক মাধ্যমের পেজে রাফাল নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেন। মগরা থানায় বিজেপি কর্মী দেবজি মুখোপাধ্যায় অভিযোগ দায়ের করেন।তারপরই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। তাঁকে চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়। উল্লেখ্য, গত পাঁচ দিন আগেই ভারত পাকিস্তান অস্থির পরিস্থিতিতে ভারত বিদ্বেষী পোস্ট করে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টার অভিযোগে হুগলির দুই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। সমাজমাধ্যমে দেশবিরোধী পোস্ট করেছিলেন বলাগড় এবং পান্ডুয়ায় দুই যুবক।

প্রতিবেশীকে মারধর, খুন ও ধর্ষণের হুমকির অভিযোগ, গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং,১৫ মে ঃ খুন ও ধর্ষণের হুমকির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল ক্যানিং থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আব্দুল মোল্লা। ক্যানিংয়ের খাস কুমড়োখালি গ্রাম থেকে আটক করা হয় তাকে বুধবার রাতে। বুধবার সন্ধ্যায় প্রতিবেশীদের বাড়িতে চড়াও হয়ে বাড়িতে ভাংচুর ও তাঁদেরকে মারধরের পাশাপাশি বাড়ির মহিলাদের ধর্ষণের হুমকি দেয় অভিযুক্ত ও তার অনুগামীরা। এমনই অভিযোগ। বুধবার রাতে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আব্দুলকে আটক করে। ধৃতের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার সকালে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রতিবেশী আক্রান্ত পরিবারের সদস্যরা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার আব্দুলকে গ্রেফতার করে আদালতে তোলা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বোনের সঙ্গে অশান্তি, ক্যানিংয়ে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী এক কিশোরী

দুরন্ত বার্তাষ ক্যানিং, ১৫ মে ঃ বোনের সঙ্গে অশান্তি করে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল এক কিশোরী। ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ কিশোরী সুমাইরণ সর্দার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের বধূকুলা গ্রামে। পুলিশ ও পরিবার সূত্রের খবর, বোনের সঙ্গে এদিন মোবাইল ফোন দেখা নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল সুমাইরনের। এই ঘটনায় মা সুমাইরনকেই বকেছিল। বোনকে কেন মা বকলো না সেই অভিমানে বাড়িতে থাকা ঘাস মারা বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে সে। পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

হাওড়া পৌরনিগমের ওলাবিবিতলা বেজপুকুর বুস্টার পাম্পিং স্টেশন ও পানীয় জলের পাইপ লাইনের কাজ সম্পূর্ণ হবার ফলে বর্ধিত স্তরে জল সরবরাহ শুরু হলো মধ্য হাওড়া বিধানসভার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। এর ফলে ২৫, ২৬, ৩০ এবং ৩২নং ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন সময়কালে জলসঙ্কট দূর হবে।

আক্রান্ত সংবাদমাধ্যম, সৌজন্যে তোলামূল নেতা, ভিডিও শেয়ার করে কটাক্ষ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মে ঃ নিজের অনুগামী (সমাজ বিরোধীদের) ডাকিয়ে এনে চাকরিহারাদের ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে গায়ের জোর প্রযোগে করান। বিধাননগর পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্ত সম্পর্কে সামাজিক মাধ্যমে এ কথা লিখলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, বিকাশভবন গেছিলেন সব্যসাচী দত্ত। সেখানে আগে থেকেই বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন চাকরিহারারা। বিকাশভবন পৌঁছতেই চাকরিহারাদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন সব্যসাচী দত্ত। তাঁকে 'চোর-চোর' স্লোগান দিয়ে অভ্যর্থনা জানান চাকরিহারারা। নিরাপত্তারক্ষীরা ওনাকে বের করে গাড়িতে নিয়ে গেলে, গাড়ির সামনে শুয়ে পড়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন চাকরিহারারা। ব্যস, ধৈর্য হারান সব্যসাচী দত্ত। একটি সংবাদচ্যানেলের নামোল্লেখ করে শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। সেই খবর করছিল সংবাদমাধ্যম। কিন্তু সেই খবর করতে গিয়েই আক্রান্ত হন সেটির সাংবাদিক। তাঁর ওপরে চড়াও হন সব্যসাচী দত্তর 'অনুগামীরা'। চ্যানেলের ক্যামেরাম্যান সূর্যেন্দুকে মেরে ঠোঁট ফাটিয়ে দেওয়া হয়। অপর সাংবাদিকের গলা টেপার চেষ্টা সহ মারধর হয়। কিন্তু এত কিছুর পরেও, সব্যসাচী দত্ত অনুশোচনা না দেখিয়ে এই উগ্র গায়ের জোয়ারীর পক্ষে সওয়াল করেন। আমি সাংবাদিক নিগ্রহের এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। আমি কলকাতা পুলিশকে অনুরোধ করবো অবিলম্বে ভিডিও ফুটেজ দেখে সমস্ত দুস্কৃতীদের গ্রেফতার করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। এক্ষেত্রেও পূর্বের দৃষ্টান্ত মতো তোলামূল কংগ্রেসের শাখা সংগঠনে পরিণত হওয়া কলকাতা প্রেস ক্লাব মুখে কুলুপ আঁটবে!

পলিটেকনিক কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া আজ থেকে শুরু হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মে ঃ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পরে পলিটেকনিক কলেজ এবং ITI গুলিতে ভর্তি প্রক্রিয়া আজ থেকে শুরু হয়েছে । ১০ জুন পর্যন্ত ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন ছাত্রছাত্রীরা। ওয়েবসাইটটি হল https:scvtwb.in. ITI তে ছেলেদের জন্য ভর্তি ফি ২০০ টাকা এবং মেয়েদের জন্য ১০০ টাকা। ছাত্রীদের জন্য ২০ আসন সংরক্ষিত। এছাড়া আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত। পলিটেকনিকে ছাত্রদের ভর্তির ফি ৪৫০ টাকা। কন্যাশ্রী প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত থাকলে ছাত্রীদের আবেদনের ফি ২২৫ টাকা। যে জেলায় সংশ্লিষ্ট পলিটেকনিক কলেজ এবং আইটিআই রয়েছে, সেই জেলার ছাত্রছাত্রীদের জন্য আসনের ৫০ শতাংশ সংরক্ষিত থাকবে।

পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া বিভাগের শততম বার্ষিকী উদযাপন, হাওড়া-নিউদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন বিশেষভাবে সাজিনো হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ মে ঃ পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া বিভাগের শততম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে হাওড়া-নিউদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন বিশেষভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে, এর সূচনা পর্বে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম সঞ্জীব কুমার। পূর্ব রেলওয়ে হাওড়া বিভাগের শততম বার্ষিকী উদযাপন করছে। এই উপলক্ষে পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া বিভাগ থেকে চলাচলকারী হাওড়া নিউদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনটি বিশেষভাবে সাজিয়ে তোলা হয, যেখানে ইঞ্জিনে হাওড়া এবং রেলওয়ের ঐতিহাসিক ছবি অঙ্কন করা হয়। পূর্ব রেলওয়ে হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম সঞ্জীব কুমার বলেন, ১০০তম বার্ষিকী উপলক্ষে অনেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। মানুষকে অবহিত করার জন্য বিভাগের বিভিন্ন স্থানে স্টেশনগুলিতে অনেক ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়াও, এদিন হাওড়া নিউদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনটি সু ন্দরভাবে রঙ করে সাজানো হয়েছে। এটি দেখলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হবে এবং মানুষ জানতে পারবে যে হাওড়া বিভাগ গঠনের পর ১০০ বছর কেটে

গেছে। যখন এই ট্রেনটি হাওড়া থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে, তখন পথে এটি দেখার লোকেরাও জানতে পারবে যে ঐতিহাসিক ঐতিহ্যটি এমনই ছিল যা বর্তমান সময়ে সম্পূর্ণই ভিন্ন। এই ট্রেনের নতুন সাজ দেশের যাত্রীদের কাছে আমাদের ঐতিহ্যের গল্প পৌঁছে দেবে। যেখানে ট্রেন যাবে, সেখানে জানা যাবে এটি হাওড়ায় তৈরি, এবং আমরা শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন করছি। তিনি আরও বলেন, পুরনো দিনের ছবি ও নতুন ছবির সংমিশ্রণ ট্রেনের এক পাশকে অতীত ও ঐতিহ্যের মুখর রূপ দিয়েছে, আর অন্য পাশ আধুনিকতার ছোঁয়া বহন করছে। আমরা ট্রেনের রঙ বদলাইনি, শুধু লোকোতে পরিবর্তন এনেছি, যাতে বার্তা পৌঁছায়। ডিআরএম উল্লেখ করেন, শত বছরের সেবার ধারাবাহিকতায় আমরা যাত্রীদের আরাম, সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য সার্বক্ষণিক কাজ করে যাচ্ছি। যেমন বঃেদভারত ট্রেনে নতুন ফিচার যুক্ত করেছি, তেমনই রাজধানিতেও ধাপে ধাপে উন্নয়ন চলছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনার বিষয়ে প্রশ্ন উঠলে সঞ্জীব কুমার জানান, পুরো রেললাইন বরাবর নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সন্দেহজনক কার্যকলাপ দেখা দিলে রেলপুলিশ, রাজ্য পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ২৪ ঘণ্টা কন্ট্রোল রুম সক্রিয় রয়েছে। হাওড়া রেল ডিভিশন শত বছর ধরে যাত্রীদের বিশ্বাসে সেবা দিয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও সেবার মান বজায় রাখার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পূর্ণম সাউয়ের মনোবল ভাঙার কম চেষ্টা করেনি পাক প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, রিষড়া, ১৫ মে ঃ বাঙালি বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম সাউয়ের মনোবল ভাঙার কম চেষ্টা করেনি পাক প্রশাসন। এমনকী, সীমান্তে কত বিএসএফ মোতায়েন করা হয়েছে, সেই বিষয়েও পূর্ণমকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় পাকিস্তানে, একটি

সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর এমনটাই। গায়ে হাত না দিয়েও মনে দগদগে ঘা করার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। ঘুমতে না দেওয়া থেকে শুরু করে কটু কথা বলা, অত্যাচার করার জন্য তাঁকে দাঁতও মাজতে দেওয়া হতো না পাকিস্তানে, সূত্রের খবর এমনটাই। ২০ দিনের বেশি পাকিস্তানে বঃিদ ছিলেন পূর্ণম। গত ২৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের আন্তর্জাতিক বর্ডার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাক সেনা। ভুল করে পাকিস্তানের সীমানার মধ্যে চলে গিয়েছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, পাকিস্তানে শারীরিকভাবে নির্যাতন চালানো হয়নি তাঁর উপরে। কিন্তু মানসিক ভাবে তাঁকে ভেঙে দেওয়ার একাধিক চেষ্টা করা হয়েছিল। তাঁকে পাকিস্তানের ৩টি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। তার মধ্যে একটি জায়গা ছিল এয়ারবেসের কাছে। কারণ উড়ানের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন তিনি। এই তিনটি জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সময়ে চোখ বেঁধে দেওয়া হয় পূর্ণমের। একটি জায়গায় তাঁকে জেলের সেলের মধ্যে রাখা হয়েছিল। সূত্রের খবর, কোনও উর্দি পরে নয়, সাদা পোশাকেই সীমান্তে বিএসএফ সংখ্যা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় পূর্ণমকে। পাশাপাশি চাওয়া হয় কিছু নম্বরও। কিন্তু পূর্ণমের কাছে ফোন না থাকায় তা সম্ভব হয়নি।

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড
সিআইএনঃ এল৩৪২০২ডব্লুবি১৯৮৬পিএলসি ০৪০৫৪২
নিবন্ধিত অফিস ঃ ডানকান হাউস, ৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১
টেলিফোন নম্বরঃ(০৩৩) ২২৩০ ৮৫১৫
ই-মেইলঃ secretarial.qcml@rpsg.in ওয়েবসাইটঃ www.qcml.in

৩১শে মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

লক্ষ টাকায়

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ ২০২৫ নিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-ডিসেম্বর ২০২৪ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ ২০২৪ নিরীক্ষিত	বছর সমাপ্ত ৩১-মার্চ ২০২৫ নিরীক্ষিত	বছর সমাপ্ত ৩১-মার্চ ২০২৪ নিরীক্ষিত
১.	মোট আয়	২,২২৭.৪১	৬০.১২	২,২৪৩.৬২	২,৫৯৮.৮৪	২,৬৬১.৯৮
২.	কর-পূর্ব লাভ (ক্ষতি)	২,১৯৯.১৫	৪৯.৬৮	২,২২৫.৮৬	২,৫৩৭.১২	২,৬০৭.৫৫
৩.	সাধারণ কার্যকলাপ থেকে নিট লাভ (ক্ষতি)কর-পরবর্তী	১,৭০৯.১২	৩০.১২	১,৭৩০.৯৮	১,৯৬২.৫৭	২,০১৫.১৭
৪.	মোট ব্যাপক আয় (ক্ষতি) করের মোট পরিমাণ	(৪৮২৩.৩৭)	-২৬১৯৩.৩২	(২৬১৫.০৭)	৩৩৯৪১.১৮	৩১৫২৪.৮৭
৫.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০
৬.	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ বাদে)	-	-	-	১৩১৩৩৩.৩৪	৯৭৬৪২.১৬
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (চলমান এবং বন্ধ থাকা কার্যক্রমের জন্য)-(প্রতিটি ১০- টাকা) ক) মৌলিক ঃ	১৭.০৯	০.৩০	১৭.৩১	১৯.৬৩	২০.১৫
	খ) পাতলাঃ	১৭.০৯	০.৩০	১৭.৩১	১৯.৬৩	২০.১৫

দ্রষ্টব্যঃ
১ অডিট কমিটি এই ফলাফলগুলি পুনর্বিবেচনা করেছে এবং পরিচালনা পর্ষদ ১৫ই মে ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় উপরোক্ত ফলাফলগুলি অনুমোদন করেছে।
২. কোম্পানির আর্থিক ফলাফল কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (ইন্ডিয়া এএস) অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি, ২০১৫ এর প্রাসঙ্গিক নিয়মের সাথে পঠিত এবং কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) (সংশোধন) বিধি, ২০১৬ দ্বারা সংশোধিত।
৩. বর্তমান সময়ের মধ্যে উপস্থাপিত পরিসংখ্যানের সাথে নিশ্চিত করার জন্য পূর্ববর্তী সময়র জন্য

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেডের জন্য
সুনীল কুমার সাঙ্গানেরিয়া
পরিচালক
ডিনঃ০৩৫৬৮৬৪৮

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৫.০৫.২০২৫

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৬৫ সংখ্যা শুক্রবার ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

বাংলার সঙ্গীত প্রতিভা

খুব ভালো গাইতে পারতেন কণ্ঠশিল্পী উৎপলা ঘোষের মা হিরণবালা দেবীও ঠাকুরদা যোগেশ চন্দ্র ঘোষ মাকে পছন্দ করে ছেলের বউ করে আনেন ওই গান শুনেই। বাবার আদি বাড়ি ছিল বাংলাদেশের বরিশালে আর উৎপলার আদি নিবাস ঢাকা বিক্রমপুরের বড় পাউলদিয়া গ্রামে। পরে চলে আসেন ঢাকা শহরে। মায়ের মুখেই মেয়ে শুনেছেন, বাসর ঘরে ৩৫ খানা গান গেয়েছিলেন মা! শুধু গান-ই নয়। অর্গান, সেতার, আর বাঁশি খুব ভালো বাজাতে পারতেন হিরণবালা দেবী। সেই গুণী মায়ের কৃতী মেয়ে উৎপলা সেন জন্ম নিয়েছিলেন মার্চে। গান তাঁর রক্তে। সুর নিয়ে জন্মেছেন তিনি। ছোটবেলায় মায়ের গান শুনে আর আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে নানা ধর্ম সংগীত আর ঠাকুরের নাম-গান শুনতে শুনতে সুরজ্ঞান আরও পোক্ত হয় উৎপলার। অনেক ধর্মমূলক গান শিখেছেন তিনি আনন্দময়ী মায়ের থেকেই। বেশ কিছু শিখেছেন নিজের মায়ের কাছে। বড় হয়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শেখেন ওস্তাদ গুল মহম্মদ খানের শিষ্য খগেন চক্রবর্তীর কাছে। ১৯৪০ সালে যখন ঢাকায় রেডিও স্টেশন তৈরি হয় তখন থেকেই উৎপলা রেডিওতে গান গাইতে শুরু করেন। তখন তাঁর কতই বা বয়স? ফ্রক পরে গান গাইতে যেতেন শিল্পীও ঢাকা রেডিওতে কীর্তন আর ভজনের সঙ্গে ওস্তাদি গান চলত বেশি। 'আধুনিক বলে যে কোনও গান আছে তাই আমরা তখন জানতাম না। আধুনিক গান কাকে বলে? সেটা প্রথম জানতে পারলাম সুধীরলাল চক্রবর্তীর গান শুনে' একবার এক সাক্ষাৎকারে একথা জানিয়েছিলেন উৎপলা। ঢাকা রেডিও স্টেশনের আমন্ত্রণে একবার গান গাইতে যান সুধীরলাল। তিনিই প্রথম স্বরলিপির মাধ্যমে আধুনিক গান পরিবেশন করলেন ওখানে। ঢাকা রেডিও থেকে প্রচারিত সুধীরলালের আধুনিক গান জনপ্রিয় হয় সেসময়। পরে তাঁরই দু'টি গান 'বন ফুল জাগে পথের ধারে' ও 'এক হাতে মোড় পূজার থালা আর এক হাতে মালা' নিয়ে প্রথম রেকর্ড করেন উৎপলা সেন। দেশভাগের পর ঢাকা থেকে তিনি চলে আসেন কলকাতায়। ঢাকা থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় এসে ভর্তি হন স্কটিশ চার্চ কলেজে। থাকতেন মেয়েদের ডাফ্‌স হোস্টেলেও ওখানে অবশ্য তিনি বেশিদিন থাকেননি। পরে বাড়ির সবাইকে নিয়ে ভাড়াবাড়িতে উঠে আসেন। ১৫-১৬ বছর বয়সেই উৎপলার বিয়ে হয়ে যায় বেণু সেনের সঙ্গে। তারপর থেকেই তিনি উৎপলা সেন। বিয়ের অনেক বছর পর উৎপলা গান শিখতে শুরু করেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছেই চিত্তশুদ্ধ সঙ্গীতে তাঁর দখল ছিল খুব। উৎপলার কেয়াতলা লেনের বাড়িতে তাঁকে গান শেখাতে আসতেন সতীনাথ। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি থেকে গান শেখানোর জন্য নিয়মিত উৎপলার বাড়ি যেতেন সতীনাথ। আস্তে আস্তে এক শিল্পীর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায় আরেক শিল্পীজীবন। দু'জনেই যখন দু'জনের মনের খুব কাছাকাছি তখনই উৎপলার মায়ের কথায় বেণু সেনের মৃত্যুর পর ১৯৬৮ সালে সতীনাথ বিয়ে করেন তাঁকে। বাংলার সঙ্গীত জগতে প্রতিভার শেষ নেই। এখন বহু সঙ্গীত প্রতিভা সৃষ্টি হচ্ছে। সেই সব ভাবিকালের সঙ্গীত শিল্পীরা নতুন ধরনের চিন্তাভাবনা দিয়ে তৈরি করছে বাংলার নয়া সঙ্গীত জগত যা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে।

বাঁকুড়ার মিষ্টি মতিচুর

মতিচুর চন্দননগরের আবিষ্কার নয়। মতিচুর চন্দননগরের বিশেষ দোকানের আবিষ্কার এবং নামকরণ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'মতিচুর' শিরোনামে 'রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর' বইটির প্রচ্ছদসম লেখা হয়েছিল, 'চন্দননগরের গৌরব হরিহর শেঠের বাড়িতে খেতে যান রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ চন্দননগরের সন্দেশ খেয়ে নাম দেন মতিচুর।' ২০১৬ সালের আগে এই তথ্য কোথাও উল্লেখিত হয়নি বলেই জানি। প্রসঙ্গত জানাই, মতিচুর প্রায় ২৫০ বছর আগের সৃষ্টি। এবং এই মিষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রাচীন বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। কথায় আছে, 'গান বাজনা মতিচুর / তবে জানবি বিষ্ণুপুর।' বিষ্ণুপুরের কৃষ্ণদাস কবিরাজ সংস্কৃত ভাষায় 'গোবিন্দলীলামৃত' রচনা করেন। এই পুঁথিতেই বিষ্ণুপুরের গানবাজনা ও মতিচুরের ইতিহাস জানা যায়। এই পুঁথির রচনাকাল আড়াইশ' বছর পূর্বের। পরে সেই পুঁথি বাংলায় অনুবাদ করেন যদুনন্দন দাস। পুঁথিতে রয়েছে ব্রজেশ্বরী যশোদা কৃষ্ণের ভোজনে কী কী করতে হবে, তা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বলছেন, 'মনোরমা কর তুমি লাড্ডু মনোহরা।/ মৌক্তিকাক্ষ নাড়ু কর তুমি রত্নমালা।' মৌক্তিক মানে মুক্তা বা মতি। এই মৌক্তিকাক্ষ হচ্ছে মতিচুরের সংস্কৃত শব্দ যা লোকেদের মুখে মতিচুর নামটিই প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক মানিকলাল সিংহের 'পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়ার সংস্কৃতি' গ্রন্থেও মতিচুরের ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে মতিচুর মিষ্টি আর যাই হোক, চন্দননগরের আবিষ্কার নয় এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও এই নামের কোনও সম্পর্ক নেই। চন্দননগরের গর্ব করার মতো অনেক জিনিস রয়েছে। এরকম একটি মিথ্যে ইতিহাস তুলে ধরে গর্ব করার কোন কারণ ঘটেনি। বাংলার প্রতিটি মিষ্টি তৈরি করার পিছনে একটি ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাংলার বিখ্যাত মনীষীদের নামও যেমন স্যার আশুতোষ মুখার্জির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভীম নাগের মিষ্টি। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভীন নাগের মিষ্টি এবং রসগোল্লা খেতে খুবই ভালোবাসতেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে ভীম নাগের দোকান থেকে মিষ্টি কিনে বাড়ি ফিরতেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাংলার মিষ্টি খেতে খুবই পছন্দ করতেন। তবে তিনি আবার মিষ্টি খুবই কম খেতেন। মিষ্টি খেতেন তবে দই, ক্ষীর, ছানা খুব খেতেন। কবিগুরু নিজের শরীর বুঝে খাদ্য গ্রহণ করতেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

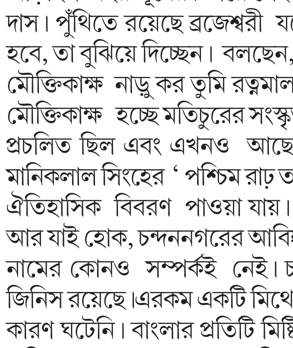

চণ্ডীদাসও বাংলায় কৃষ্ণ পদবলী রচনা করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে একটি পদাবলীর বইও রচনাও করেছিলেন। আসলে ভারতের সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়েছিল দেব দেবী অর্চনার মধ্যে দিয়ে। তাদের মধ্যে দিয়েই সনাতন ভারতের রূপটা দেখতে পাওয়া যায়। বৈদিক যুগ থেকে শুরু হয়েছিল ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ। সেই বিকাশের স্রোত ধারা এখনও প্রবাহিত। এই ধারাকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা সবাই করছে। কবিগুরু থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দও চেষ্টা করে চলেছেন প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে গোটা দেশটাকে লালিত পালিত করার।

সাধক রামপ্রসাদ

কালী ভক্ত সাধক রামপ্রসাদ সেন। তিনি গান করেন। কালী মাতার গান। হালিশহরে তাঁর জন্মস্থান। তিনি বলেন, আমি সাধন ভোজন জানিনে মা। সাধন ভোজন করতে পারি না। আমার কাছে কোনও পুজোর উপকরণ নেই যা দিয়ে মা কালীর উপাসনা করতে পারি। আমি জবাফুল দিয়ে মায়ের পায়ে তলায় দিতে পারি না। আমি মায়ের গান গেয়ে মায়ের সাধনা করে থাকি। মায়ের কাছে সাধক রামপ্রসাদ সেনের কোনও কিছুই চান না বা পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন না। তিনি শুধু চান মা তাঁর গানটুকু শুনুন তাতেই তিনি তৃপ্ত থাকি। তিনি সারা দিন ধরে মায়ের গান গেয়ে চলেছেন। সবাই তাকে মা কালী পাগল বলে ডাকে। তাতে সাধক রামপ্রসাদ সেনের কিছু যায় আসে না। তিনি গান লিখে চলেছেন আর তাকে সুর দিয়ে তাঁর ভক্তদের শোনাচ্ছেন। শ্যামা সঙ্গীত। শ্যামা সঙ্গীত রচয়িতা সাধক রামপ্রসাদ সেন। মা কালীকে বারবার তিনি অনুরোধ করেছেন একবার দেখা দিতে। সাধক রাম প্রসাদ সেনের গানে মুগ্ধ হয়ে মা কালী একবার ছোট মেয়ে সেজে তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

'বাংলার চলচ্চিত্রকে নতুন চিন্তাধারার স্রোতে প্রবাহিত করেন যান পরিচালক মৃণাল সেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

রাজনৈতিক চেতনাকে যুগের ভিত্তিকে চলচ্চিত্রে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল পরিচালক মৃণাল সেনের মূখ্য উদ্দেশ্য। তিনি সব সময়ে সমাজ এবং রাজনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে ছবি করে গিয়েছেন। সে সব সামাজিক নীতি নিয়ে এখন বিতর্ক রয়েছে তার সমাধান করার পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে গিয়েছেন। দর্শকদের কাছে ১৯৭১ সালের নয়া রাজনীতিকে সিনেমার

পর্দায় উপস্থাপিত করে দর্শকদের মনের মধ্যে প্রশ্নকে জাগরিত করতে সাহায্য করেছেন। তৎকালীন নাগরিক সেই যুগের রাজনীতি নিয়ে কী ভাবছে তার পথকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। নকশাল আন্দোলন বাংলার চিরাচরিত রাজনীতির পটপরিবর্তন করতে শুরু করে দিয়েছে। বুঁর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করছে তরুণ সমাজ।

যুগের রাজনৈতিক মন্তব্য এবং বিতর্ক ছাড়া কোনও চলচ্চিত্র করা একেবারে অসম্ভব বলে মনে করতেন চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন। পরিচালক সত্যজিৎ রায় যখন বাংলার সিনেমায় উচ্চাঙ্গ স্থান অধিকার করে রয়েছেন তখনই বাংলার সিনেমা জগতে এসে উপস্থিত হলেন মৃণাল সেন। একেবারে অন্য আঙ্গীককে তিনি চলচ্চিত্র পরিচালনা করতে শুরু করলেন। তার ছবির মধ্যে ধরা পড়ল রাজনৈতিক সমস্যার কথা। ধরা পড়ল রাজনৈতিক আন্দোলন তথা রাজনৈতিক মতাদর্শের লড়াই। পশিচমবঙ্গ তখন নতুন রাজনৈতিক চিন্তার স্রোতে ভাসতে শুরু করে দিয়েছে। চিরাচরিত রাজনৈতিক মতাদর্শ তখন বাতিল হয়ে গিয়েছে তরুণ সমাজের কাছে। তরুণরা তখন নয়া রাজনৈতিক আদর্শবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। তারা চিরাচরিত মতাদর্শের মধ্যে ফ্যাসিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে। সেই প্রচলিত রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিবর্তনের জন্য সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করতে শুরু করেছে। কিন্তু প্রশাসন তখন কিন্তু এই নয়া আদর্শবাদকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। শক্তি প্রয়োগ করে নয়া আদর্শবাদকে রুখে দেওয়ার জন্য প্রশাসন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছে। তার ফলে সর্বত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সংঘর্ষ। সেই দ্বন্ধের প্রকাশ ঘটেছে 'কলকাতা-৭১' ছবিতে। সমাজ এবং রাজনৈতিক চিন্তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় ছবিতে। সমাজ কিন্তু প্রস্তুত নয় নয়া কমিউনিস্ট মতাদর্শকে গ্রহণ করতে। আবার রাজনৈতিক ঝড় বইয়ে দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে তরুণ সমাজ। তারই দ্বন্ধ দেখতে পাওয়া গেল এই ছবিতে। 'কলকাতা ৭১' চলচ্চিত্রটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন ১৪ মে ১৯২৩ সালে ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ব্রিটিশ ভারত। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৬৯ সালে 'ভুবন সোম' ছবি করে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে একটি নব্য ধারার প্রচলন করে গেলেন। সেই সময়ে বিখ্যাত পাঁচ জন পরিচালক চলচ্চিত্রের নতুন দিক উন্মোচন করতে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায়, তপন সিনহা। ইনারা প্রত্যেকে স্ব স্ব জগতে খ্যতি অর্জন করতে শুরু করে দিয়েছেন। বাদ যাননি মৃণাল সেন। কলকাতা রাজনৈতিক আসরে মৃণাল সেনের ছবি নিয়ে বিতর্কে ঝড় বইতে শুরু করে দিয়েছিল। তিনি একের পর একটা বিতর্কিত রাজনৈতিক মতাদর্শকে গ্রহণ করে ছবি তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। অনেকেই বলে থাকেন যে মৃণাল সেন মার্কসীয় দর্শনকে বিশ্বাস করে ছবি করে গিয়েছেন। কিন্তু তা নয়। তরুণ সমাজ যে রাজনৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করে রাস্তায় নেমে পড়েছে তাকেই তিনি প্রাধান্য দিতে শুরু করেছিলেন তাঁর ছবিতে। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন সেই সময়ের তরুণ সমাজ কোন দিকে চলতে শুরু করে দিয়েছে। সেই পথ ভুল না ঠিক তা তিনি মত প্রকাশ করেননি বটে। কিন্তু সেই পথ গ্রহণ করে তরুণ সমাজের কী লাভ হয়েছিল তা তিনি দেখিয়েছেন। বেশ খোলা মন নিয়ে তিনি তাঁর মার্কসীয় দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। সেখানে কিন্তু তিনি কট্টর মার্কসবাদী নন। সেখানে তিনি রাজনৈতিক ঠিক কোনও পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে এবং তার প্রভাব সমাজের ওপরে কতখানি এসে পড়ছে তা তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে দেখিয়েছেন। সারা ভারত জুড়ে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল তার ফলে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা হয়েছিল প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা তার চিত্র দেখতে পাওয়া যায় তাঁর ছবিতে। নকশাল আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে রাজনৈতিক উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল তা তাঁর ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতা ছিল তাঁর রাজনৈতিক প্রেরণা। এই শহরকে ঘিরে তিনি রাজনৈতিক উত্থান পতনের ছবিতে তুলে ধরেছেন তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্রে। তিনি সত্যের সন্ধান করতে শুরু করেছিলেন। নকশাল আন্দোলনের মধ্যে যে সত্য রয়েছে তার জন্য তরুণরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিল তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। বুঁজোয়া সমাজ ব্যবস্থার ভাঙন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য মাওবাদ কীভাবে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করানো যেতে পারে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল একদল তরতাজা তরুণ যুবকেরা। এর সঙ্গে লিপ্ত হয়েছিল বহু মেয়েরা যারা সমাজ ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন চেয়েছিল। কিন্তু তার জন্য পরিস্থিতি প্রস্তুত ছিল না। ব্যাপক পরিবর্তন করার দিকে সায় দেয়নি সমাজ। তার ফলে সেই সব আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। ব্যর্থতার মূল কারণ হচ্ছে পরিস্থিতিতে ঠিক মতো বুঝতে না পারা। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন করতে হয় সময় বুঝে। সকলের সঙ্গে সমাঞ্জস্য রেখে। কিন্তু একদল তরুণ যেভাবে মরিয়া হয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরে কুঠারাঘাত করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে কি সত্যিকারের বুঁজোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়তো তা নিয়ে তখন সবাই প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল। এদিকে প্রশাসন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে অটুট রাখতে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গ্রেফতার এবং বন্দি। প্রয়োজন হলে গুলি। তাই দেখিয়েছেন পরিচালক মৃণাল সেন। 'মহাপৃথিবী' এবং 'পুণাশ্চ' ছবি করেছেন প্রায় একই চিন্তার বশবর্তী হয়ে। তাঁর প্রতিটি ছবিই রাজনৈতিক মহলে ঝড় উঠেছে। বহু তর্ক বিতর্কের মধ্যে দিয়ে তাঁর ছবি সমালোচনার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিল। ১৯৮২ সালে তিনি ২৩ তম বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জুরির সদস্য ছিলেন। ১৯৯৭ সালেও মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জুরির সদস্য হন। কিন্তু ২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়োজিত চলচ্চিত্র ব্যক্তিদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে মৃণাল সেনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। জানতে পারা গিয়েছিল যে রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য থাকায় তিনি বাদ পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলির নাম উল্লেখ অতি অবশ্যই করতে হবে। তার মধ্যে রয়েছে - ১৯৬৯ সালে 'ভুবন শোম', ১৯৭৪ সালে 'কোরাস', ১৯৭৬ সালে 'মৃগয়া', ১৯৮০ সালে 'আকালের সন্ধানে', ১৯৭২ সলে 'কলকাতা ৭১', ১৯৮০ সালে 'খারিজ', ১৯৭৪ সালে 'পদাতিক'। বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার তিনি লাভ করেছেন। ভারত সরকার পদ্মভূষণ প্রদান করেন। ১৯৮৫ সালে ফরাসির প্রেসিডেন্ট তাঁকে সম্মান জানান। ১৯৯৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিক ডিলিট লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে রবীন্দ্র ভারতী এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৩ সালে তাঁকে সম্মানিক ডিলিট দেয়। বাংলার সেরা পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে তিনি বিশেষ সম্মান দিতেন। খুবই দ্রুত তিনি চলচ্চিত্র জগতে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে সম্মান জানায়। ১৯৫৫ সালে তৈরি তাঁর ছবি 'রাত ভোরে' ছবিটি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে। 'নীল আকাশের নিচে' ছবি তৈরি করেন ১৯৫৮ সালে। এই ছবিটিও রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ে তৈরি করা চলচ্চিত্র। 'বাইশে শ্রাবণ' আবার একটু ভিন্ন স্বাদের ছবি করলেন। ১৯৬৯ সালে মৃণাল সেন তৈরি করেছিলেন 'ভুবন শোম' ছবি। এই ছবিটি তিনটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার নিয়ে এসেছিল। সেরা পরিচালক মৃণাল সেন এবং সেরা অভিনেতা সম্মান লাভ করেন উৎপল দত্ত। তিনি পরিচালক গদারের উক্তি 'সিনেমা ইজ গান' অস্বীকার করতে না পারলেও এই তত্ত্বের ওপরে বিশ্বস ছিল না। অগণতান্ত্রিক এবং ফ্যাসিস্ট প্রশাসনকে তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারেননি। তাঁর স্ত্রী গীতা সেন খুবই জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন। তাঁর পুত্র কুনাল সেন বলেছেন পিতার ছবির মধ্যে যে সংলাপ থাকতো তা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর আর একটি ছবি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল সেই ছবির নাম হচ্ছে 'ইন্টারভিউ' (১৯৭১)। বাংলার বেকারত্বের জ্বালা কীভাবে তরুণ সমাজকে গ্রাস করতে শুরু করে দিয়েছে তারই ভয়াবহ চিত্রকে ক্যামেরার সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি ভারতের সেরা চলচ্চিত্র পুরস্কার 'দাদা সাহেব ফলকে' পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এই জনপ্রিয় চলচ্চিত্র পরিচালক ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ সালে পরলোকগমন করেন।

ময়রাকে ডিরেকশন দিয়ে মিষ্টি করাতেন অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী

ময়রাকে ডিরেকশন দিয়ে মিষ্টি তৈরি করাত আমার বাবা বসন্ত চৌধুরী। মিষ্টির দোকানে প্রায়ই থেমে যেত একটা অস্টিন গাড়ি। রাস্তায় নেমে আসতেন বসন্ত চৌধুরী। তারপর কোন দোকানের কী মিষ্টি ভালো, সে নিয়ে প্রায় গবেষণা। তা অবশ্যই খাতায়-কলমে নয়, জিভ দিয়ে। আলুর প্রতি প্রভূত বিরক্তি ও মিষ্টির প্রতি অতি আসক্তি, এমনই ছিলেন বসন্ত চৌধুরী। ২০০০ সালের ২০ জুন প্রয়াত হন তিনি। বসন্ত চৌধুরীর প্রয়াণের ২৫ বছরে, তাঁকে স্মরণ করলেন তাঁর পুত্র সঞ্জীত চৌধুরী। তাঁর লেখায় পিতত্রার সংবাদ-' শীতের রাত। শহরের রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে খোদ বসন্ত চৌধুরী। অস্টিন গাড়ি হাঁকিয়ে, মুখে মিষ্টি। স্কোরকার্ড বাবা-৪, আমি-৪। মুখের মধ্যে সেই স্বাদ ফুরিয়ে যেতে না যেতেই, 'আর দুটো দেখি।' ফলে আবারও। শ্যামবাজার থেকে টালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে চলে এসেছি। তখনকার দিনে বেশ রাত। বাড়ি আর সামান্য পথ। বাবা বলল, ক'টা আছে? বললাম, 'চারটের মতো।' 'চারটে?' প্রশ্নটা এমনভাবেই করল যে, বুঝতেই পারলাম মূল বক্তব্য চারখানা সন্দেশ আর বাড়ি নিয়ে গিয়ে কী হবে!

সিনেমা, থিয়েটারের পাশাপাশি, বাবা দু'বছর যাত্রা করেছিল নট্ট কোম্পানির সঙ্গে, তখন কাজের সূত্রেই নানা জায়গায় যেতে হয়েছে। কলকাতারই আশপাশে যখন যেত, মফসসলে, হাওড়া কিংবা হুগলিতে, তখন অনেক রাত হলেও বাবা ফিরে আসত। এই যাত্রা করার সময় থেকেই বুঝতে পারলাম বাবা মিষ্টির দোকানের প্রায় এনসাইক্লোপিডিয়া হয়ে উঠেছে। নানা আঞ্চলিক মিষ্টির দোকানের খোঁজখবর রাখত বাবা। কোন দোকানের কী মিষ্টি ভালো, সেসব নিখুঁত তথ্য মাথায় রেখে দিত। ফেরার পথে অবশ্যই সেসব দোকানের মিষ্টি নিয়ে আসত বাবা।

কিন্তু একটা মুশকিলও ছিল। তা হল, যাত্রা করে বাড়ি ফিরতে বাবার অনেকটা রাত হয়ে যেত। কখনও বারোটা-সাড়ে বারোটা, কখনও দুটো। কিন্তু যত রাতই হোক, বাবা আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিত। বলত, 'নাও, এই মিষ্টিটা এনেছি'। সঙ্গে একটা জলের গ্লাস। আসলে বাবার ব্যাখ্যা ছিল যে, টাটকা মিষ্টির স্বাদ একরকম, আর অনেকটা সময় কেটে গেলে তার স্বাদটা পালটে যায়। আসল স্বাদ আর পাওয়া যায় না। তাছাড়া, মিষ্টি ব্যাপারখানা সেকালে ফ্রিজের স্নেহ পেত না। ফলে, গভীর রাতে মিষ্টি খেতে হত আমাকে প্রায়শই। খেতে হত বলে যদিও একেবারেই কোনও রাগ-টাগ ছিল না। ভাববেন না নিরীহ সন্তানের প্রতি এ কোনও পিতৃ-অত্যাচার! আমি অপেক্ষা করেই থাকতাম, ঘুম থেকে উঠে দুরন্ত একটা মিষ্টি খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ব বলে। আর একটা কথা না বললেই নয়, প্রতিবারই মিষ্টি খাওয়ার পর বাবার কৌতূহলী প্রশ্ন ছিল কেমন লাগল?১৯৯৭-'৯৮ সাল। আমি সেবার বিজ্ঞাপনের কাজের পাহাড়ে ডুবে। দু'দিনে একবার ঘুমোই। আমাকে একটা প্রোজেক্ট জমা দিতে বলা হয় পুরনো বাড়ি আর তার ইতিহাস নিয়ে। পুরনো একটা কাজ করাই ছিল, সেটাই কিন্তু কিন্তু করে জমা দিয়ে দিই। আমাকে খুব সাহায্য করেছিলেন আর. পি. কাকু, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। ভেবেছিলাম, ল্যাটা চুকে গেল। এ কাজের বরাত নির্ঘাত আমার ওপর এসে পড়বে না। কিন্তু দুভার্গ্য! কাজটা পেয়ে গেলাম। পড়লাম মহা ফাঁপরে।

ঋতুপর্ণ ঘোষ আমার খুবই বন্ধু ছিল। চটজলদি ওর কাছে গেলাম। সব শুনে ঋতু বলল, 'আমাকে দে, আমি স্ক্রিপ্টটা লিখি।' ক'দিন পর থেকে ভোরবেলা, সাড়ে ৫টা-৬টা নাগাদ ঋতুর বাড়িতে যেতাম। আর্লি মর্নিং মিটিং। স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাটাছেঁড়া চলত তখনই। স্ক্রিপ্টের কাজ যখন প্রায় শেষের দিকে, হঠাৎ করেই ঋতু বলল, 'এই কাজটা দারুণ করবে বসন্তদা!' আমি বললাম, 'আমি বলতে পারব না বাবাকে।' 'তোকে কিছু বলতে হবে না, আমিই বলব।' বাবার সঙ্গে ঋতু ততদিনে 'হিরের আংটি' করেছে, একটা বন্ধুত্বও তৈরি হয়েছে। দু'দিন পর বাবা বলল, 'ঋতু এসেছিল, তুমি করছ তো ছবিটা।' বুঝলাম, বাবা কাজটায় রাজি। ছবিটা ছিল দেড় ঘণ্টার একটা ডকু ফিকশন।

একটা অংশের শুটিং ছিল চন্দননগরে। শীতের সকাল। বাবা একটা গাড়ি করে চলেছে, সঙ্গে রানা পাল, ঋতুর অ্যাসিস্ট্যান্ট। সেদিনকার শুটিংয়ের ডায়লগ পড়াতে পড়াতে চলেছে। পিছনে আমাদের গাড়ি। ঘড়িতে ৮টা কি সাড়ে ৮টা বাজে, দেখলাম, বাবার গাড়ি থামল। দেখাদেখি আমরাও থামলাম। চন্দননগরের এক বিখ্যাত মিষ্টির দোকানে বাবা সটান ঢুকে পড়ল। বাবার চোখে সানগ্লাস। গায়ে গরম জামা। কড্রয়ের ট্রাউজার। দোকানের মধ্যে ঢুকেই মালিকের নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করে দিল বাবা। কিন্তু কই, তিনি কোথায়! ইতিমধ্যে নানা লোক তাকাচ্ছে, কারণ বসন্ত চৌধুরীকে দুম করে তো মিষ্টির দোকানে হাঁকডাক করতে দেখা যায় না। খানিক পরেই সেই মিষ্টির দোকানের মালিক উপস্থিত। বাবা তাঁর বাড়ির লোকজনের খবরাখবর নেওয়ার মধ্যেই একটা মোক্ষম প্রশ্নবাণ ছুড়ল, 'ছেলের তো উচ্চমাধ্যমিক এ বছর?' ভদ্রলোক এক্কেবারে থ! মানে! বসন্ত চৌধুরী একথা মনে রেখে দিয়েছেন! বাবা আসলে বছর দুই আগে গিয়েছিল সেই দোকানে। সেই ভদ্রলোক তখন বলেছিলেন ছেলের মাধ্যমিকের কথা। কিন্তু বাবা যে এতকাল পরে ছেলের উচ্চমাধ্যমিকের অঙ্কটা কষে ফেলবে, ভদ্রলোক একেবারেই ভাবেননি! মিষ্টি এবং লেখাপড়ার ওপরে প্রবল দক্ষ ছিলেন পিতা বসন্ত চৌধুরী।

মৃণাল সেনের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র দর্শনে পার্থক্য থাকলে বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়

বিশেষ প্রতিবেদক

১৯৬৫ সালে মৃণাল সেনের আকাশ কুসুম ছবি নিয়ে সত্যজিতের সঙ্গে চূড়ান্ত ঝামেলা লাগে। সেই বিতর্কে সমকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজ পরিস্কার দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। শোনা যায় বহুদিন কথা ছিল না দুজনের মধ্যে। সেদিন ঠিক কী হয়েছিল..?

১৯৬৫ সালের ২৩ জুলাই আকাশ কুসুম সিনেমার একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয় স্টেটসম্যানে আকাশ কুসুম নামের কাহিনীটি নিম্নমধ্যবিত্ত পটভূমির এক তরুণকে নিয়ে। চটজলদি ধনী হতে চায় সে। কাহিনীতে কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন সেন... এভাবে ছবির নায়ক কেবল স্বপ্ন দিয়েই পুরো সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধা টপকে যাওয়ার ধারণা নিয়ে অসম্ভব সব স্বপ্নে মরিয়া হয়ে যায়। শেষ অবধি ব্যর্থ হয়ে শেষ সম্বলটুকুও খোয়ায়।

দ্য স্টেটসম্যানের সমালোচক আলোচনায় ছবিটি সারভেন্তেসের দোন কিহোতের মত হাস্যকর কিছু সিন দিয়ে শেষ করলে দর্শকরা হয়তো নায়কের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি বোধ করতেন। কিন্তু সে পথে না হেটে সিনেমাটিকে রোমান হলিডের বঙ্গীকরণ বলা হল। লাস্ট লাইনে লেখা হয় ' It would be a pity if this film proved too adult– too anti sentimental for our matinee crowd. '

ব্যাস আর যায় কোথায়? ৩ আগস্ট এর বিরুদ্ধে চিঠি লিখলেন ছবির সহকারী চিত্রনাট্যকার আশীষ বর্মন। আশীষ বর্মণ জোর দিয়ে বলেন, এ ধরনের সমাপ্তি রীতিমতো অবিশ্বাস্য ঠেকত।

তখনও ঠিক ছিল। আচমকা সত্যজিৎ রায় এই ঝামেলায় সেধে ঢুকে পড়লেন। মৃণাল সেন স্মৃতিচারণে বলেছেন, সত্যজিৎ রায় তাকে ফোন করে জানান, তিনি বর্মণের লেখার জবাব দিয়ে এ বিতর্কে যোগ দিচ্ছেন। মৃণাল সেন যেন এ ব্যাপারে মনে কষ্ট না পান। আকাশ কুসুম ছবির চিত্রনাট্যকার-কাহিনীকার বর্মণই সত্যজিতের সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হবে বলে মৃণাল সেনকে সত্যজিৎ আশ্বস্ত করলেও তার চিঠি প্রকাশ হওয়ার পর দেখা গেল, তিনি ছবির একেবারে ভিত্তিমূল অর্থাৎ সমসাময়িকতার ওপর সরাসরি আক্রমণ করেছেন।

ফলে মৃণাল সেনের পক্ষে আর এ পত্রযুদ্ধ থেকে দূরে সরে থাকা সম্ভব হলো না। আশীষ বর্মণের চিত্রনাট্য 'কাহিনীর সমসাময়িকতা, ভালোবাসা, ঈর্ষা, ক্ষুধা, আশা কিংবা ভালো জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষার মতো মৌলিক তাগিদকে নাকচ করে না' উল্লেখ করে সত্যজিৎ রায়ের চিঠির সরাসরি জবাব দিয়ে একই সময়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিতর্কে শেষ পর্যন্ত যোগ দেন মৃণাল সেন সমসাময়িকতার প্রশ্নে চ্যাপলিনকে উদাহরণ হিসেবে হাজির করেন মৃণাল সেন। অনেকেই মৃণাল সেনের পক্ষে চিঠি লেখা শুরু করেন, কেউ কেউ সত্যজিতের পক্ষে। সবাই রোজ পত্রিকা খুলেই দেখত আজ এই নিয়ে কে কী লিখলেন?

কিন্তু আকাশ কুসুম ছবির সমসাময়িকতার প্রতি মৃণাল সেন ও আশীষ বর্মণের ক্রমাগত গুরুত্ব আরোপ, যুক্তি সত্যজিৎ রায়কে আরো ক্ষিপ্ত করে তোলে। এবার তিনি ছদ্ম রসিকতার সব আড়াল ছুড়ে ফেলে দিয়ে খোলাখুলি আক্রমণ চালালেন। ১৯৬৫ র ১ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে সত্যজিৎ যে ভাষায় আক্রমণ শানালেন, তা অভূতপূর্ব এবং প্রায় ব্যক্তিগত। আমি চিঠিটা সঙ্গে দিলাম। Sir– Here is brief resume of contemporary reality as depicted in the contemporary film Akash Kusum - Rich barristerós daughter and handsome popular singer meet at wedding– precipitate contemporary phenomenon love at first sight. Hero lives in hovel but by contemporary luck is blessed with physical attributes of wellbred effluence. To further big business ambitious hero borrows money from convenient rich friend– invests in contemporary galavanoéôé meters. Also borrows rich friendós car– clothes– telephone and apartment in further ambitious romance. Romance marked by frozen contemporaneity– involves persistent lying but not in beds. Rich friend uses contemporary discretion against putting foot down on heroós aberration– lets scenarist– not logic– have way with story. Hero resists own qualms for ditto reason. Enter contemporary calamity- trusting hero swindled by treacherous broker. Ambition thwarted– romance threatened. Enter contemporary personage called Deus Ex Machina. DEM reveals heroós antecedents to girlós father. Distraught hero turns up at girlós residence to make clean breast– is turned out by father. Contemporary finale with boy and girl waving sad fare well.Contemporary moral- লাইনে লাইনে মৃণালের ব্যবহার করা শব্দ।

পাঠকদের দরবার 'ছবি বিশ্বাস'

শঙ্করলাল কর্মকার

সিনেমার দাপুটে অভিনেতা ছবি বিশ্বাস একটা চেয়ার নিয়ে বসেছিলেন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর গেটের সামনে। পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বাস, রিকশা। পথচলতি মানুষ হঠাৎ করে সিনেমার প্রখ্যাত অভিনেতাকে দেখে একটু অবাক হয়ে বলছেন - আরে ছবি বিশ্বাস! যেন সচক্ষে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে

না! ছবি বিশ্বাসের সেদিকে তাকানোর ফুরসৎ নেই। এমতাবস্থায় ইন্দ্রপুরীর সামনে এল একটি পুলিশ ভ্যান। গাড়ি থেকে নেমে এলেন ওসি সাহেব। ছবি বিশ্বাসকে দেখে ওসি সাহেবের অমায়িক হাসি। আপনি এখানে স্যার? ছবি বিশ্বাস বললেন, আপনাদের অভ্যর্থনা জানাতে। জানি আমার এই ছেলেগুলোকে গ্রেফতার করতে এসেছেন। তবে একটা কথা ওদের ছোঁয়ার আগে আমাকে অ্যারেস্ট করতে হবে। পুলিশ আধিকারিক কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তিনি কিছুটা বিব্রত বোধ করছেন। পুলিশ অবশ্য কাউকে গ্রেফতার না করে ফিরে যায়। শেষ পর্যন্ত জয় হয় সাধারণ কর্মীদের। তাদের বেশিরভাগ দাবি মেনে স্টুডিওর গেট খুলে দেন কর্তৃপক্ষ।

সত্যি বলতে স্টুডিওর কর্মীরা দোর্দণ্ডপ্রতাপ অভিনেতা ছবি বিশ্বাসকে নিজেদের অভিভাবক মনে করতেন। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর মালিকপক্ষের সাথে কর্মীদের মধ্যে একটা বিবাদ শুরু হয়েছিল। ওই স্টুডিওতে তখন ' স্মৃতিটুকু থাক' ছবির শ্যুটিং হচ্ছে। সেদিন মালিক পক্ষ হঠাৎ করে গেটে তালা লাগিয়ে দেয়। অর্থাৎ কর্মীদের আর চাকরি থাকল না। সবাই বেকার। পুলিশের কাছে খবর গিয়েছে কর্মীদের আন্দোলন একটু বিশৃঙ্খল। অতএব পুলিশ প্রশাসন সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। প্রয়োজনে যারা আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা করছেন তাদের গ্রেফতার করা হোক। ফিল্মের কলাকুশলীদের সংগঠন সিনে টেকনিশিয়ান্স অফ বেঙ্গল। শক্তিশালী সংগঠন শুধু নয় লড়াকু সংগঠনও বটে।

একগুচ্ছ নতুন পরিকল্পনা এই পার্ক ঘিরে! জেলার এই ইকো পার্কের আকর্ষণ বাড়ছে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৪ মে ঃ জেলা কোচবিহারের খোলটা এলাকা। আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের সীমানায় রয়েছে এই জায়গা। দীর্ঘ সময় ধরে এই এলাকার খোলটা ইকো পার্ক বেশ অনেকটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল পর্যটকদের মধ্যে। তবে ধীরে ধীরে নিজের জেল্লা হারাতে শুরু করে পার্ক। এর ফলে একটা সময় পার্কে পর্যটক সংখ্যা কমে যায়। তাই বন দফতরের পক্ষ থেকে এবারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পার্কের সংস্কারের জন্য। একগুচ্ছ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এই ইকো পার্কটিকে কেন্দ্র করে। এতে পার্কের পুরোনো জেল্লা আবারও ফিরে আসবে। এছাড়াও পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়বে অনেকটা। বন দফতরের কোচবিহার ডিভিশনের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় জানান, দীর্ঘ সময় ধরে বেহাল থাকা এই পার্ক একটা সময় বহু পর্যটকদের আকর্ষণ করত। এবার তাই এই পার্ক সংস্কার করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। একাধিক পরিকল্পনা রয়েছে এই ইকো পার্ক ঘিরে। ইতিমধ্যেই কিছু কাজ করা হয়েছে, আরও কিছু কাজ করা হবে। পার্কে থাকা হরিণের খাঁচার কিছু জায়গা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেগুলি সংস্কার করা হয়েছে। এছাড়া টিকিট কাউন্টার ঘর এবং পার্কের ভেতরের কিছু জায়গা সংস্কার করা হয়েছে। বাচ্চাদের খেলনা গুলি সংস্কার করে সুন্দর করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, আগামীতে পার্কে থাকা পাখির খাঁচা সংস্কার করা হবে। এবং বেশকিছু পাখি আনার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া পার্কের একদিকে থাকা একটি ঝুলন্ত ব্রিজ সংস্কার করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে পার্কে জেলার ও জেলার বাইরের পর্যটকদের আনাগোনা বাড়বে অনেকটাই। কোচবিহারের এক পরিবেশ প্রেমী জানান, দীর্ঘ সময় এই ইকো পার্ক সাধারণ মানুষের জন্য প্রকৃতির মাঝে সময় কাটানোর এক সুন্দর জায়গা। তাই এই পার্ক সংস্কার করা হলে অনেকটাই ভাল হবে। এতে বহু মানুষ প্রকৃতির মাঝে সুন্দরভাবে সময় কাটাতে পারবেন জেলার মধ্যেই। বর্তমানে জেলার এই ইকো পার্কের ইতিমধ্যেই কিছু কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। আগামীতে বাকি কাজ সম্পন্ন করা হবে। তখন এই পার্কে পর্যটকদের আনাগোনা বাড়বে এটুকু নিশ্চিত। যদিও জেলার এই একমাত্র ইকো পার্ক যেখানে এসে হরিণ খুব কাছ থেকেই দেখতে পারবেন পর্যটকরা। তাই এই পার্ক গুরুত্বপূর্ন জেলার মধ্যে। এছাড়া জেলার বাইরের পর্যটকদের কাছেও এটি সমান আকর্ষণের জায়গা।

ধূপগুড়িতে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু, গুরুতর আহত স্ত্রী ও কন্যা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ মে ঃ বজ্রপাত কেড়ে নিল এক তরতাজা প্রাণ। বৃহস্পতিবার সকালে ধূপগুড়িতে মর্মান্তিক এলাকায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল এক কৃষকের। মৃতের নাম প্রভাত রায় (৪২)। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তাঁর স্ত্রী বাসন্তী রায় ও কন্যা। হঠাৎ ঘটা এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা এলাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালবেলায় এলাকার বাজারে ঢেঁড়স তুলতে মাঠে গিয়েছিলেন স্ত্রী ও মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। ঢেঁড়স চাষ করে বাজারে বিক্রি করাই ছিল তাঁদের রোজকার কাজ, সংসার চলত তা দিয়েই। সেই মতো এদিনও ক্ষেতে ঢেঁড়স তুলছিলেন তাঁরা। আচমকাই ফের শুরু হয় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। সেই সময়েই ঘটে বিপত্তি-তাঁদের ওপর বজ্রপাত হয়। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে তিনজনই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা প্রভাত রায়কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, প্রভাতবাবুর স্ত্রী বাসন্তী রায়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কন্যার অবস্থাও নজরদারিতে রাখা হয়েছে। এদিনের ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা ময়নাতলি এলাকায়।

মালিগাঁওএ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নং. ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৪২-২৫-২৬ তারিখঃ ১২-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নামঃ নামবাড়িতেঃ (ক) গোলাপাড়িতে মালিগাঁওয়ে ফিডার উন্নয়ন সহিত গোশালা কলোনিতে কমিউনিটি হলের নবীকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (খ) নামবাড়িতে গোশালা কলোনিতে সিনিয়র ইন্সটিটিউটের নবীকরণের বিপরীতে বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৭১,৬৪,১৯২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৪২,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৪-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারে টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ঋণা ব্যানার্জী স্বামী লাল্টু ব্যানার্জী মহাশয়া গত ইংরাজী ৮/৭/২০২৩ তারিখে হাওড়া এ্যাডি. ডি. সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত বিগিন নং-৯৪৩৫ পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি-বা আমমোক্তার নামা দলিল বলে শ্রী তারকনাথ সাউ পিতা-গঙ্গা প্রসাদ সাউ মহাশয়ের নিকট হইতে জগৎপুরবিল মৌজায় হাল 1832 নম্বর দাগে হাল 3130 নম্বর খতিয়ানে ৩০ শতক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোন আপত্তি থাকে তাহলে তিনি বালী জগাছা বি.এল. এন্ড এল. আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

E-Tender is invited by the undersigned Bonfide, contractor from the resourceful for **NIT-05/JARAGRAM/25-26**. Last date of apply **22.05.2025 at 5:00 pm**. For more details contact Jaragram GP

Sd/-Prodhan, Jaragram GP

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি Sk. Mukim Ali পিতা-Sk Rahamat Ali ঠিকানা Khajutty, Howrah, Khajutty, Pin-711303 নং EC পাইবার জন্য W.B.L.C.S.C এ আবেদন করিয়াছি। যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের ভিতর চেয়ারম্যান W.B.L.C.S.C 1 Beliaghata Road, Kolkata-14 যোগাযোগ করুন।

I, Tarun Kumar Bera S/o Jagannath Bera residing at Flat No. 6B, 6th Floor, Windsor Heights, 227, Uttar Kumrakhali, Rajpore Sonarpore Municipality, P.S. - Sonarpore, Dist.-South 24 Parganas, Kolkata - 700103 do hereby affirm and as declared Before The Court of Ld. First Class Judicial Magistrate, Alipore (W.B.) vide Affidavit No. 5166 dt. 19.3.2025 that my son **shall henceforth be known as Ayansh Bera** instead of Ayansh Bera. **AYANSH BERA and AAYANSH BERA both are same and identical person.**

ম্যাড এলসি গেটে ট্রান্সফরমার সরবরাহ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: টিআরডি/এলএমজি/০৭ অফ ২০২৫-২৬; তারিখ: ০৯-০৫-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং: ইএল-টিআর/ডি-এলএম/আর-এলএমজি-ওএইচই/২০২৫-২৬/১৫; কাজের নাম: লামডিং ডিভিশনে গুয়াহাটি-ফরকাটিং জং, চাপরমুখ-সেনচোয়া জং-আমোনি এবং ধরমতুল জং-আগরতলা সেকশন ১৭টি ম্যানড নন-ইন্টারলকিং এলসি গেটে ১০ কেভিএ অক্সিলিয়ারী ট্রান্সফরমার সরবরাহের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ৫৪,৭১,২৭৭.২৩/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,০৯,৪০০/- টাকা; টেন্ডারের বন্ধের তারিখ ও সময় ০২-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল রাজীব দুর্লভ পিতা স্বর্গীয় কিশোর দুর্লভ, সাকিম ও পোষ্ট-চাকদহ, থানা-চাকদহ, জেলা-নদীয়া।
১) বর্ণালী মুখার্জ্জী স্বামী স্বর্গীয় মৈনাক মুখার্জী
২) প্রাপ্তি মুখার্জ্জী পিতা স্বর্গীয় মৈনাক মুখার্জী সাকিম ও পোষ্ট-রাইপুর, থানা-বোলপুর জেলা-বীরভূমের নিকট হইতে বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অধীন ১০৫ নং জে. এল. ভুক্ত মেহেদীপুর মৌজার আর. এস. ও এল. আর. ৩২২৯/৩৬৭০ দাগের সম্পত্তি ADSR Bolpur অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০২৫ সালের ২১২২ নং খোসকোবালা দলিলমূলে খরিদ করিয়াছেন। উক্ত দলিলখানি হইবার সময় ১) বর্ণালী মুখার্জী ও ২) প্রাপ্তি মুখার্জী মহাশয়াগণ তাহাদের পক্ষে নিখিল বাছার পিতা স্বর্গীয় ভুবন বাছার সাকিম-নুরপুর, পোষ্ট-সুপুর, থানা-বোলপুর, জেলা-বীরভূমকে DSR বীরভূমে অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০২১ সালের ৪ নং বহির ১১২ নং আমমোক্তারনামা দলিল প্রদান করিয়াছিলেন, যাহা আইন মতে সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আমার মক্কেল তাহার নাম বি. এল. এ্যান্ড এল, আর, ও. অফিসে তাহার নাম পরিবর্তন করিবার জন্য দরখাস্ত দায়ের করিবেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭ (সাত) দিন মধ্যে লিখিতভাবে উপযুক্ত কারন সহ জানাইবেন। অন্যথায় যথাযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

নমস্কারান্তে
অর্দ্ধেন্দু গাঙ্গুলী (এ্যাডভোকেট)
বোলপুর কোর্ট,
মো- ৯৪৩৪৬৩৫৪৫১

ফর্ম নং ১৪
[নিয়ম ৩৩(২) দেখুন]

রেজিষ্টার্ড এ/ডি, দস্তি কর্তৃক প্রকাশিত কোনটি ব্যর্থ হলে।

পুনর্বিবেচনা কর্মকর্তার কার্যালয় - I/II
ঋণ আদায় ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (DRT-3)
৮ তলা, জীবন সুধা ভবন, ৪২ সি, জওহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১

চাহিদা বিজ্ঞপ্তি

ঋণ আদায় ও দেউলিয়া আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং আয়কর আইন, ১৯৬১ এর দ্বিতীয় তফসিলের বিধি ২ এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/37/2017

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাংক
বনাম
এমডি সলিমুল্লাহ

(সিডি ১)

মোঃ সলিমুল্লাহ পুত্র মৃত আব্দুল সাত্তার, ৪৬/এইচ/ ১১, সামসুলহুদা রোড, কলকাতা-৭০০০১৭, জানাচ্ছি যে, প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অনুসারে জারি করা পুনরুদ্ধার শংসাপত্র অনুসারে, ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি-৩)-এর OA3872015 তারিখে, ১১,১৮,৮৩৩.০০ টাকা (এগারো লক্ষ আঠারো হাজার আটশো তেত্রিশ টাকা মাত্র) এবং পেন্ডেন্টেলাইট এবং ভবিষ্যত সুদ সহ ১৩.২৫ শতাংশ, যা ০৯।০৫।২০১৫ তারিখ থেকে আদায় এবং খরচ পর্যন্ত ১৪০০০ টাকা (চৌদ্দ হাজার টাকা মাত্র) আপনার কাছে (যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে / সম্পূর্ণ/ সীমিত) বকেয়া রয়েছে।
২. নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আপনাকে উপরোক্ত অর্থ পরিশোধ করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এবং এর অধীনে থাকা বিধি অনুসারে আদায় করা হবে।
৩. পরবর্তী শুনানির তারিখে বা তার আগে আপনাকে একটি হলফনামায় আপনার সম্পদের বিবরণ ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
৪. পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য আপনাকে ০১.০৭.২০২৫ তারিখে **সকাল ১১.৩০ টায়** নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
৫. উপরোক্ত অর্থের পাশাপাশি আপনাকে নিম্নলিখিত অর্থ প্রদান করতে হবেঃ
(ক) সার্টিফিকেট / কার্যকরনের এই নোটিশের পর থেকে শুরু হওয়া সময়ের জন্য প্রদেয় সুদ।
(খ) এই নোটিশ এবং ওয়ারেন্ট জারি করার জন্য সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া এবং বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য গৃহীত অন্যান্য সমস্ত কার্যক্রম।

প্রদীপ কুমার মণ্ডল
আদায় কর্মকর্তা
ভারত সরকার
কলকাতা ঋণ আদায় ট্রাইব্যুনাল-৩

জেমস কমার্শিয়াল কো. লিমিটেড

CIN: L51109WB1983PLCO35777
রেজি. অফিস ঃ ২০ / ১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ২য় তলা, কলকাতা (WB)-৭০০০০৭
অ্যাডমিন অফিস ঃ বি-৩৮, নিচতলা, প্রাতিষ্ঠানিক এলাকা, সেক্টর-১, নয়ডা (U.P.)-২০১৩০১
ওয়েবসাইট ঃ www.gemscommercial.co.in, ইমেলঃ gemscom@yahoo.com, ফোনঃ +৯১-১২০-৪৯৩৯৯৪৫
৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি
(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৫ (পরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২.	মোট খরচ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৫.	নিট লাভ / (ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়ের জন্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৬.	কর পরবর্তী সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৭.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৮.	সংরক্ষিত (আগের বছরের এর ব্যালেন্স শীটে দেখানো হিসাবে পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত				[illegible]	[illegible]
৯.	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেমের আগে) (প্রতি অভিহিত মূল্য ১০ /- টাকা শেয়ার) মূল এবং মিশ্র	(০.২৪)	(০.০৭)	(০.২৯)	৩.৯৯	৫.৭৫

বিঃদ্রঃ
(ক) উপরের তথ্যটি ৩১ মার্চ, ২০২৫-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের বিশদ বিন্যাসের একটি বহিঃপ্রকাশ যা SEBI (তালিকাকরণ এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ত্রৈমাসিক এবং বছরের আর্থিক কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gemscommercial.co.in এবং CSE www.cse.india.com-এ ফলাফল পাওয়া যাবে
(খ) উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৫ মে, ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত তাদের সভায় বোর্ড অফ ডক্টরস দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
(গ) ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলি IND-AS-বিধি অনুসারে লাভ-ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

জেমস কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং বোর্ডের পক্ষে,
স্থান ঃ নয়ডা
তারিখঃ ১৫.০৫.২০২৫
স্বা / - (রাজেন্দ্র সোনি)
পরিচালক

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতি আবহে রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় বাড়ানো হয়েছে আরও নিরাপত্তা

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ১৫ মে ঃ ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতি আবহে রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় বাড়ানো হয়েছে আরও নিরাপত্তা। রাজ্যের বসিরহাট সীমান্তের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে সুন্দরবন। ওই এলাকায় কাটাতারের বেড়া নেই। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ, জঙ্গিদের রাজ্যে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেজন্য আরও বেশি করে কড়া নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ উপকূল এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ল জল ও স্থল সীমান্তে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক গোয়েন্দা দপ্তরের আশঙ্কা, বাংলাদেশের আকাশ ব্যবহার করে হামলা হতে পারে। জঙ্গি সংগঠনগুলো ওই এলাকা দিয়ে ঢোকার চেষ্টাও করতে পারে। সেজন্যই ওইসব এলাকায় বিএসএফ তৎপরতা শুরু হয়েছে। দিন ও রাতে জল ও স্থলভাগে কড়া নজরদারি চলছে। বসিরহাটের স্বরূপনগর থেকে হিঙ্গলগঞ্জের হেমনগর কোস্টাল থানা পর্যন্ত মোট ৯৪ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। তার মধ্যে জল সীমান্ত এলাকা ৫৫ কিমি। বাকি অংশ রয়েছে স্থলভাগে। এই এলাকা দিয়ে যাতে কোনওভাবে সন্ত্রাসবাদি কাজকর্ম না হতে পারে, সেজন্য অতিরিক্ত বাহিনীও মোতায়েন হয়েছে। অত্যাধুনিক র‍্যাডার, ড্রোনে চোখ রাখছে বাহিনী। নাইটভিশন ক্যামেরার মাধ্যমেও বিস্তীর্ণ এলাকায় চলছে নজরদারি। শুধু তাই নয়, ভারতীয় সীমানায় আরও বেশি করে স্পিডবোটের মাধ্যমে চলছে নজরদারি। প্রতি বছর এই সময় সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আছে। ভারতের কোনও মৎস্যজীবীকে জলভাগে দেখা গেলে পরিচয়পত্র দেখে চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। এছাড়াও সুন্দরবনের নদী, খাঁড়ি দিয়ে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের এদেশে ঢোকার আশঙ্কা আছে। কয়েক সপ্তাহ আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকা দিয়ে একাধিক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছিল। তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারপর থেকে আরও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক রাখা হবে না বলে আধিকারিকদের তরফে জানানো হয়েছে। এদিকে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতি আবহে বসিরহাটে বিশেষ কন্ট্রোল রুম খুলেছে বসিরহাট পুলিশ জেলা। মূল লক্ষ্য, সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও নিরাপত্তা বোধ জোরদার করা। বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ডাঃ হোসেইন মেহেদি রহমান বলেন, প্রতিনিয়ত বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। পাশাপাশি একইভাবে সীমন্ত এলাকাগুলিতে বাড়তি নজরদারির পাশাপাশি পেট্রোলিং করা হচ্ছে। এলাকার কোথাও গতিবিধির সমস্যা দেখা গেলে ২৪ ঘন্টা অভিযোগ জানানোর জন্য বিশেষ কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

Office of The Matgoda Gram Panchayat
(Under Raipur P.S)
Matgoda, Bankura
enit memo no-01/MGP/25-26, 02/MGP/25-26, 03/MGP/25-26, 04/MGP/25-26

Pradhan, Matgoda GP invites E-tender from experienced bidders for execution of 15 no of works under 15 th CFC & 5 th SFC. Last date of application **24/05/2025 up to 5.00pm.** For more details visit **https://wbtenders.gov.in** and office of the Matgoda GP, Block-Raipur, Dist.-Bankura.

Sd/- Pradhan
Matgoda Gram Panchayat

বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ/৪৩/২৫-২৬, তারিখ ঃ ১২-০৫-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং.: ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৪৩-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ গোশালা কলোনির সিনিয়র ইনস্টিটিউটের এয়ার-কন্ডিশনিং সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ ৫৪,৯৩,১৪৬/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,০৯,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৩-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডার টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমি, পাঁচু নস্কর, পিতা- অনন্ত নস্কর, ঠিকানা- সাহেবপুর, পোস্ট- চম্পাহাটি, থানা- সোনারপুর, পিন- ৭৪৩৩৩০, পশ্চিমবঙ্গ, ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল মেজিস্ট্রেট, আলিপুর কোর্ট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা- এর এ্যাভিডেভিট দ্বারা পঞ্চানন নস্কর নামে পরিচিত হলাম। এভিডেভিট নং. ২৮২৫০, তারিখ ০৭.০৫.২০২৫, পাঁচু নস্কর ও পঞ্চানন নস্কর একই ব্যক্তি।

হারভেটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রসেসিং কো. লিমিটেড

CIN: L28939WB1982PLCO35023
রেজি. অফিস ঃ ২০ / ১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ২য় তলা, কলকাতা (WB)-৭০০০০৭
অ্যাডমিন অফিস ঃ বি-৩৮, নিচতলা, প্রাতিষ্ঠানিক এলাকা, সেক্টর-১, নয়ডা (U.P.)-২০১৩০১
ওয়েবসাইট ঃ www.hepcl.co.in, ইমেলঃ harvatex@yahoo.com, ফোনঃ +৯১-১২০-৪৯৩৯৯৪৫
৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি
(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৫ (পরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	২ ২৫	--	৩ ৫১	৫৪ ২১	৭৭ ২৯
২.	মোট খরচ	৪.১৫	৪.৪৪	৪.৪৫	১৫.৭৫	১৪.৩০
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম	৪.১৮	(৪.৪৪)	০.৬৩	৪৪.৫৪	৬৪.৫৬
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৪.১৮	(৪.৪৪)	০.১৯	৪৪.৫০	৬৪.১০
৫.	নিট লাভ / (ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়ের জন্য	৪.২৩	(৪.৪৪)	(২৮.৬৫)	৩৩.৩০	৪৮.২৭
৬.	কর পরবর্তী সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়	৪৭১.৮২	৪.৪৪	৩৮.৬৪	৫০০.৮৯	১১৩.১৯
৭.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭২.০০	৭২.০	৭২.০০	৭২.০০	৭২.০০
৮.	সংরক্ষিত (আগের বছরের এর ব্যালেন্স শীটে দেখানো হিসাবে পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত				২,৩৪৪.১০	১,৮৪৩.১২
৯.	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেমের আগে) (প্রতি অভিহিত মূল্য ১০ /- টাকা শেয়ার) মূল এবং মিশ্র	০.৫৯	(০.৬২)	(৩.৮২)	৪.৬৩	৬.৫৪

বিঃদ্রঃ
(ক) উপরোক্ত তথ্যটি ৩১ মার্চ, ২০২৫-এ শেষ হওয়া সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের বিশদ বিন্যাসের একটি বহিঃপ্রকাশ যা SEBI (তালিকাকরণ এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ত্রৈমাসিক এবং বছরের আর্থিক কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hepcl.co.in এবং CSE www.cse.india.com-এ ফলাফল পাওয়া যাবে
(খ) উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৫ মে, ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত তাদের সভায় বোর্ড অফ ডক্টরস দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
(গ) ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলি IND-AS-বিধি অনুসারে লাভ-ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

হারভেটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রসেসিং কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং বোর্ডের পক্ষে,
স্থান ঃ নয়ডা
তারিখঃ ১৫.০৫.২০২৫
স্বা / - (মোহনন টি)
ব্যবস্থাপক পরিচালক

আবারো ভেঙে গেল তোর্সা নদীর উপর অবস্থিত অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৪ মে ঃ কোচবিহারের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের পাশেই রয়েছে তোর্সা নদীর ফাঁসির

ঘাট এলাকা। এই এলাকাতেই রয়েছে তোর্সা নদীর উপর একটি অস্থায়ী সেতু নদীর এপার ওপার পারাপার করার জন্য। গত দুদিন থেকে প্রবল বর্ষণে বেড়েছে তোর্সা নদীর জলস্তর আর এই অবস্থায় আবারো ভেঙ্গে গেল কোচবিহার শহর সংলগ্ন ফাঁসিরঘাট সংলগ্ন এলাকার নদী পারাপার হওয়া বাসের সাঁকো। ফলে চরম সমস্যা সম্মুখীন হতে হচ্ছে নদী পারাপার হওয়া সাধারণ মানুষদের। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত ওই ফাঁসির ঘাট দিয়ে কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করে গ্রাম থেকে শহর এবং শহর থেকে গ্রামে এই অস্থায়ী বাসের সাঁকো একমাত্র ভরসা। মূলতঃ নদীর ওপারে এলাকার যে সমস্ত মানুষ রয়েছেন তারা খুব অল্প সময়ে এই অস্থায়ী সেতুর উপর দিয়ে কোচবিহার শহরে আসতে পারেন অন্যথায় প্রায় আট থেকে দশ কিলোমিটার করে তাদের কোচবিহার শহরে আসতে হয়। প্রতিবছর এই বর্ষার সময়ে ফাঁসিরঘাটে নির্মাণ করা হয় অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো নদীগর্ভে চলে যায় নদীর প্রবল স্রোতের কারণে। যদিও বিভিন্ন সংগঠন ও সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন যাবৎ ওই ফাঁসিরঘাটে এলাকায় একটি ভাই সেতুর জন্য আন্দোলন করে আসছেন। শুধুমাত্র আন্দোলনই সার সমস্যার সমাধান আজ অব্দি হয়নি। ফলে এক প্রকার ঝুঁকি নিয়েই সাধারণ মানুষকে বাঁশের সাঁকো দিয়ে পারাপার হতে হয়। যদিও এই বিষয়ে প্রশাসনের কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি তবে স্থানীয় মানুষদের দাবি যদি এই এলাকায় একটি স্থায়ী সেতু তৈরি করা সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে প্রায় কয়েক হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। যখন প্রবল বর্ষার সময় থাকে তখন বাসের সাঁকো না থাকার কারণে নৌকা করে পারাপার হয় সাধারণ মানুষ। রীতিমতো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাইক সাইকেলসহ সাধারণ মানুষ নৌকা করে পারাপার হয় তোর্সা নদী। সেই সমস্ত নৌকা গুলি কেউ থাকে না কোন লাইফ সাপোর্টের জ্যাকেট। প্রশাসন দেখেও নেয় না কোন পদক্ষেপ। প্রশ্ন উঠছে আদৌ কি ওই এলাকায় স্থায়ী সেতু সম্ভব ?

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:-03482-270232
NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 493/MM/NIeT/2025-26 and Dated: 15-05-2025 & NIeT) No: 494/MM/NIeT/2025-26 and Dated: 15-05-2025**. The last date for online submission of tender is **02-06-2025 (Monday) up to 14:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Indrajit Dhar,
Chairman,
Murshidabad Municipality

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭ ১ ১ ১ ০ ১
ফোন- ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ / ১২ / ১৩ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

কাগজ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচএমসি-এর শরৎ সদনে ২ (দুই) নম্বর কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছেন। ইচ্ছুক দরপত্রদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান কোয়ার্টার), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ অফার জমা দিতে হবে।

বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শুরুর তারিখঃ ১৪.০৫.২০২৫ বিকাল ৬.০০ থেকে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ০৬.০৬.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত।

অনুগ্রহ করে দেখুন ঃ https://wbtenders.gov.in

৩৬ (৩) / ২৫-২৫
১৫ / ০৫ / ২০২৫
সচিব
হাওড়া পৌর নিগম

নকল নাম্বার প্লেট লাগিয়ে জালিয়াতিতে বর্ধমানে গ্রেপ্তার ১

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৫ মে ঃ অর্থলগ্নি সংস্থার টাকা ফাঁকি দিতে নকল নম্বর প্লেট ব্যবহার ট্রাকে, এই অভিযোগে ভিত্তিতে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল বর্ধমান থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম হাসিবুল শেখ (৩৯), সে দেওয়ানদিঘি থানার অন্তর্গত নিত্যানন্দপুর এলাকার বাসিন্দা। তার অধীনে থাকা ১২ চাকা ট্রাকটিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতের বিরুদ্ধে বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালানো, চুরি, জালিয়াতি, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ধারায় মামলা রুজু করে বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার বিকালে ১২ চাকার একটি ট্রাক তালিত দিক থেকে জাতীয় সড়ক-১৯ দিয়ে বেপরোয়া ভাবে দ্রুতগতিতে আসছে। সেই সময় গোলাপবাগ সাব-ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ গাড়ির চালককে থামতে বললে না থেমে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন পুলিশ দল ট্রাকের পিছু ধাওয়া করে নবাবহাটের কাছে ধরে ফেলে এবং ট্রাকের বৈধ কাগজপত্র দেখতে চাইলে কোন কিছু দেখাতে পারেনি ধৃত চালক। তখন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা ট্রাকের বিরুদ্ধে ই-চালান কাটতে গেলে নজরে আসে ট্রাকের ব্যবহৃত নম্বর প্লেটটি ভুয়ো। আসল নম্বর প্লেট (WB-41G7003) এবং চালক ট্রাকে নকল নম্বর (WB-41G9404) প্লেট লাগিয়েছিলেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে, ট্রাকচালক হাসিবুল শেখ স্বীকার করে সে নকল নম্বর ব্যবহার করছিল। অর্থ লগ্নি সংস্থার কাছ থেকে নেওয়া লোনের মাসিক কিস্তির টাকা ফাঁকি দেওয়ার জন্য নম্বর প্লেটটি জাল করেছিল সে।

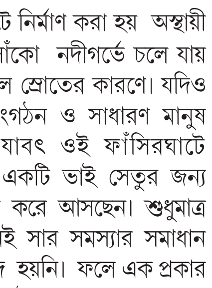

ইসবপুর সানঘোষপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন সংখ্যাঃ- ২৬৯৪, তারিখ ৩০.০৬.১৯৭৭
ঠিকানা ঃ সানঘোষপাড়া, পোস্ট- মুকশিম পাড়া, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, ৭১৩৫১৩

প্রতিনিধি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি
ভোটার তালিকা অনুযায়ী এলাকা বিভাজন

এতদ্বারা ইসবপুর সানঘোষপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন লিমিটেড এর সকল সদস্য / সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে WBCS ACT 2006 ও WBCS RULES 2011 এবং তৎসংক্রান্ত সংশোধনী এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশন রেগুলেশন মোতাবেক সমিতির পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচন (Delegate Election) ৬০ (ষাট) জন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে আগামী ১৫.০৬.২০২৫ (রবিবার) সকাল ১১ টা হইতে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত নিম্নোক্ত ভোট গ্রহন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। সকল সদস্য / সদস্যা গনকে নির্বাচনে অংশগ্রহন করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হল।

নির্বাচন ক্ষেত্র

যেহেতু সমিতির বর্তমান জীবিত মোট ভোটারের সংখ্যা ১৫০৮ জন। সেহেতু প্রতি ২৫ জন ভোটার পিছু ১ জন করে ডেলিগেট নির্বাচিত হয়ে আসবেন। এখানে সমিতির মোট এলাকাকে ৪ টি অঞ্চলে বিভিক্ত করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে মোট ডেলিগেট হইবে ১৫০৮/ ২৫ = ৬০ জন। নিম্নে এলাকা অনুযায়ী ডেলিগেট এর তালিকা লিপিবদ্ধ করা হল।

নির্বাচন ক্ষেত্র নং	নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম	গ্রাম / পাড়া	সদস্য সংখ্যা	প্রতিনিধির সংখ্যা (Delegate)	ভোটগ্রহণ কেন্দ্র	ভোটগ্রহণের তারিখ ও সময়	মোট প্রতিনিধি
১	বোধসা	পারবোধসা কাজীবোধসা	৪২৭	১৭ (১৩ টি অসংরক্ষিত ও ৪ টি মহিলা)	মহাদেবপুর হাই স্কুল প্রাঙ্গন, মহাদেবপুর	১৫.০৬.২০২৫ সকাল ১১টা হইতে বিকাল ৩ টা	১৭
২	সানঘোষপাড়া	সানঘোষপাড়া ও কালিনগর	৪০৮	১৬ (১৬ টি অসংরক্ষিত)	ঐ	ঐ	১৬
৩	ইসবপুর	ইসবপুর ও মুকশিমপাড়া	৪১৫	১৭ (১৫ টি অসংরক্ষিত ও ২ টি তপশিলি জাতি / উপজাতি	ঐ	ঐ	১৭
৪	সুনুরিয়া	সুমুরিয়া, মহাদেবপুর বাবরপাড়া, নওপাড়া, আষ্টিকুড়ি, কুবাজপুর, জামালপুর, কুকসিমলা, জয়কৃষ্ণপুর, রায়পুর	২৫৮	১০ (১০টি অসংরক্ষিত)	ঐ	ঐ	১০
মোট			১৫০৮	৬০			৬০

তারিখঃ ১৬.০৫.২০২৫
স্থানঃ সমিতির কার্যালয়, ইসবপুর

শ্রী বিশ্বনাথ দাস
(সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক ও সহ-নির্বাচনী আধিকারিক)
ইসবপুর সানঘোষপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন লিমিটেড

শ্রী কৃশানু সিংহ রায়
(সমবায় পরিদর্শক, পূর্বস্থলী-২ ও সহকারি রিটার্নিং অফিসার)
ইসবপুর সানঘোষপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV/Br.-XI, KMC** invites call e-tender online two part bid system for the following work :

NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/33/25-26/PD

Name of work : **Improvement of park lighting arrangement at Aikatan Park, Rabindranath Math Park, Dineshpally Math etc. Park in Ward No. 114, Br.-XI**; Estimated Amount : ₹ **2,97,798.82**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of completion of bid : **24.05.2025 upto 2 pm**; The bid forms and other details are available on and from **16.05.2025 from 12 Noon** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II/Br.-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following work :

NIT No. : KMC/LTG/4/WD24/IV/ZII/25-26

Name of the work : **Installation of LED signage board at Rabindra Sarani, Nimtala Ghat St., Kali Krishna Tagore St.**; Estimate Amount : ₹ **2,99,977.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **45 Days**; Last date & time of submission of bid (Online) : **27.05.2025 upto 2 pm**; The bid forms and other details are available on and from **16.05.2025 (2 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-III, KMC** invites e-tender online two part bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/11

Name of work : **Engagement of electrical night gang for emergency breakdown/disaster preparedness of lighting system for avoid any type of accident and public safety under Br.-IX**; Estimated Amount : ₹ **4,06,213.52**; Earnest Money : ₹ **8,200.00**; Period of completion : **214 Days**.

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/27

Name of work : **Repairing of bustee lighting system at Jagannath Sarkar Lane Bustee, Satya Doctor Road Bustee & other bustee areas in Ward No. 76**; Estimated Amount : ₹ **1,49,428.49**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/28

Name of work : **Supply & delivery of LED street light fittings at Canal Road, Hospital Lane & other places in Ward No. 75**; Estimated Amount : ₹ **4,97,194.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/29

Name of work : **Repairing of bustee lighting system at D.E.B. Bustee, B.K. Road Bustee & other bustee areas in Ward No. 79**; Estimated Amount : ₹ **1,47,832.69**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **20 Days**.

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/33

Name of work : **Supply and delivery of LED light fittings for different places in Ward No. 82**; Estimated Amount : ₹ **4,97,234.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/34

Name of work : **Repairing of bustee lighting system at Lock Gate Bustee & other bustee areas in Ward No. 82**; Estimated Amount : ₹ **1,49,029.54**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **20 Days**.

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/49

Name of work : **Supply and delivery of LED light fittings for different places in Ward No. 79**; Estimated Amount : ₹ **4,95,976.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/30

Name of work : **Repairing of bustee lighting system at Nritya Ghosh Street Bustee, Personage Road Bustee & other bustee areas in Ward No. 75**; Estimated Amount : ₹ **1,49,111.35**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(9) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/31

Name of work : **Repairing of bustee lighting system at M.M. Ali Road Bustee, Dent Mission Road & other bustee areas in Ward No. 77**; Estimated Amount : ₹ **1,49,348.70**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(10) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/32

Name of work : **Repairing of bustee lighting system at Mominpur Road Bustee, Ekbalpur Lane Bustee & other bustee areas in Ward No. 78**; Estimated Amount : ₹ **1,49,268.91**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(11) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/35

Name of work : **Installation of new LED glow sign board at 2/1 Paramhansa Deb Rd. KMCP School, Kol-700027**; Estimated Amount : ₹ **2,98,424.70**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **15 Days**.

(12) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/36

Name of work : **Supply & delivery of LED street light fitting for different places in Ward No. 83**; Estimated Amount : ₹ **4,99,786.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(13) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/41

Name of work : **Supply & delivery of LED street light fittings at M.B.G. Lane, Shah Aman Lane & other places in Ward No. 78**; Estimated Amount : ₹ **4,98,330.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(14) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/42

Name of work : **Supply & delivery of LED street light fittings at Bishu Babu Lane, Rangalal Street & other places in Ward No. 76**; Estimated Amount : ₹ **4,98,784.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(15) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/43

Name of work : **Supply & delivery of LED street light fittings at Manasatala Lane, Bengali Shah Warshi Lane & other places in Ward No. 77**; Estimated Amount : ₹ **4,97,923.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(16) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/44

Name of work : **Engagement of gang with tools, tackles etc. providing services for removal & dressing of cables, OFC from KMC Street Lighting Poles**; Estimated Amount : ₹ **4,84,746.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **170 Days**.

(17) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/45

Name of work : **Supply of services for operation and routine up keeping of air conditioner machane at ground, 1st, 2nd & 3rd Floor of UCHC, 96/2 Karl Marx Sarani, Kol-23 under Br.-IX**; Estimated Amount : ₹ **1,21,716.00**; Earnest Money : ₹ **2,500.00**; Period of completion : **365 Days**.

(18) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/46

Name of work : **Providing man power for service and routine up keeping of all electrical installations at newly constructed KMC Hospital, 96/2 Karl Marx Sarani, Kolkata-23 under Br.-IX**; Estimated Amount : ₹ **4,80,150.00**; Earnest Money : ₹ **9,700.00**; Period of completion : **180 Days**.

(19) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/47

Name of work : **Providing man power for service and routine up keeping of all electrical installations at Urban Homeless Night Shelter at 242 Kalighat Road within Ward No. 83 under Br.-VIII**; Estimated Amount : ₹ **3,20,100.00**; Earnest Money : ₹ **6,500.00**; Period of completion : **365 Days**.

(20) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/51

Name of work : **Arrangement of temporary electrical connections in the temporarily shifted hutments at 11, Goragacha Rd. in Ward No. 79**; Estimated Amount : ₹ **1,52,579.69**; Earnest Money : ₹ **3,100.00**; Period of completion : **07 Days**; Last date and time of completion of bid : **24.05.2025 upto 2 pm (For Sl. No. 1 to 20)**; Tender (Technical) opening date : **24.05.2025 at 4 pm (For Sl. No. 1 to 20)**; The bid forms and other details are available on and from **16.05.2025 from 2 pm (For Sl. No. 1 to 20)**; For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in** Please keep watching on the above website for further Addendum / Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only **(For Sl. No. 1 to 20)**. 232/25-26

ভ্রমণঃ ছুটিতে ভ্রমণপিপাসু বাঙালির ডেস্টিনেশন দিঘা

একদিকে ভারত-পাক সংঘাতের আবহ, সেই সঙ্গে চাঁদিফাটা রোদ, তা সত্ত্বেও দিঘায় জগন্নাথ দর্শনে লম্বা লাইন। চারদিনের টানা ছুটিতে মন্দিরে জনপ্লাবন। রেকর্ড ভিড় সমুদ্র সৈকত দিঘায়। ভীড় হচ্ছে এই সার্কিটের মন্দারমণি, তাজপুরও। টানা চারদিনের ছুটি ইছল। ফলে দারুণ ব্যবসা হয়েছে বলে দাবি হোটেল ব্যবসায়ীদের। ভিড় ছিল জগন্নাথ মন্দিরেও। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই একদল পর্যটক হইহই করে নেমে পড়ছেন সমুদ্রস্নানে, তার পরে তারা ভীড় করছেন মন্দিরে। রোদের তাপ বাড়লেই পাথরে পা রাখা যাচ্ছে না। তাতেও ভিড় সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মীদের। উত্তর ভারতের পাহাড়-প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করার পরিবর্তে রাতারাতি নজর ঘুরিয়েছেন নিজের রাজ্যের পর্যটনের দিকে। দার্জিলিং, সিকিম যাওয়া মানে কম করে এক সপ্তাহের পরিকল্পনা। কিন্তু দেশের এই আবহে টানা বাইরে থাকাটা ঠিক মনে করছেন না অনেকেই। তাই পাহাড় থেকে দ্রুত নামছেন পর্যকরা। ছুটিতে দু'-তিনদিনের জন্য নজরে তাই সকলের চোখে রয়েছে দিঘা। এখন জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে দিঘা শুধু বেড়ানোর

জায়গায় নেই, তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।।

দিঘা শংকরপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম-সম্পাদক জানালেন, এমনিতেই সপ্তাহান্তে ভিড় বাড়ে দিঘায়। তবে সাম্প্রতিক যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে নিরাপদ দিঘা এবং মন্দারমণির সৈকতে পর্যটকদের ব্যাপক ভিড় হয়েছে। হোটেল হাউসফুল হয়েছে। তবে এই ব্যাপক ভিড়ের পিছনে জগন্নাথ দর্শনের উদ্দেশ্য রয়েছে। জগন্নাথ প্রভুর কৃপায় দিঘার ব্যবসায়ীরা খুশি। মন্দারমণির এক হোটেলের মালিক দেবদুলাল দাস মহাপাত্র বলেন, দীর্ঘ কয়েক বছর পরে গরমের ছুটিতে মন্দারমণিতে পর্যটকদের ভিড় বেড়েছে। গরম কিছুটা কম হলে হয়তো সেই ভিড় আরও বেশি হত। গরমে মানুষ সকালে রুম থেকে বেরতেই পারছেন না।

চুড়াইবাড়িতে মা ও ছেলের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ডাকাতি

কদমতলা (ত্রিপুরা), ১৫ মে ঃ আবারও দু ঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা। মা ও ছেলের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেল ডাকাত দল। ঘটনায় চঞ্চল্য বিরাজ করছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুড়াইবাড়িতে।

জানা গিয়েছে, চুড়াইবাড়ি থানাধীন উত্তর ফুলবাড়ি ৫নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিড়্ধা প্রয়াত অর্পন পালের স্ত্রী রিতা পাল ও পুত্র অমিত পাল প্রতিদিনের ন্যায় খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েন। বুধবার রাত আনুমানিক দেড়টা নাগাদ গাড়ির গ্যারাজে শব্দ শুনতে পেয়ে ঘুম থেকে উঠলে অমিত পালকে ডাকাত দল মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে গলায় ড্যাগার ধরে হাত পা মুখ বেঁধে ফেলে। তাঁর চিৎকার শুনে মা রিতা পাল ছুটে আসলে তাঁকেও ডাকাত দল হাত পা মুখ বেঁধে ফেলে। ঘরের ভিতর থাকা আলমিরার লকার ভেঙে নগদ ৫০,০০০ টাকা, স্বর্ণের চেইন, আংটি, চুড়ি এবং তিনটি মোবাইল নিয়ে চম্পট দেয় ডাকাত দল। পরবর্তীতে নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে রিতা পাল নিজেকে বাঁধন মুক্ত করে ছেলেকে মুক্ত করেন। রাতেই অমিত পাল ঘরে মোবাইল ফোন না থাকায় ছুটে যান স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নাসির উদ্দিনের বাসভবনে। সেখানে উনাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে সমস্ত ঘটনা অবগত করেন। তিনি ছুটে আসেন অমিত পালের বাড়িতে। পাশাপাশি অমিত পাল সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের ঘটনাটি অবগত করেন। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে যান চুড়াইবাড়ি থানার ওসি খোকন সাহা। বৃহস্পতিবার অমিত পাল লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন চুড়াইবাড়ি থানায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

সুচিকিৎসা
মাসিক পত্রিকা

সাম্প্রতিক যুদ্ধে আমাদের কৌশলগত গুণমান পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে

নয়াদিল্লি, ১৫ ম ঃ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ৪ দিনের সামরিক যুদ্ধ নতুন দিল্লিতে পাকিস্তানের তথাকথিত পারমাণবিক যুদ্ধ কৌশলকে পর্যদুস্ত করে কৌশলগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশে ভাষণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী যখন ইসলামাবাদকে স্পষ্ট করে বলেন, ভারত কোনও ' ব্ল্যাকমেল' বরদাস্ত করবে না। তখনই এক নতুন যুগের সূচনা হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। ভারত এই পারমাণবিক ব্ল্যাকমেল - এর আ।ালে বে।ে ওঠা জঙ্গী ঘাঁটিগুলিকে সুনির্দিষ্ট ও যথাযথ আঘাত হানবে। ভারত নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করেই এই দাবি করে। প্রধানমন্ত্রী যখন বলেন, অপারেশন সিঁদুর সীমান্তের ওপার থেকে জাতীয় স্তরে পরিচালিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়ায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে, তখন এর এক অন্য কারণ ছিল। ভারত মরুভূমি ও পাহা।ে নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে এবং নতুন যুগের এই যুদ্ধ ক্ষেত্রেও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেছে। এই অপারেশনের সময় ভারতে তৈরি অস্ত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সমগ্র বিশ্ব বর্তমানে দেখেছে যে, একবিংশ শতাব্দীর যুদ্ধে ভারতে তৈরি প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের উপর নির্ভর করার সময় এসেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতে তৈরি প্রতিরক্ষা সামগ্রী সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। নিউইয়র্ক টাইমস্ - এর রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ভারত কেবলমাত্র পাকিস্তানকে পরাজিত করেছে তা নয়, ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করার জন্য তাদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টাকেও বন্ধ করেছে। ভারত যথাযথভাবে নিজের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ব্যবহার করে পাকিস্তানের বায়ু শক্তি নষ্ট করেছে।আকাশ পথে যুদ্ধের পাশাপাশি, ভারতকে পাকিস্তানের ভুল তথ্য প্রচারের মতো পরিস্থিতির মোকাবিলারও সম্মুখীন হতে হয়েছিল। উভয় পক্ষ সমান্তরালভাবে তথ্য যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ভারত আক্রমণের প্রমাণ দেখাতে শুরু করে। তখন সমগ্র বিশ্ব এই যুদ্ধে ভারতের সাফল্যের কথাও বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। বিশ্ব দেখে যে, একটি দেশ কিভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে নেভিগেশন সিস্টেম ব্যবহার করে শত্রু পক্ষের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রগুলি শনাক্ত করে তা ধ্বংস করছিল। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করে তাদের উপর হামলা চালানোর বিষয়টি আরও বেশি করে প্রভাব সৃষ্টি করতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভারত ৯ ও ১০ মে মধ্যবর্তী রাতে সঠিকভাবে এই কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল এবং যথাযথভাবে এর প্রমাণ উপস্থাপন করায় সমগ্র বিশ্ব তা বিশ্বাস করে নেয়। পাকিস্তানের বঃদর শহর করাচী থেকে ১০০ মাইলেরও কম দূরত্বে অবস্থিত

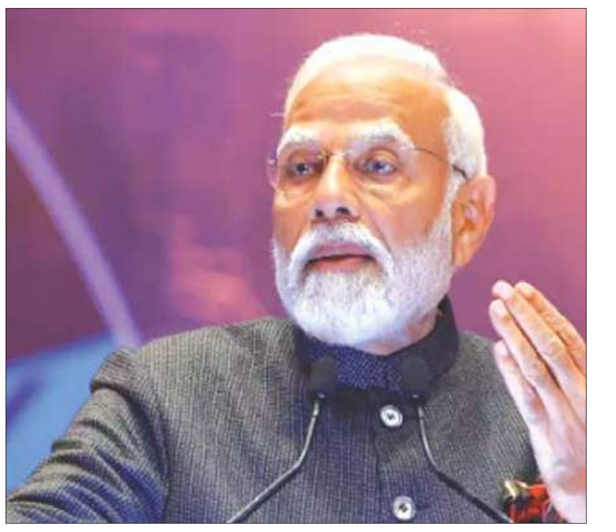

ভোলারি বিমান ঘাঁটিতে ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্রগুলি বিমানের হ্যাঙ্গারে নির্ভুলভাবে আঘাত করে। দৃশ্যত, এই হ্যাঙ্গারগুলির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। একই রাতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর ও তাদের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নূর খান বিমান ঘাঁটিতেও ভারত হামলা চালায়। পাকিস্তানের এই নূর খান বিমান ঘাঁটি-টি তাদের পারমাণবিক অস্ত্রাগার তত্ত্বাবধান ও সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা ইউনিট থেকেও মাত্র অল্প দূরেই অবস্থিত। সেনার এই সাফল্যের পর ভারতীয় নেতৃত্ব পারমাণবিক শক্তি নিয়ে ' ব্ল্যাকমেল' মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, আমরা কোনও রকম পারমাণবিক ব্ল্যাকমেল সহ্য করব না। শত্রুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষার করার জন্য আমাদের অত্যাধুনিক বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে এবং সেইসঙ্গে ধ্বংসাত্মক সামরিক শক্তি রয়েছে। পাকিস্তান তাদের রহিম ইয়ার খান বিমান ঘাঁটিটির রানওয়ে কার্যকর নেই বলে একটি নোটিশ জারি করতে বাধ্য হয়েছিল। ভারত, পাকিস্তানের প্রধান বিমান ঘাঁটিগুলির রানওয়ে ও অন্যান্য ক্ষেত্র লক্ষ্য করে যে কার্যকর হামলা চালিয়ে বলে দাবি করেছিল, পাকিস্তানের ঐ নোটিশ সেই দাবির যথার্থতা প্রমাণ করে। উপগ্রহ থেকে পাওয়া ছবিতে ক্ষয়ক্ষতির বাস্তবিক চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী বলেছে যে, পাকিস্তানের সারগোধা বিমান ঘাঁটিতে তারা রানওয়ের দুটি অংশে নির্ভুলভাবে আঘাত করেছে। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী প্রায় দু'ডজন হামলার দাবি করলেও কোনও প্রমাণ করতে পারেনি। এমনকি, তৃতীয় সূত্রের মাধ্যমে পাওয়া ছবিগুলিও পাকিস্তানের এই দাবির সত্যতা প্রমাণ করতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজে আদমপুর সেনা ঘাঁটিতে গিয়ে সেখানে ক্ষতি হয়েছে বলে পাকিস্তানের দাবি নস্যা করে দেন। তিনি দৃ।ভাবে আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ ও সংবাদ মাধ্যমের কাছে পাকিস্তানের এই ভুয়ো খবর ছ।ানোর বিষয়ে বার্তা দেন।চার দিনের এই সংঘর্ষ ছিল দুই পারমাণবিক শক্তিধর দেশের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে উভয় দেশ বিমান প্রতিরক্ষা পরীক্ষা করতে ও শত্রু পক্ষের সামরিক ঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করে আঘাত হানতে শত শত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছিল। সীমান্ত বরাবর দুই দেশের ভূখন্ডে গভীর রাতে আকাশ আলোকিত হয়ে উঠেছিল। প্রথম তিন দিনেই ভারত, পাকিস্তানের যে ক্ষয়ক্ষতি করে, তা ছিল তাদের কল্পনাতীত। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে স্পষ্টভাবে বিশ্ব সম্প্রদায়কে বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে যদি কোনও আলোচনা হয়, তবে তা একমাত্র সন্ত্রাসবাদ ও পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তান ভারতের এই রণংদেহীর কার্যকলাপ থেকে নিস্কৃতি চাইতে বিভিন্ন পন্থা খুঁজতে শুরু করে। সমগ্র বিশ্বের কাছে উত্তেজনা প্রশমনের আকুতি জানায়। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পর, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ১০ মে বিকেলে আমাদের ডিজিএমও-র সঙ্গে যোগাযোগ করে। ততক্ষণে আমরা সেদেশে সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি করে ফেলেছি। জঙ্গীরা অনেকেই মারা প।ছে। পাকিস্তানের বুকে স্থাপিত অনেক জঙ্গী ঘাঁটি আমরা ধ্বংস করেছি। তাই, যখন পাকিস্তান বলে যে, তারা আর কোনও জঙ্গী কার্যকলাপ বা সেনা অভিযান চালাবে না, তখন ভারত তা বিবেচনা করে। প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন যে, শান্তির পথও শক্তির মাধ্যমেই আসে। মানবতা শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে চলতে শুরু করে। সকল ভারতবাসীর শান্তিতে বসবাস করার ও বিকশিত ভারতের স্বপ্ন পূরণ করতে পারা উচি। এজন্য ভারতের শক্তিশালী হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন এবং প্রয়োজনে সেই শক্তি ব্যবহার করাও দরকার। গত কয়েক দিনে ভারত ঠিক এই কাজই করেছে। প্রধানমন্ত্রী সমগ্র বিশ্বের সমালোচকদের স্পষ্ট করে বলেন, ভারতের দীর্ঘ দিনের অবস্থান সন্ত্রাস ও আলোচনা একযোগে চলতে পারে না। চার দিনের এই সংঘাত ভারতের কৌশলগত অবস্থান যে মজবুত, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে। এই সংঘর্ষের পর ভারতীয় সেনাবাহিনী নিজেদের আত্মরক্ষার ক্ষমতা ও আক্রমণ করার ক্ষমতা কতটা মজবুত, তা প্রমাণ করে দিয়েছে। আমরা ভবিষ্যতে পাকিস্তানের কাছ থেকে আরও কোনও রকম পারমাণবিক ব্ল্যাকমেল সহ্য করব না।ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চার দিনের এই সংঘর্ষ থেকে সমগ্র বিশ্বেরও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। ভারত অতি আধুনিক এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ব্যবহার করে কতটা সফলভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারে, সমগ্র বিশ্ব তা দেখেছে। ভারতের নিজস্ব নেভিগেশন সিস্টেম শত্রুপক্ষের হামলা প্রতিহত করার জন্য এবং তাদের উপর হামলা চালানোর জন্য কতটা কার্যকর, তাও পরিলক্ষিত হয়েছে। আকাশে শত্রু পক্ষের অস্ত্র শনাক্ত করা থেকে শুরু করে স্থল, সমুদ্র ও আকাশ থেকে তা গুলি করে নষ্ট করার মতো কৌশলগত অবস্থান ভারতের রয়েছে।

সংঘর্ষবিরতি না হলে গুঁড়িয়ে যেত পাকিস্তান! প্রাক্তন আফগান প্রেসিডেন্টের

১৫ মে ঃ 'নো মোর।' পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাকিস্তানে অপারেশন সিঁদুরের পর ভারত বুঝিয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসবাদ আর বরদাস্ত নয়। পহেলগাঁও হামলার বদলা নিয়ে শতাধিক কুখ্যাত জঙ্গিকে নিকেশ করেছে সেনা। ভারতের মেয়েদের সিঁদুর মুছলে কী হাল হয় তা হাড়হোড়ে টের পেয়েছে পাকিস্তান। তাই তো দিল্লির কাছে হামলা থামানোর মিনতি আর্জি জানায় ইসলামাবাদ। এবার এনিয়ে পাকিস্তানকে একহাত নিলেন আফগানিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আমরুল্লাহ সালেহ। তাঁর কথায়, সংঘর্ষবিরতিই রক্ষা করেছে পাকিস্তানকে। না হলে ভারতের আক্রমণে গুঁড়িয়ে যেত তারা। গত ৬ মে অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে লস্কর-ই-তইবার, জইশ-ই-মহম্মদ, হিজবুল মুজাহিদিনের ঘাঁটি ধবংস করে দেয় ভারতীয় সেনা। সন্ত্রাসের আঁতু।ঘর গুঁ।য়ে দেওয়ায় ভারতে হামলার ব্যর্থ চেষ্টা করে পাক সেনা। ৯ মে রাতভর তাদের ড্রোন হামলা প্রতিহত করে ভারত। এরপর ১০ মে অপারেশন সিঁদুরের পালটা ' উল মারসুস'-এর ঘোষণা করে ইসলামাবাদ। যা ভারতীয় সেনার শক্তির কাছে টিকতে পারেনি।

প্রধানমন্ত্রী যক্ষ্মামুক্ত ভারত অভিযানের পর্যালোচনা করেছেন

নয়াদিল্লি, ১৩ মে, ২০২৫প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরে ঃদ্র মোদী আজ নতুন দিল্লিতে তাঁর বাসভবন ৭ নম্বর লোক কল্যাণ মার্গে জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূলকরণ অভিযান (ন্যাশনাল টিবি এলিমিনেশন প্রোগ্রাম - এনটিইপি) সম্পর্কে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন। ২০১৪ সালে যক্ষ্মা রোগীদের দ্রুত শনাক্তকরণ এবং চিকিসাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের প্রশংসা করেছেন তিনি। ভারত থেকে এই রোগ নির্মূল করতে যে অঙ্গীকার করা হয়েছে, সে বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি দেশজু।ে বিভিন্ন সফল কৌশল কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছেন। শ্রী মোদী সম্প্রতি শেষ হওয়া ১০০ দিনের যক্ষ্মামুক্ত ভারত অভিযানের পর্যালোচনা করেন। এই অভিযানে ১২ কোটি ৯৭ লক্ষ ঝুঁকিপূর্ণ নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এঁদের মধ্যে ৭ লক্ষ ১৯ হাজার জন যক্ষ্মা আক্রান্ত, যাঁদের মধ্যে ২ লক্ষ ৮৫ হাজার আক্রান্তের কোনো উপসর্গ ছিল না। এই অভিযানে ১ লক্ষের বেশি নতুন ' মিত্র' যোগদান করেছেন। দেশজু।ে সরকার এবং সমাজের সার্বিক প্রয়াসের মাধ্যমে এক জন-ভাগীদারি মডেলের সাহায্যে এটি কার্যকর হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী গ্রামাঞ্চল এবং শহরাঞ্চলের যক্ষ্মা রোগীদের বিভিন্ন লক্ষণের পর্যালোচনার ওপর গুরুত্ব দেন। এছা।াও, তাঁরা কে কোন পেশায় যুক্ত, সেই বিষয়টিকেও বিবেচনায় রাখতে হবে। এর ফলে, যাঁদের দ্রুত পরীক্ষা করে চিকিসার প্রয়োজন, তাঁদের শনাক্ত করতে সুবিধা হবে। নির্মাণ কর্মী, খনি, বস্ত্রশিল্প সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিকদের ওপর বিশেষ নজর দিতে হবে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় ' মিত্র'দের যক্ষ্মা রোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাঁরা মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে এবং সহজ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে যক্ষ্মা রোগীদের শনাক্তকরণের কাজে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারবেন। শ্রী মোদী বলেন, নিয়মিত চিকিসা করলে যক্ষ্মা থেকে সুস্থ হওয়া সম্ভব। তাই, ভয় না পেয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বা।াতে হবে।তিনি জন-ভাগীদারির মাধ্যমে স্বচ্ছতা অভিযান বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দেন। এর ফলে, যক্ষ্মা নির্মূল করতে সুবিধা হবে। প্রত্যেকে যাতে যথাযথ চিকিসা পান, তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যক্তিস্তরে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ২০২৪ সালের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যক্ষ্মা রোগের বিষয়ে একটি প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করেন। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতে ২০১৫ সালে প্রতি ১ লক্ষ নাগরিকদের মধ্যে যক্ষ্মা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৩৭। ২০২৩ সালে তা ১৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৯৫-এ পৌঁছেছে। আন্তর্জাতিক স্তরে যে হারে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা কমছে, ভারতে তার দ্বিগুণ হারে এই সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। এটি অত্যন্ত উসাহব্যঞ্জক। এই সময়কালে প্রতি ১ লক্ষ নাগরিকের হিসেবে যক্ষ্মা রোগে মৃতের সংখ্যা ২৮ থেকে হ্রাস পেয়ে ২২-এ পৌঁছেছে। আবার, মোট আক্রান্তের ৮৫ শতাংশের চিকিসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচির সাফল্য প্রতিফলিত হচ্ছে।শ্রী মোদী যক্ষ্মা রোগ শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর পর্যালোচনা করেন। এর মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যামপ্লিফিকেশন টেস্টিং ল্যাব বা ন্যাট-এর সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি রয়েছে। বর্তমানে যক্ষ্মা রোগ শনাক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো বৃদ্ধি পেয়ে দেশজু।ে ৮,৫৪০টি পরীক্ষাগার গ।ে তোলা হয়েছে। এছা।াও, ৮৭টি পরীক্ষাগারে শনাক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছা।াও, ৫০০টি কৃত্রিম মেধা পরিচালিত এক্স-রে মেশিন সহ ২৬,৭০০টি মেশিন কেনা হয়েছে। আরও ১ হাজারটি মেশিন শীঘ্রই কাজে লাগানো হবে। বিনামূল্যে যক্ষ্মা রোগীদের শনাক্ত করা, তাদের চিকিসা এবং আয়ুষ্মান আরোগ্য মঃি দরে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা সহ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিষেবার বিকেঃিদ্রকরণ করা হয়েছে। যক্ষ্মা রোগীদের শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে কৃত্রিম মেধার সাহায্যে বহনযোগ্য এক্স-রে-এর ব্যবহার, যক্ষ্মার ওষুধ যাতে কার্যকর হয়, তার জন্য স্বল্পমেয়াদি চিকিসার ব্যবস্থা, দেশীয় পদ্ধতিতে শনাক্তকরণের নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন, প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ সহ বিভিন্ন নতুন নতুন উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। খনি অঞ্চল, চা বাগিচা, নির্মাণ ক্ষেত্র, শহরের বস্তি এলাকায় যক্ষ্মা রোগীদের দ্রুত শনাক্ত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। '

পূর্ব রেলওয়ে

জিইএম বিড নং ঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬২১৯৫৪২ তারিখঃ ১০.০৫.২০২৫। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ফ্রেট. অ্যান্ড ডিএম), পূর্ব রেল, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলস্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নে বর্ণিত কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হচ্ছে। **আইটেম ক্যাটাগরি ঃ** মাসিক ভিত্তিতে ক্যাব এবং ট্যাক্সি ভাড়া পরিষেবা, এসইউভি; ৩০০০ কিমি x ৩৬৪ ঘন্টা; ২৪*৭ আউটস্টেশন। **অফিসের নামঃ** হাওড়া ডিভিশন। **বিড জমার শেষ তারিখ ও সময়ঃ** ২০.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা। **বিড খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০৫.২০২৫, দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে। **বিড অফারের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে) ঃ** ৬০ (দিন)। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ৩ বছর। **বিডারের ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য) ঃ** ২৬ লাখ। **একই/অনুরূপ পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বছর ঃ** ৩ বছর। **অনুরূপ পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োজন ঃ** হ্যাঁ। **এমএসই-এর জন্য বছরের অভিজ্ঞতা এবং টার্নওভারে ছাড় ঃ** না; **স্টার্টআপ-এর জন্য বছরের অভিজ্ঞতা এবং টার্নওভারে ছাড় ঃ** না; **বিডের ধরন ঃ** টু প্যাকেট বিড। **বিক্রয়কারীর থেকে প্রয়োজনীয় নথি ঃ** অভিজ্ঞতার মানদণ্ড, বিডার টার্নওভার, সার্টিফিকেট (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে)। যদি কোন বিডার অভিজ্ঞতার/ টার্নওভারের মানদণ্ড থেকে অব্যাহতি পেতে চান, তাহলে ছাড়ের জন্য তার যোগ্যতা প্রমাণবিশিষ্ট নথিগুলি ক্রেতার দ্বারা মূল্যায়নের জন্য আপলোড করতে হবে। **প্রযুক্তিগত মূল্যায়নের সময় প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যার জন্য অনুমোদিত সময় ঃ** ২ দিন; **আনুমানিক বিড মূল্যঃ** ₹ ১৭,০৬,৪০০; **ইএমডির বিবরণ ঃ অ্যাডভাইসরী ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া; **ইএমডির পরিমাণঃ** ₹ ৩৪,২০০; **ইপিবিজি বিবরণ অ্যাডভাইসরী ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া; **ইপিবিজি শতাংশ (%) ঃ** ৫.০০; **প্রয়োজনীয় ইপিবিজির সময়কাল (মাস) ঃ** ৪২।

HWH-83/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এলআরডব্লিউ৪-রেলনেট-১৯৩-২০২৫ তারিখ ঃ ১৪.০৫.২০২৫। ডে. চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/বিজিবি, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক **টেন্ডার নং. ঃ** এলআরডব্লিউ৪- রেলনেট-১৯৩-২০২৫- এর জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** রেলনেট কানেক্টিভিটির সরবরাহ ও স্থাপন। **টেন্ডারের ধরন ঃ** ওপেন; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০৬.২০২৫, দুপুর ৩টা; **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ₹ ১৯,৮৬,৫৬৫.৯৬; **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৩৯,৭০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা)ঃ** ₹ ০.০০; **বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ২১.০৫.২০২৫; **বিডিং সিস্টেম ঃ** সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেম; **অফারের বৈধতা (দিন) ঃ** ৯০; **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ৬০ দিন। টেন্ডারের বিস্তারিত তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতারা কেবলমাত্র শেষ তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাদের মূল/সংশোধিত টেন্ডার জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত এই ধরনের কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

MISC-64/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

45/B, শুভম কমপ্লেক্স, ১ম A মেইন, জেপি নগর ৩য় ফেজ, বেঙ্গালুরু – 560078

স্বর্ণ নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারন জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, নিচে উল্লেখিত ঋণের ক্ষেত্রে বন্ধক রাখা সোনা, বকেয়া পরিশোধ না করার কারণে নিলাম করা হবে।একটি অনলাইন পোর্টাল **https://gold.samil.in**-এর মাধ্যমে **15/06/2025** তারিখে নিলাম হবে।
যদি উপরে উল্লিখিত তারিখে কোনো কারণে ই-নিলাম বাস্তবায়িত না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলির যে কোনও বা সমস্ত আইটেমের ক্ষেত্রে, রুপিক পরবর্তী যে কোনও তারিখ/সেগুলিতে পরবর্তী কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আইটেমগুলির ই-নিলাম/ব্যক্তিগত বিক্রয় পরিচালনা করবে।

ঋণের তালিকা (LOS ID)

12009323

আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন - **1800 419 8000**

এসডি/- অনুমোদিত অফিসার

রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

Name Change

I, SUBHAM BUBNA (OLD NAME) S/O MADHU SUDAN BUBNA,RESIDING AT 331, LAKE TOWN,BLOCK-A,PS-LAKE TOWN, DIST-24 PARGANAS (NORTH), PIN-700089, WEST BENGAL, INDIA.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHUBHAM BUBNA(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/05/2025.SUBHAM BUBNA(OLD NAME) AND SHUBHAM BUBNA (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, RAJESH KUMAR MISTRY (OLD NAME) S/O LATE NIMAI MISTRI @ NEMAI MISTRY,RESIDING AT VILL & PO - JAGANNATH NAGAR,PS-MAHESHTALA,PIN-700140,DIST-24 PARGANAS SOUTH,WEST BENGAL,INDIA.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJESH MISTRY(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/05/2025.RAJESH KUMAR MISTRY(OLD NAME) AND RAJESH MISTRY (NEW NAME).BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I , Rajes Kumar Mandal S/O- Gobinda Mandol @ Gobinda Chandra Mandal resident of Vill- Amrul, P.O.- Amrul, P.S.-Indas, Dist- Bankura, West Bengal, PIN-722206, have changed my name and shall henceforth be known as 'RAJESH MANDOL' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 15/05/2025. That Rajes Kumar Mandal and Rajesh Mandol both are same and one identical person.

Name Change

I , Mohammad Waes Ali Sarkar S/O- Abdul Hamid Sarkar resident of Uttar Galsi, Galsi, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713406, have changed my name and shall henceforth be known as 'MD WAES ALI SARKAR' vide an affidavit before The Executive Magistrate at Purba Bardhaman on 15/05/2025. That Mohammad Waes Ali Sarkar and Md Waes Ali Sarkar both are same and one identical person.

Name Change

I, ANANTA SHIT (OLD NAME) S/O APURBA KUMAR SHET ALIAS APURBA KUMAR SHIT, RESIDING AT PATPUR ,ARADANGA BANKURA, PS-BANKURA,DIST-BANKURA, WEST BENGAL, INDIA.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANANTA SHET(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE LD.1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BANKURA ON 17/03/2025.ANANTA SHIT(OLD NAME) AND ANANTA SHET (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Kamrujjaman Shake Mohammed (Old Name) S/O–Abdul Gafur Hazi resident of Vill-Gurudaspur, Po- Beuchitala, Ps- Daulatabad, Dist-Murshidabad West Bengal, Pin- 742302 do hereby decrale that I have changed my name from Kamrujjaman Shake Mohammed to Md Kamruzzaman Sk and hencefort I shall be known as Md Kamruzzaman Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/05/2025. My name Md Kamruzzaman Sk & Kamrujjaman Shake Mohammed both are same and one identical person.

Name Change

I, Suraman Sekh (Old Name) S/O– Amed Sekh resident of Vill-Hatpara Dakshi , Po- Hazarpur Nabagram , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742137 do hereby decrale that I have changed my name from Suraman Sekh to Surman Sekh and hencefort I shall be known as Surman Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/05/2025. My name Surman Sekh & Suraman Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Matin Mondal (Old Name) S/O–Hafijaddin Mandal of Vill- Kelai Mandalpara, Po- Nonadanga, Ps-Khargram, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742159 do hereby decrale that I have changed my name from Matin Mondal to Matin Mandal and hencefort I shall be known as Matin Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/05/2025.My name Matin Mandal & Matin Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Sukanta Mandal (Old Name) S/O– Sailendra Nath Mondal resident of Vill-Kaikhali, Po- Haritala, Ps-Hanskhali, Dist-Ranaghat , West Bengal, Pin-741502 do hereby decrale that I have changed my name from Sukanta Mandal to Sukanta Mondal and hencefort I shall be known as Sukanta Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/05/2025. My name Sukanta Mondal & Sukanta Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Kamrul Sk (Old Name) S/O– Israil Sk of Vill & Po- Rejinagar, Ps-Rejingar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742189 do hereby decrale that I have changed my name from Kamrul Sk to Kamarul Sk and hencefort I shall be known as Kamarul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/05/2025. My name Kamarul Sk & Kamrul Sk both are same and one identical person.

Name Change

I,Sujan Mandal (Old Name) S/O– Matin Mandal of Vill- Kelai Mandalpara, Po- Nonadanga, Ps-Khargram, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742159 do hereby decrale that I have changed my name from Sujan Mandal to Sujan Mondal and hencefort I shall be known as Sujan Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/05/2025.My name Sujan Mondal & Sujan Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Emamul Sk (Old Name) S/O– Najirulla Sk resident of Vill-Jamna, Po-Mahalandi, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742180 do hereby decrale that I have changed my name from Emamul Sk to Imamul Sk and hencefort I shall be known as Imamul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/05/2025 . My name Imamul Sk & Emamul Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Samirul (Old Name) S/O–Tadikat Sk resident of Vill-Jamna, Po-Mahalandi, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742136 do hereby decrale that I have changed my name from Samirul to Samirul Sk and hencefort I shall be known as Samirul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/05/2025 . My name Samirul Sk & Samirul both are same and one identical person.

Name Change

I,Abdul Gafur & Abdul Gafur Haji (Old Name) S/O–Ijaruddin Sk resident of Vill-Gurudaspur, Po- Beuchitala, Ps-Daulatabad, Dist-Murshidabad West Bengal, Pin- 742302 do hereby decrale that I have changed my name from Abdul Gafur & Abdul Gafur Haji to Abdul Gafur Hazi and hencefort I shall be known as Abdul Gafur Hazi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/05/2025. My name Abdul Gafur Hazi (old name) & (new Name) Abdul Gafur & Abdul Gafur Haji both are same and one identical person.

Name Change

I, Nazirulla Seikh (Old Name) S/O– Anesh Sk resident of Vill-Jamna, Po-Mahalandi, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742180 do hereby decrale that I have changed my name from Nazirulla Seikh to Najirulla Sk and hencefort I shall be known as Najirulla Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/05/2025 . My name Najirulla Sk & Nazirulla Seikh both are same and one identical person.

Name Change

I, TAHIRA TABASSUM MULLICK wife of Subid Mullick ,residing at village Argori,P.S.- Sankrail ,District-Howrah,PIN -711302,West Bengal.My original and correct name is TAHIRA TABASSUM MULLICK as per Aadhaar Card and Passport. My name is wrongly recorded as TAHIRA TABASSUM in my daughter's passport,being passport no.U5575779 .That TAHIRA TABASSUM MULLICK and TAHIRA TABASSUM is the same and one identical person vide Affidavit Executive Magistrate,1st Class at Howrah, date- 06/05/2025.

Name Change

I, Ashok Kumar Jain (Old Name) S/o Manik Chand Jain Residing at 7, Bysack Street, Barabazar H.O, District- Kolkata, Pin - 700007 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Ashok Jain (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 006/2025 Dated 15-05-2025. Ashok Kumar Jain (Old Name) and Ashok Jain (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Praveen Agarwal S/o Late Devi Prasad Agarwal Residing at Jiva Homes, Tower-2, Flat No. 2-8D, 8th Floor, 6 Pagladanga Road, Near Rcc Institute, P.o&P.s - Tangra, District - Kolkata, Pin - 700015 West Bengal India shall henceforth be known as Praveen Kumar Agarwal. I declare that Praveen Agarwal and Praveen Kumar Agarwal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 15-05-2025.

Name Change

I, Gulzar Salim Shaikh S/o Shaikh Gulzar Residing at Hutton Road Amar Saria Enclave Asansol, P.s - Asansol(South), District - Paschim Bardhaman, Pin - 713301 West Bengal India shall henceforth be known as Shaikh Gulzar. I declare that Gulzar Salim Shaikh and Shaikh Gulzar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 15-05-2025.

Name Change

I, Ganesh Ch Bhattacharya S/o Shaktidhar Bhattacharya Residing at K.S Road Dipu Para Kedia Barrack Palash Bagan Asansol, P.s - Asansol(North), District - Paschim Bardhaman, Pin - 713301 West Bengal India shall henceforth be known as Ganesh Bhattacharya. I declare that Ganesh Ch Bhattacharya and Ganesh Bhattacharya is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 15-05-2025.

Name Change

I, Abdul Rahaman Purkait S/o Alembari Purkait Residing at Baishata, P.o - Baishata, Jaynagar-II, District - South 24 Parganas, Pin- 743338 West Bengal India shall henceforth be known as Abdur Rahman Purkait. I declare that Abdul Rahaman Purkait and Abdur Rahman Purkait is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 15-05-2025.

Name Change

I, Panchanan Naskar S/o Ananta Naskar resident of Vill-Sahebpur, P.O. Champahati, P.S. Baruipur Sonarpur, Dist. South 24 Parganas, Pin-743330 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Panchanan Naskar instead of Panchu Naskar vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on 07/05/2025. Panchanan Naskar and Panchu Naskar both are the same and one identical person.

Name Change

I, Abu Hosen Mallik S/o Late Daud Mallik resident of Vill-Raynagar, P.O. Dakshin Barasat, P.S. Joynagar, Dist. South 24 Parganas, Pin-743372 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Abu Hosen Mallik instead of Hossain Ali Mallik vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Baruipur, Kol-144 on 15/05/2025. Abu Hosen Mallik and Hossain Ali Mallik both are the same and one identical person.

Name Change

I, PHOOL CHAND SHAW S/o Late Jayram Shaw resident of 9B Biswanath Motilal Lane, PS-Muchipara, Kolkata-700012 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Phool Chand Shaw instead of Phool Chand Jaiswal vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata on 13/05/2025. Phool Chand Shaw and Phool Chand Jaiswal both are the same and one identical person.

Name Change

I, BIKASH JAISWAL S/o Sri Phool Chand Shaw resident of 9B Biswanath Motilal Lane, PS-Muchipara, Kolkata-700012 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Bikash Jaiswal instead of Vikash Jaiswal vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata on 13/05/2025. Bikash Jaiswal and Vikash Jaiswal both are the same and one identical person.

উকিল বর্মনের সাথে দেখা করতে গিয়ে চরম হেনস্থা শিকার বিজেপি বিধায়কেরা .. আর চাষ করবেন না কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ..

মৌ দত্ত, কোচবিহার, ১৫ মে : গত ১৬ এপ্রিল শীতলকুচির ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের পশ্চিমপাড়ায় এলাকা থেকে বাংলাদেশী দুষ্কৃতীরা অপহরণ করে নিয়ে যান উকিল বর্মনকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ওই ১৬ এপ্রিল বিএসএফের গুলিতে প্রাণ হারায় এক পাচারকারী আর এরপরই জিরো ল্যান্ডে কাজ করে ফেরার সময় অপহৃত হন উকিল বর্মন। এরপর বারংবার বাংলাদেশের বিজিবির সাথে কথা বলে ভারতের বিএসএফ তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সূত্রের খবর অনুযায়ী বিজিবি উকিল বর্মনের উপস্থিতি অস্বীকার করেন যদিও যে ছবি ভাইরাল হয় তাতে দেখতে পাওয়া যায় উকিল বর্মনকে উদ্ধার করে বিজিবি নিয়ে যাচ্ছে। পরবর্তী তাকে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। এমতাবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে রাজ্য কেন্দ্রের প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক সৌরগোল পড়ে। বারংবার বাংলাদেশের সাথে কথা বলার পরেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। উকিল বড় বোনের পরিবার দুশ্চিন্তায় দিনযাপন করতে থাকে। অবশেষে ২৯ দিন পর গতকাল রাতে শীতলকুচির অমৃত বিএসএফ ক্যাম্পে ফিরে আসেন উকিল বর্মন। স্বভাবতই আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে তার পরিবার। এরপর কোচবিহার সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে বিএসএফের আধিকারিকরা গিয়ে পৌঁছান শীতলকুচিতে এবং গতকাল রাতেই বিএসএফের আধিকারিকরা উকিল বর্মনকে বাড়িতে পৌঁছে দেন। ইতিমধ্যে উকিল বর্মনের ঘরে ফেরা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। গতকাল রাতেই তার সাথে দেখা করতে যান কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। বৃহস্পতিবার সকালে তার বাড়িতে উপস্থিত হন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়। তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের পরেই অবশেষে ফিরে আসেন উকিল বর্মন। বৃহস্পতিবার বেলা বাড়তেই বিজেপির ৭ বিধায়ক যার মধ্যে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ এবং ফালাকাটার বিধায়ক এবং কোচবিহারের চার বিধায়ক ছিলেন। তবে বিজেপি বিধায়করা উকিল বর্মনের বাড়িতে ঢুকতে যাওয়ার মুহূর্তে বাধা প্রাপ্ত হন। তাদেরকে দেখে গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকে সাধারণ মানুষ এবং তৃণমূল যুব কর্মী সমর্থকরা এমনটাই অভিযোগ। পরবর্তীতে তারা কথা বলে বেরিয়ে। আসার সময়ও রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয় বিজেপি বিধায়কদের দেহরক্ষীদের সাথে। ওই এলাকার সাধারণ মানুষের বক্তব্য এতদিন পর্যন্ত বিধায়কদের দেখতে পাওয়া যায়নি এখন রাজনৈতিক ফায়দা নিতেই তারা এসেছেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয় শীতলকুচি থানার পুলিশ পরবর্তীতে তারা বিক্ষোভকারীকে সরিয়ে দিলে বিরোধী বিধায়করা ওই এলাকা থেকে বেরিয়ে আসেন। বাড়ি ফিরে তার ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা জানালেন উকিল বর্মন - রীতিমতো কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেন - আমি জমিতে কাজ করছিলাম আমি তো জানিনা বিএসএফ কাকে গুলি করেছে এমতাবস্থায় ৬ জন আমাকে বাংলাদেশে নিয়ে গেল তারা সকলেই বাংলাদেশি আমি যখন মাটিতে শুয়ে পড়তে লাগলাম তখন আমার হাত পা ধরে টানতে টানতে আমায় নিয়ে গেল। এরপর আমি জানিনা কতদূর নিয়ে গেল তারপর আমাকে বিজিবি উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দিল রাত তিনটা থেকে পরের দিন ১১ টা অব্দি থানাতেই ছিলাম। তারপরের দিন আমাকে লালমনিরহাটে কোর্টে তোলা হলো। প্র.এক মাস জেলে ছিলাম। গতকাল সন্ধ্যায় ফিরে আসি। যখন তিনি এই কথাগুলো বলছেন ঠিক সেই সময় চোখের জল টপটপ করে পড়তে তিনি পরিষ্কার জানালেন ভারতীয় সীমান্তের কাঁটাতারের পরে জিরো ল্যান্ডে তার যে চার বিঘা জমি আছে সেখানে আর চাষ করতে যাবেন না। কৃষিকাজ করি তার দিন চলে এবং পরিবার চালান এমতাবস্থায় ভারত সরকারের কাছে তার দাবি জানি তাকে চাষ করার জন্য কিছু জমি দেওয়া হয়। তবে কোন অবস্থাতেই আর ভারতীয় সীমান্তের বাইরে জিরো ল্যান্ডে যে তার জমি রয়েছে সেখানে চাষ করতে যাবেন না। মানসিক ভয় এবং দুশ্চিন্তায় কানতে কানতে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানালেন তিনি। যদিও উকিল বর্মন বাড়ি ফিরে আসায় উৎসবে মেতেছে পরিবারের লোকেরা। বৃহস্পতিবার সকালে তাকে পুষ্পস্তবক মিষ্টিমুখ এবং বাবা মদনমোহন দেবের ছবি দিয়ে পাশে থাকার বার্তা দেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। অপরদিকে বিজেপি বিধায়করা তার বাড়িতে দেখা করতে গেলে যে বিশৃঙ্খলা এবং গো ব্যাক স্লোগান শুনতে হয় সেই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন - আমরা কোন রাজনীতি করতে। দেশের এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দেশের সরকার উকিল বর্মনকে ফিরিয়ে এনেছেন এটা তাদের কৃতিত্ব এবং যে সরকারি থাকবে না কেন তারই এটা নৈতিক দায়িত্ব। তাদের রাস্তা আটকানো গো ব্যাক স্লোগান এবং বিক্ষোভ দেখানো নিয়ে শংকর বাবু বলেন - আমরা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে উকিল বর্মনের বাড়িতে দেখা করতে এসেছি। আমরা অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছিলাম পুলিশ প্রশাসন বা আইনি যে সমস্ত বিষয় রয়েছে তার জন্য কিন্তু যত সময় যেতে থাকে আমরা সন্দেহ করছিলাম আমাদের উকিল বর্মনের সাথে দেখা করতে দেওয়া হবে না। তিনি অভিযোগ করে বলেন স্থানীয় স্তরে বা জেলার তৃণমূল নেতৃত্বদের নির্দেশেই আমাদের পথ অবরোধ করা হয়. আমাদেরকে হেনস্তা করা হয়. এমনকি আমরা যাতে উকিল বর্মনের সাথে দেখা করতে না পারি সেই জন্য বিক্ষোভ দেখানো হয়। তিনি আরো বলেন এই ঘটনার সাথে সাধারণ মানুষকে জড়িয়ে. নোংরা রাজনীতির চেষ্টা করছে তৃণমূল। রীতিমত হুমকি দিয়ে. পুলিশকে বলেন আমরা এই মুহূর্তে উকিল বর্মনের বাড়িতে এসেছি আমাদের সাথে দেখা করতে বা পরবর্তীতে যদি আমাদের হেনস্থা হতে হয় তাহলে তার উত্তর পুলিশ কেও দিতে হবে। উল্লেখ্য উকিল বর্মন অপহৃত হওয়ার পর শীতলকুচির বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন সেই পরিবারের সাথে কথা বলেন বিএসএফ আধিকারিকদের সাথেও কথা বলেন। এমনকি কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়াও গিয়েছিলেন সেই বাড়িতে এবং বিএসএফ আধিকারিকদের সাথে কথা বলতে। যদিও এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন - আমি সংকর বাবুকে উদ্দেশ্য করেই বলছি যখন উকিল বর্মন অপহৃত হলেন তখন বিজেপি ছয় বিধায়ক কোথায় ছিল। তারা শীতলকুচির মানুষের সামনে এসে সেই সময় বলতেন যে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলছি কেন্দ্র প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে কথা বলছি তা তারা করেননি। গিরিন বাবু ব্যঙ্গ করে বলেন - কারোর যখন খারাপ সময় যায় তখন তার বাড়িতে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রন লাগে না কিন্তু যদি কারোর ছেলের বা মেয়ের বিয়ে হয় তখন নিমন্ত্রন না হলে যাওয়া যায় না। আসলে বিজেপি বিধায়কেরা নিমন্ত্রন খেতে বৃহস্পতিবার এসেছিলেন মিডিয়ায় যার যা থাকে সে কারণেই তাদের আগমন আর সে কারণেই সাধারণ মানুষ তাদের বিক্ষোভ দেখিয়েছে। বুধবার যখন উকিল বর্মন ভারতবর্ষে ফিরে আসে তখন সভাপতি আনন্দে ভাস ছিল এলাকা থেকে রাজ্য এবং দেশ আর ঠিক সে জায়গায় দাঁড়িয়ে. শাসক ও শাসক বিরোধী দলের যে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার চেষ্টা তার নোংরা ছবি আরো একবার সামনে এলো এই ঘটনার মধ্য দিয়ে।

Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 7-PS/Ch-I/2025-26 Date: 13.05.2025, E-Tender ID: 2025_ZPHD_845302_2, NIT No: 09/Ch-1 PS/2025-26 Date: 13.05.2025 E-Tender ID: 2025_ZPHD_845272_1**. For details Pl. contact Office of the Executive Officer, Chanditala-I Panchayat Samity, Mashat, Hooghly.
Visit: https://wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity

OFFICE OF THE
GOPINATHPUR-1 GRAM GRAM PANCHAYAT
KOTALPUR, KUMRUL, HOOGHLY
(DHANIAKHALI PANCHAYAT SAMITY)
NOTICE INVITING TENDER NO. WB/HG/DNK/GOPI-1/NIT-01/25-26, Dated:-13/05/2025

Notice inviting competitive E-tender are hereby invited from resourceful, experienced, bonafied, reputed Contractors/suppliers for 2(Two) different works. Bid proposal submission end date & time (Online) **20/05/2025 at 2:00 PM.** Bid opening Date & time for Technical Proposal (Online) **22/05/2025 at 2:00 PM.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Gopinathpur-1 Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE

Chairperson, Board of Councilors, Dankuni Municipality, invites Tender for Rejuvenation of Pond with U.C Bullah Pilling in front H/O Sk Priyanka in Ward No-02 and Construction of Cement Concrete Road & Surface Drain & Sidewall in Ward No-11 & 04 under Dankuni Municipality for **E-N.I.T No- WBMAD/DKM/CP/e-NIT-22,23,& 24/2025-26.** Bid submission closing date (online)- **26/05/2025. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in.** the official website of e-tender.
Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

CORRIGENDUM

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No. WBMAD/DKM/CP/e-NIT-15,17,18,19/2025-26 & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-166,170/2024-25 (2 nd Call)** Bid submission closing date (Online) - **23/05/2025** instated of **14/05/2025** and Bid Submission opening date (Online) **27/05/2025 instated of 16/05/2025. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.
Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

Khandari Gram Panchayet.
Jambedia , Barjora, Bankura
Notice Inviting e-Tender No –02/KGP/2022-26

Pradhan Khandari GP has invited percentage rate e-Tender for total 10 (seventeen) nos work. Last date of documents downloads and bid submission is **14th April, 2025 at 18:55 hrs** & for. For details, please visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Khandari Gram Panchayat

Office of the ONDA 1 GRAM PANCHAYAT, ONDA, BANKURA
Tender is invited by the undersigned for the following works under NIeTs & NITs given below.

NIeT/NIT No.	Nature of Work	Date of publish	No. of works	Last Date of Submission of BID/Dropping of Tender	Opening of Technical Bid/Sealed Tender
NIT-01/CFC-BG/ 2025-26	UpgrDtion of GP Office Building, Maintenance of Community Toilet and Construction of Tubewell Platform	05-13-2025	3	20-05-2025 up to 05:00 P.M.	21-05-2025
NIeT-02/CFC-BG/ 2025-26	Concrete Drain	05-15-2025	1	24-05-2025 upto 05:00 P.M.	26-05-2025

For details please visit website **wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/- **Pradhan, Onda 1 G.P**

OFFICE OF THE PRODHAN
MASHAT GRAM PANCHAYAT
(UNDER CHANDITALA-1 BLOCK & PANCHAYAT SAMITI)
Vill+PO:-Mashat, Dist: Hooghly, Pin-712701
E-mail ID: mashatgp@gmail.com
Memo No:- (1) 302/MGP/2025, (2) 303/MGP/2025 Dated:-15.05.2025
E-QUOTATIONS/E-TENDERS NOTICE

Notice is hereby invited by the Prodhan, Mashat Gram Panchayat for 5 (Five)different works. Document download & sale starting(Online) **15.05.2025 at 18.00 Hrs.** Last date of submission of Bid proposal(online) **21.05.2025 at 11.00 PM Hrs.** Bid opening date(Technical): **23.05.2025 at 11.00 AM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in or office of the undersigned.**
Sd/- Prodhan
Mashat Gram Panchayat

e-Tender Notice

Pradhan, Moshiara Gram Panchayat invites a Tender for 4 (Four) nos. Schemes of 15" CFC Fund (i.e. NieT **01 of 2025-26** Memo No.-**120/MoshGP/2025** Date:- **14/05/2025**, Start Date of bid submission-**15/05/2025 from 10:00 AM,** Last Date of bid submission-**22/05/2025 upto 05:15 P.M.** details available at the office of the Pradhan, Moshiara Gram Panchayat, **bankura.gov.in & wbtenders. gov in website.**
Sd/-
Pradhan
Moshiara Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

অর্জুনপুকুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম-অর্জুনপুকুর, পোস্ট-নাদনঘাট জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৫১৫
নিবন্ধন সংখ্যা-১৩১ তারিখ ২৩.০৬.১৯২২
'খসড়া নির্বাচক তালিকা' (Draft Voter List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের সহ-নিবন্ধক, বর্ধমান-II রেঞ্জ তথা বর্ধমান-। রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ১৪৭৪ তারিখ ০৪.১২.২০২৪ যারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে আমি শ্রী কৃশানু সিংহ রায়, সমবায় পরিদর্শক তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার অর্জুনপুকুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাকে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন বিশেষ সাধারন সভার জন্য পরিচালক মন্ডলীর (Board of Director) সদস্য নির্বাচন উপলক্ষ্যে অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে গ্রাম ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voter List) সংযোজিত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। ঐ নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে বা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত (Authorised) ব্যক্তি তা লিখিত ভাবে ইংরাজির **১৬.০৫.২০২৫** তারিখ হতে **২৭.০৫.২০২৫** তারিখের মধ্যে সমিতির অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ১১.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ০২.০০ ঘটিকার মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরাজির **২৮.০৫.২০২৫** তারিখে **সকাল ১১.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ০২.০০ ঘটিকার** মধ্যে সহকারী রিটার্নিং অফিসার, অর্জুনপুকুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড দ্বারা সমিতির অফিস গৃহে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঐদিন অভিযোগকারিকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচন তালিকা (Final Voter List) আগামী ইংরাজি **২৮.০৫.২০২৫ তারিখে বিকাল ৩.০০টার** পর সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখঃ ১৬.০৫.২০২৫
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখঃ ২৮.০৫.২০২৫
স্থানঃ সমিতির কার্যালয়
স্বা/- কৃশানু সিংহ রায়
সহকারী রিটার্নিং অফিসার,
অর্জুনপুকুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

MUTHOOT FINCORP LTD. | **সোণা নিলাম সূচনা**

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে 30.06.2024 & MSGL ,SPL 16 ,One Plus, Guide prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure gold loans up to 30.09.2024 and MSGB ,SME Suvarna & EMI due upto 31.03.2025. Also those gold loans where interest is due and not paid up to 31.03.2025 are also included in this auction পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোণা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্বেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 03.06.2025 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।
ALIPURDUAR DISTRICT - ALIPURDUAR: 429700425, 429700432, 429700436, 429700440, 429700461, 429700484, 429700485, 429700491, 429700494, 429700499, 429700500, 429700514, 429700517, 429700518, 429700522, 429700526, 429700529, 429700532, 429700539, 429700540, 429700545, 429700547, 429700549, 429700553, 429700571, 429700572, 429700577, 429700579, 429700582, 429700586, 429700591, 429700597, 429700606, 429700625, 429700629, 429700634, 429700639, 429700652, 429700663, 429700677, 429700681, 429700687, 429700690, 429700692, 429700701, 429700707, 429700735, 429700736, 429700737, 429700740, 429700751, 429700753, 429700755, 429700761, 429700783, 429700784, 429700792, 429700799, 429700800, 429700813, 429700814, 429700815, 429700824, 429700829, 429700833, 429700839, 429700840, 429700843, 429700848, 429700851, 429700857, 429700868, 429700869, 429700876, 429700884, 429700885, 429700889, 429700898. **COOCH BEHAR DISTRICT - COOCH BEHAR:** 418701495, 418701504, 418701511, 418701530, 418701540, 418701553, 418701558, 418701566, 418701573, 418701576, 418701581, 418701582, 418701594, 418701596, 418701602, 418701608, 418701613, 418701622, 418701624, 418701626, 418701634, 418701653, 418701659, 418701660, 418701662, 418701666, 418701681, 418701683, 418701696, 418701701, 418701705, 418701706, 418701708, 418701718, 418701721, 418701735, 418701743, 418701757, 418701764, 418701766, 418701771, 418701773, 418701774, 418701777, 418701784, 418701785, 418701790, 418701791, 418701794, 418701796, 418701799, 418701800, 418701809, 418701812, 418701814, 418701825, 418701833, 418701838, 418701840, 418701848, 418701854, 418701856, 418701865, 418701869, 418701870, 418701872, 418701873, 418701877, 418701878, 418701879, 418701885, 418701886, 418701887, 418701888, 418701889, 418701895, 418701897, 418701900, 418701905, 418701907, 418701910, 418701917, 418701920, 418701921, 418701922, 418701923, 418701924, 418701932, 418701933, 418701936, 418701938, 418701942, 418701950, 418701952, 418701955, 418701957, 418701961, 418701965, 418701966, 418701967, 418701970, 418701971, 418701973, 418701974, 418701979, 418701983, 418701987, 418701990, 418701991, 418701992, 418702000, 418702001, 418702014, 418702018, 418702026, 418702030, 418702032, 418702046, 418702052, 418702055, 418702058, 418702078, 418702081, 418702083, 418702089, 418702093, 418702097, 418702098, 418702109, 418702110, 418702111, 418702112, 418702118, 418702120, 418702121, 418702123, 418702124, 418702136, 418702147, 418702148, 418702149, 418702151, 418702153, 418702154, 418702156, 418702174, 418702175, 418702180, 418702186, 418702191, 418702192, 418702198, 418702226, 418702228, 418702230, 418702243, 418702266, 418702268, 418702275, 418702276, 418702293, 418702295, 418702301, 418702309, 418702312, 418702319, 418702323, 418702339, 418702346, 418702347, 418702349, 418702350, 418702351, 418702369, 418702373, 418702395, 418702398, 418702402, 418702408, 418702413, 418702424, 418702436, 418702437, 418702440, 418702451, 418702453, 418702459, 418702465, 418702469, 418702475, 418702479, 418702480, 418702481, 418702485, 418702486, 418702487, 418702488, 418702491, 418702495, 418702498, 418702504, 418702508, 418702509, 418702511, 418702514, 418702516, 418702518, 418702529, 418702539, 418702546, 418702552, 418702558, 418702564, 418702567, 418702568, 418702572, 418702573, 418702579, 418702580, 418702582, 418702584, 418702592, 418702594, 418702597, 418702602, 418702604, 418702606, 418702620, 418702622, 418702627, 418702628, 418702636, 418702642, 418702644, 418702648, 418702655, 418702659, 418702660, 418702664, 418702674, 418702681, 418702682, 418702685, 418702689, 418702690, 418702691, 418702692, 418702695, 418702696, 418702698, 418702699, 418702704, 418702716, 418702719, 418702722, 418702725, 418702726, 418702730, 418702736, 418702740, 418702742, 418702750, 418702754, 418702756, 418702760, 418702768, 418702772, 418702782, 418702786, 418702789, 418702802, 418702805, 418702808, 418702811, 418702828, 418702834, 418702837, 418702838, 418702839, 418702840, 418702843, 418702846, 418702849, 418702854, 418702855, 418702863, 418702864, 418702865, 418702866, 418702876, 418702881, 418702884, 418702886, 418702891, 418702896, 418702898, 418702903, 418702905, 418702909, 418702912, 418702915, 418702916, 418702929, 418702930, 418702932, 418702940, 418702941, 418702942, 418702946, 418702948, 418702955, 418702957, 418702975, 418702977, 418702983, 418702984, 418702988, 418702990, 418702999, 418703003, 418703010, 418703019, 418703020, 418703022, 418703025, 418703028, 418703035, 418703037, 418703046, 418703047, 418703051, 418703088, 418703122, 418703187. **DINHATA:** 429600978, 429601146, 429601155, 429601157, 429601163, 429601173, 429601194, 429601197, 429601203, 429601206, 429601207, 429601216, 429601223, 429601232, 429601241, 429601242, 429601249, 429601250, 429601261, 429601270, 429601274, 429601283, 429601284, 429601286, 429601302, 429601303, 429601313, 429601331, 429601343, 429601346, 429601350, 429601352, 429601353, 429601357, 429601374, 429601375, 429601383, 429601384, 429601386, 429601395, 429601397, 429601410, 429601414, 429601416, 429601419, 429601421, 429601424, 429601425, 429601428, 429601430, 429601431, 429601432, 429601434, 429601443, 429601448, 429601461, 429601469, 429601473, 429601492, 429601493, 429601494, 429601504, 429601505, 429601511, 429601512, 429601513, 429601514, 429601517, 429601519, 429601523, 429601524, 429601527, 429601534, 429601537, 429601542, 429601545, 429601548, 429601550, 429601554, 429601566, 429601577, 429601580, 429601588, 429601593, 429601601, 429601603, 429601605, 429601607, 429601609, 429601612, 429601619, 429601623, 429601624, 429601627, 429601635, 429601642, 429601647, 429601648, 429601653, 429601656, 429601662, 429601665, 429601668, 429601675, 429601676, 429601682, 429601690, 429601699, 429601700, 429601701, 429601703, 429601726, 429601739, 429601740, 429601757, 429601777, 429601778, 429601786, 429601791, 429601792, 429601793, 429601794, 429601795, 429601811, 429601819, 429601834, 429601837, 429601849, 429601850, 429601851, 429601856, 429601861, 429601868, 429601871, 429601884, 429601888, 429601894, 429601907, 429601910, 429601918, 429601948, 429601959, 429601961, 429601962, 429601963, 429601964, 429601974, 429601977, 429601991, 429601997, 429602002, 429602020, 429602023, 429602034, 429602038, 429602063, 429602067, 429602072, 429602088, 429602112, 429602129, 429602135, 429602139, 429602145, 429602152, 429602159, 429602171, 429602174, 429602193, 429602196, 429602207, 429602221, 429602231, 429602232, 429602236, 429602244, 429602252, 429602254, 429602265, 429602273, 429602287, 429602298, 429602300, 429602304, 429602307, 429602309, 429602313, 429602318, 429602328, 429602336, 429602355, 429602359, 429602362, 429602376, 429602379, 429602380, 429602381, 429602395, 429602416, 429602420, 429602421, 429602423, 429602428. **DARJEELING DISTRICT - SILIGURI-SEVOKE ROAD:** 417100531, 417100539, 417100574, 417100580, 417100586, 417100590, 417100605, 417100607, 417100613, 417100626, 417100635, 417100636, 417100645, 417100646, 417100650, 417100651, 417100655, 417100686, 417100713, 417100715, 417100716, 417100760, 417100781, 417100785, 417100793, 417100802, 417100806, 417100823, 417100829, 417100834, 417100838, 417100860, 417100868, 417100874, 417100887, 417100903, 417100921, 417100924, 417100940, 417100964, 417100966, 417100974, 417100977, 417100978, 417100991, 417100995, 417101011, 417101091, 417101112. **JALPAIGURI DISTRICT - JALPAIGURI:** 410701298, 410701318, 410701327, 410701345, 410701347, 410701366, 410701380, 410701382, 410701384, 410701392, 410701405, 410701416, 410701422, 410701425, 410701437, 410701446, 410701459, 410701461, 410701467, 410701468, 410701490, 410701491, 410701494, 410701498, 410701501, 410701516, 410701517, 410701518, 410701522, 410701526, 410701542, 410701544, 410701551, 410701552, 410701553, 410701554, 410701556, 410701561, 410701570, 410701571, 410701572, 410701577, 410701582, 410701586, 410701587, 410701592, 410701594, 410701596, 410701601, 410701604, 410701614, 410701619, 410701624, 410701626, 410701631, 410701632, 410701642, 410701646, 410701647, 410701648, 410701663, 410701664, 410701665, 410701667, 410701670, 410701671, 410701672, 410701673, 410701676, 410701677, 410701682, 410701683, 410701684, 410701685, 410701686, 410701687, 410701688, 410701692, 410701694, 410701695, 410701697, 410701698, 410701705, 410701711, 410701719, 410701728, 410701729, 410701738, 410701739, 410701746, 410701749, 410701751, 410701754, 410701755, 410701756, 410701760, 410701764, 410701773, 410701775, 410701776, 410701779, 410701789, 410701790, 410701793, 410701801, 410701813, 410701817, 410701824, 410701840, 410701843, 410701845, 410701847, 410701857, 410701860, 410701865, 410701866, 410701869, 410701872, 410701873, 410701886, 410701887, 410701890, 410701895, 410701903, 410701906, 410701907, 410701909, 410701913, 410701915, 410701920, 410701921, 410701926, 410701934, 410701936, 410701941, 410701943, 410701948, 410701953, 410701954, 410701957, 410701958, 410701970, 410701989, 410701996, 410701998, 410702001, 410702015, 410702016, 410702023, 410702024, 410702027, 410702038, 410702039, 410702044, 410702045, 410702047, 410702049, 410702050, 410702053, 410702061, 410702063, 410702075, 410702081, 410702085, 410702087, 410702106, 410702115, 410702130, 410702131, 410702135, 410702145, 410702147, 410702148, 410702151, 410702154, 410702156, 410702157, 410702159, 410702168, 410702177, 410702183, 410702187, 410702190, 410702199, 410702207, 410702214, 410702215, 410702217, 410702226, 410702231, 410702233, 410702242, 410702244, 410702252, 410702255, 410702256, 410702261, 410702265, 410702267, 410702268, 410702270, 410702274, 410702276, 410702278, 410702283, 410702288, 410702295, 410702302, 410702317, 410702329, 410702331, 410702336, 410702340, 410702344, 410702345, 410702350, 410702351, 410702353, 410702359, 410702363, 410702367, 410702380, 410702388, 410702390, 410702392, 410702398, 410702401, 410702422, 410702427, 410702429, 410702432, 410702433, 410702434, 410702437, 410702438, 410702439, 410702442, 410702444, 410702448, 410702449, 410702455, 410702459, 410702467, 410702468, 410702485, 410702487, 410702493, 410702515, 410702519, 410702524, 410702531, 410702532, 410702533, 410702534, 410702552, 410702554, 410702556, 410702557, 410702563, 410702566, 410702568, 410702573, 410702580, 410702583, 410702588, 410702593, 410702594, 410702595, 410702597, 410702604, 410702605, 410702607, 410702609, 410702610, 410702612, 410702614, 410702618, 410702620, 410702630, 410702632, 410702633, 410702634, 410702635, 410702647, 410702655, 410702658, 410702664, 410702665, 410702673, 410702675, 410702676, 410702677, 410702678, 410702679, 410702680, 410702683, 410702690, 410702696, 410702697, 410702700, 410702706, 410702707, 410702709, 410702711, 410702714, 410702723, 410702728, 410702729, 410702741, 410702742, 410702751, 410702753, 410702758, 410702774, 410702781, 410702782, 410702783, 410702784, 410702785, 410702788, 410702789, 410702790, 410702797, 410702799, 410702801, 410702803, 410702804, 410702805, 410702808, 410702813, 410702815, 410702816, 410702822, 410702828, 410702829, 410702830, 410702839, 410702840, 410702841, 410702842, 410702843, 410702846, 410702848, 410702849, 410702851, 410702855, 410702856, 410702859, 410702862, 410702863, 410702865, 410702868, 410702873, 410702874, 410702877, 410702878, 410702880, 410702883, 410702886, 410702889, 410702893, 410702900, 410702907, 410702910, 410702913, 410702916, 410702918, 410702922, 410702925, 410702926, 410702930, 410702934, 410702937, 410702938, 410702943, 410702945, 410702950, 410702951, 410702954, 410702955, 410702958, 410702962, 410702971, 410702982, 410702985, 410702986, 410702994, 410703002, 410703004, 410703012, 410703228.
নিলাম যথাযথ শাখাগুলিতে সম্পন্ন করা হবে। অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হোন যে যদি কোনো কারণে একই দিনে নিলাম সম্পূর্ণ না হলে 13.06.2025 at 10.00 am at **COOCH BEHAR:** Ground Floor, Dag No. 5138, Khatian No. 3376, Nripendra Narayan Road, Opp. Udichi Market, Cooch Behar, West Bengal- 736101. **SILIGURI-SEVOKE ROAD:** 1st Floor, Holding No. 40/107, 6 Ram Krishna Samity Building, Pamitanki More, Sevoke Road, Siliguri P.O, P.S, Darjeeling, West Bengal - 734001. **JALPAIGURI:** First Floor, Merchant Tower, Plot No. Lr264, Merchant Road, P.O Jalpaiguri-735101, State West Bengal 735101. **ALIPURDUAR:** First Floor, Dag No 1570 & 1581, Sh 12, Marwari Patty, Near Alipurduar Chowpati, Pp.O&P. S-Alipurduar, West Bengal-736121. এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে। যেগুলি ব্যক্তি নিলাম ডাকবে সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র, প্যান কার্ড দেখানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি নিলামে সফল হওয়া ব্যক্তি আর টি জি এস (RTGS) এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরণ করতে হবে।
মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

TENDER NOTICE
Jagatballavpur-II Gram Panchayet

E-tenders is invited from the resourceful and experience bidders for execution of different works vide Etender-**NIT MEMO No. JBPUR-II/142/2025, Date: 13/05/2025**, Last date of Tender droping: **20.05.2025, 17.30pm**, Date of opening of Bibs: **23.05.2025, 11.30 AM**, Details Contact: **wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Jagatballavpur-II Gram Panchayet
Jagatballavpur Block, Howarh

Office of the Andharthole Gram Panchayat
Sunukpahari :: Bankura
Notice Inviting e-Tender No-(1) 01/AGP/2025-26, (2) 02/AGP/2025-26, (3) 03/AGP/2025-26, Dated- 15/05/2025

Pradhan, Andharthole Gram Panchayat, invites percentage rate e-Tender for 33(Thirty-three) nos. work. Period of Completion 30 Days. Last date of submission of bid(online) **24.03.2025 at 18:00 Hrs.** Date of Opening of Bid: **27.03.2025 at 11:00 Hrs**. For details visit website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Andharthole Gram Panchayat

জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত, হরিপাল, হুগলী

দরপত্র আহবান বিজ্ঞপ্তি নং 264/JGP/2025 তারিখ 05.05.2025
অত্র পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত SBM &15th CFC তহবিল হইতে ২০২৫-২৬ অর্থ বর্ষের জন্য কমিউনিটি শৌচালয় নির্মানের উদ্দেশ্যে Online দরপত্র আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখঃ 22.05.2025 12.00 টা পর্যন্ত।
Web Site: https://wbtenders.gov.in
প্রধান
জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত

Notice Inviting E-Tender

Tender Ref: **PANCHLA/JGP/e-NIT-01/25-26** DATE: 14-05-2025 BID SUB. CLOSING DT: **24-05-2025 AT 11:00 AM** Technical bid opening DT **26-05-2025 AT 11 AM** Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Jujarsha Gram Panchayat, Panchla Block for implementation of Two (02) No. work within Jujarsha Gram Panchayat, Howrah. Details are available in **(http://wbtenders.gov.in & http://etender.wb.nic.in)** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Jujersha Gram Panchayat

JAMTORA GRAM PANCHAYAT
SALCHURA:: MANTUMRA :: CHHATNA :: BANKURA

Please visit at **www.wbtenders.gov.in** for participating in **eTender Notice No. 3/JAM/2025- 26 dated 15/05/2025**, last date of submission **24/05/2025 upto 11.00 A.M.**
Sd/-
Pradhan
Jamtora Gram Panchayat
Chhatna: Bankura

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No. WB/HWH/UNPUR/NIET-02/EO/25-26, Dt-15/05/2025 for 01 no. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity for Tender ID-**2025_ZPHD_846806_1.**
Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**
SD/-
Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

ইসবপুর সানঘোষপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং-২৬৯৪, তারিখ-৩০.০৬.১৯৭৭
ঠিকানাঃ সান ঘোষপাড়া, পোস্টঃ মুকশিমপাড়া, জেলাঃ পূর্ব বর্ধমান ৭১৩৫১৯
নির্বাচন নির্ঘণ্ট

ক্রম নং.	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়
১.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	১৬.০৫.২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সময় ৩টার পর
২.	মনোনয়নপত্র বন্টন	২৬.০৫.২০২৫ ও ২৭.০৫.২০২৫	-ঐ-	সকাল ১১টা হইতে দুপুর ২টা
৩.	মনোনয়নপত্র পেশ	২৬.০৫.২০২৫ ও ২৭.০৫.২০২৫	-ঐ-	সকাল ১১টা হইতে দুপুর ২টা
৪.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	২৯.০৫.২০২৫	-ঐ-	সকাল ১১টা হইতে মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পরেই
৫.	বৈধ মনোনয়নের তালিকা প্রকাশ	২৯.০৫.২০২৫	-ঐ-	
৬.	মনোনয়নপত্র ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার	৩০.০৫.২০২৫	-ঐ-	সকাল ১১টা হইতে দুপুর ২টা পর্যন্ত
৭.	প্রত্যাহার শেষে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগনের তালিকা প্রকাশ	৩০.০৫.২০২৫	-ঐ-	বিকাল ৩টা
৮.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন (যদি প্রয়োজন হয়)	০২.০৬.২০২৫	-ঐ-	সকাল ১১টা হইতে
৯.	ভোট গ্রহণ (যদি প্রয়োজন হয়)	১৫.০৬.২০২৫	মহাদেবপুর হাই স্কুল প্রাঙ্গণ, মহাদেবপুর	সকাল ১১টা হইতে বিকাল ৩টা
১০.	ভোট গননা (যদি প্রয়োজন হয়)	১৫.০৬.২০২৫	-ঐ-	ভোট গ্রহণ শেষে
১১.	ফল ঘোষণা (যদি প্রয়োজন হয়)	১৫.০৬.২০২৫	-ঐ-	ভোট গননা শেষে

- মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রথম দিনের হিসাবে প্রার্থীর সমিতিতে সদস্যপদের মেয়াদ ন্যূনতম ১ বছর হইতে হইবে
- ধারা অনুযায়ী মনোনয়নপত্র ১০ নম্বর নির্দেশে দাখিল করিতে হইবে। মনোনয়নপত্রের নমুনা সমিতির অফিসে পাওয়া যাইবে। প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার জন্য যে যোগাযা থাকিতে হইবে অনুরূপভাবে অযোগ্যতার শর্তাবলি ও প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবত থাকিবে।
- ভোটার পরিচয় প্রমাণ করিবার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত যেকোনও প্রমাণপত্র ভোটদানের জন্য আনিতে হইবে। SC/ST সংরক্ষিত সিটের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত Caste Certificate আবশ্যিক। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানিবার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করিতে হইবে।

তারিখ-১৬.০৫.২০২৫
স্থান- সমিতির কার্যালয়,

স্বা/-
শ্রী বিশ্বনাথ দাস
(সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক পূর্ব বর্ধমান রেঞ্জ-২ ও সহ-নির্বাচনী আধিকারিক) ও
শ্রী কৃশানু সিংহ রায়
(সমবায় পরিদর্শক, পূর্বস্থলী-২ উন্নয়ন সমষ্টি ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার),
ইসবপুর সানঘোষপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e–TENDER

ABRIDGED NIT

The Exe. Engr. (Elec)/LTG/Z-II, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No.: LTG/Z2/INST/LIFTAMC/01/25-26

Name of the work: **Annual Comprehensive Maintenance Contract for two nos. 6 Passengers ATZ make Centre Opening Auto Door Lift at Ward No. 55 and Ward No. 62 under BR.-VI, KMC.** Estimated Amount: **₹ 2,14,524.00**. Earnest Money: **₹ 5,000.00**. Period of Completion: **365 Days**. Bid submission starting date & time: **17.05.2025 from 11 a.m.** Last date and time of submission of Bid: **03.06.2025 upto 11 a.m.** Bid opening date and time for technical proposal: **03.06.2025 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **17.05.2025 (11 a.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in.**

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III, KMC invites open e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-26/50

Name of the work: **Temporary lighting arrangement for the occasion of Muharram 2025 at Kasia Bagan Maidan surrounding area & different connecting roads in Ward No. 64, BR.-VII.** Estimated Amount: **₹ 3,26,040.00**. Earnest Money: **₹ 7,000.00**. Period of Completion: **5 Days**. Last date and time of submission of Bid: **27.05.2025 - 2 p.m.** Bid opening date and time for technical proposals: **28.05.2025, 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.05.2025 (6 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in/.**

The Executive Engineer (E)/LTG-HQ/KMC invites e-tender online quoted rate in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/09/25-26

Name of the work: **Improvement of electrical installation at different section of 1st floor of Hogg Building and adjacent building of Chaplin Bhavan under SWM Dept, KMC.** Estimated Amount: **Open Quotation.** Earnest Money: **₹ 4,500.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of Bid: **24.05.2025 - 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.05.2025 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in.**

The Ex. Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-V/G.R.U., KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/LTG/CM/04/25-26/04

Name of the work: **Engagement of Electrical Night Gang for emergency breakdown restoration/ disaster preparedness of lighting system to avoid any type of accident and public safety under Borough-XV.** Estimated Amount: **₹ 3,41,674.92.** Earnest Money: **₹ 7,000.00.** Time of Completion: **180 Days**. Last date and time of submission of Bid: **24.05.2025 - 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.05.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.** For corrigendum/addendum, etc., if any, the same. website has to be seen.

The E. E. (E), Ltg, Zone-V/Br-XIV, KMC invites tender online percentage rate in two bid systems for the following works:-

(1) NIT No.: LTG/XIV/1/25-26/121

Name of the work: **Miscellaneous repairing work for street lighting systm at Uchu Danga, Vasa Para, Sreema Pally and water logging areas in Ward No. 121.** Estimated Amount: **₹ 4,91,647.00**. Earnest Money: **₹ 9,850.00**. Period of Completion: **60 Days.**

(2) NIT No.: LTG/XIV/2/25-26/129

Name of the work: **Miscellaneous repairing work for street lighting system at Jagorani, Ramkrishna Sarani Bye Lane and water logging areas in Ward No. 129.** Estimated Amount : **₹ 4,95,037.00**. Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(3) NIT No.: LTG/XIV/3/25-26/130

Name of the work: **Miscellaneous repairing work for street lighting system at Bramha Samaj Road, Boxi Bagan and water logging areas in Ward No-130.** Estimated Amount : **₹ 4,88,256.00**. Earnest Money: **₹ 9,800.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(4) NIT No.: LTG/XIV/4-25-26/SSU

Name of the work: **Supply of electrical accessories for S. S. Unit Office Building in Ward No. 130.** Estimated Amount : **₹ 2,73,813.00**. Earnest Money: **₹ 5,500.00.** Period of Completion : **30 Days.**

(5) NIT No.: LTG/XIV/7/25-26/130

Name of the work: **Repairing and replacement of the street lighting systm at Netaji Subhas Road, Bhutnath Park, Bandhudal Club and other surrounding areas in Ward No. 130.** Estimated Amount : **₹ 4,79,191.00**. Earnest Money: **₹ 9,600.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(6) NIT No.: LTG/XIV/9/25-26/130

Name of the work: **Installation of street lighting system at Pancha Shakti, Fakir Para, Bakshi Bagan and other surrounding areas in Ward No. 130.** Estimated Amount : **₹ 4,74,262.00**. Earnest Money: **₹ 9,600.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(7) NIT No.: LTG/XIV/5/25-26/SSU

Name of the work: **Comprehensive annual maintenance contract of AC machines at different location of SSU Office Building in Ward No 130 under Br-XIV.** Estimated Amount : **Open Quotation.** Earnest Money: **2% of quoted rate.** Period of Completion: **365 Days.**

(8) NIT No.: LTG/XIV/11/25-26/130

Name of the work: **Development of street lighting system at Vivekananda Pally, Bramha Samaj Road, Dhali Para and other different areas in Ward No. 130.** Estimated Amount : **₹ 4,76,109.00**. Earnest Money: **₹ 9,600.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(9) NIT No.: LTG/XIV/14/25-26/130

Name of the work: **Renovation of street lighting system at Bostom Pukur, Podder Goli, Rifel Ground and other different areas in Ward No. 130.** Estimated Amount : **₹ 4,81,701.00**. Earnest Money: **₹ 9,800.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(10) NIT No.: LTG/XIV/15/25-26/SSU

Name of the work: **Servicing and overhauling of 100 KVA Diesel Generator set Kirloskar make at S. S. Unit Office Building at Ward No. 130 under Br-XIV.** Estimated Amount : **Open Quotation.** Earnest Money: **₹ 2% of Quoted rate.** Period of Completion: **15 Days.**

(11) NIT No.: LTG/XIV/16/25-26/SSH

Name of the work: **Servicing and overhauling of 250 KVA Diesel Generator set Kirloskar make at Sarat Sadan Auditorium Hall in Ward No. 130 under Br-XIV.** Estimated Amount : **Open Quotation.** Earnest Money: **₹ 2% of Quoted rate.** Period of Completion: **15 Days.**

(12) NIT No.: LTG/XIV/3/25-26/127

Name of the work: **Operation and maintenance of Street lighting installation in Ward No. 127.** Estimated Amount : **₹ 4,97,486.00**. Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **365 Days.**

(13) NIT No.: LTG/XIV/4/25-26/127/MP1

Name of the work: **Improvement of Street lighting system by using LED luminaries in place of existing luminaries at Kastodanga Road, Banerjee Para Road, Sonamukhi Road by lane and other areas in Ward No. 127.** Estimated Amount : **₹ 4,98,080.00**. Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid : **24.05.2025 - 1 p.m. (for Sl. No. 1 to 11)** and **24.05.2025 at 4 p.m. (for Sl. No. 12 to 13).** Bid opening date for technical proposals: **24.05.2025 at 3 p.m. (for Sl. No. 1 to 11)** and (online) **26.05.2025 at 4 p.m. (for Sl. No. 12 to 13).** The bid forms and other details are available on and from **16.05.2025 (for Sl. No. 1 to 11)** and **16.05.2025 - 4 p.m. (for Sl. No. 12 & 13).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 13).**

230/25-26

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দুই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলবে মোহনবাগান

১৫ মে ঃ বড়দের পর মোহনবাগানের যুবরাও ভারতসেরা হয়েছেন। রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভলপমেন্ট লিগের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জামশেদপুরকে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল সবুজ-মেরুন। আর এই অভূতপূর্ব সাফল্যের পর পাসাং দোরজি তামাং, আমনদীপরা সুযোগ পেয়েছেন প্রিমিয়ার লিগ নেক্সট জেনারেশন কাপে খেলার। এদিন এই লিগের গ্রুপও নির্ধারিত হয়ে গেল। প্রিমিয়ার লিগ নেক্সট জেন কাপে গ্রুপ বি-তে খেলতে দেখা যাবে মোহনবাগানকে। সবুজ-মেরুনের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে এফসি গোয়া, নটিংহ্যাম ফরেস্ট ও ইপসউইচ টাউন। অর্থাৎ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দুই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলতে হবে মোহনবাগানকে। যদিও মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচ কবে বা টুর্নামেন্ট কবে থেকে কোথায় শুরু, সেই তথ্য এখনও ঘোষণা করা হয়নি। প্রসঙ্গত, নেক্সট জেনারেশন কাপের প্রথম সংস্করণ নবি মুম্বইয়ের রিলায়েন্স কোপারেট পার্কে আয়োজিত হয়েছিল। প্রতিযোগিতায় ৬টি দল অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে তিনটি ইন্ডিয়ান সুপার লিগ অনূর্ধ্ব-১৫ দল এবং তিনটি প্রিমিয়ার লিগ অনূর্ধ্ব-১৪ দল ছিল। চ্যাম্পিয়ন হয় চেলসি। সে-বছর ভারতীয় দল হিসেবে অংশগ্রহণ করে বেঙ্গালুরু এফসি। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের যুব দলও অংশ নেয় প্রথম বছর। গত বছর লন্ডনে আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট জেতে স্টেলেনবোশ। আর এ বছর মোহনবাগান এবং গোয়া ছাড়া নেক্সট জেন কাপে ভারতীয় দল হিসেবে দেখা যাবে জামশেদপুরকেও। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালেও এই প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পেয়েছিল মোহনবাগান। সমর্থকদের আশা, এখানেও সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা নিজেদের উজাড় করে দেবেন। যদিও, এ ব্যাপারে এখন অবধি মোহনবাগান ক্লাবকে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি বলে খবর।

টেস্ট অবসরের পর প্রথমবার মাঠে 'হিট ম্যান' ধরা দিলেন চেনা ছন্দে

১৫ মে ঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পর অনেকেই ভেবেছিলেন, রোহিত শর্মা আসন্ন ইংল্যান্ড সফরে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন। যদিও ৭ মে টেস্ট ক্রিকেট থেকেই অবসর ঘোষণা করেছেন ' এই আবহে আইপিএলের দ্বিতীয় পর্বের জন্য অনুশীলনে নেমে পড়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। আর অবসরের পর প্রথমবার দলের সঙ্গে অনুশীলনে নামলেন রোহিতও। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে চেনা মেজাজেই পাওয়া গিয়েছে রোহিত শর্মাকে। ২১ মে দিল্লি ক্যাপিটালসের মুখোমুখি হতে চলেছে পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিযনরা। এদিনের অনুশীলনে রোহিতের সঙ্গে দেখা গিয়েছে তিলক বর্মা, মিচেল স্যান্টনার, করন শর্মা, নমন ধীর, রবিন মিনজ, অশ্বনী কুমারের মতো তারকাদের। ছিলেন হেডকোচ মহেলা জয়বর্ধনে, বোলিং কোচ লাসিথ মালিঙ্গাও। প্র্যাকটিসের ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কর্তৃপক্ষ। তবে, অনুশীলনে দেখা যায়নি অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া, জশপ্রীত বুমরাহ, সূর্যকুমার যাদবদের।

চলতি আইপিএলের শুরুর দিকে হোঁচট খেলেও অনবদ্য প্রত্যাবর্তন করেছে মুম্বই। পরপর পাঁচ ম্যাচ জিতে শেষ ম্যাচে হার স্বীকার করলেও পয়েন্ট টেবিলে তারা চতুর্থস্থানে। চোট সারিয়ে বুমরাহ ফিরে এসেছেন। রোহিত শর্মাও তাঁর দুর্দান্ত ফর্ম ফিরে পেয়েছেন। চার ম্যাচে তিনটি অর্ধশতক হাঁকিয়ে রিকেলটনের সঙ্গে দারুণ শুরু করেছেন তিনি। এতেই ভোল বদলে গিয়েছে গোটা দলটার। রোহিতপ্রেমীরা চাইছেন, দ্বিতীয় পর্যায়েও তাঁকে 'হিট ম্যান' অবতারে দেখতে। অষ্টাদশ আইপিএলে ১১ ম্যাচে আপাতত ৩০০ রান করেছেন তিনি। স্ট্রাইক রেট ১৫২.২৮। গড় ৩০। লাল বলের ক্রিকেটে অবসরের পর ২১ মে প্রথমবার মাঠে নামতে চলেছেন রোহিত শর্মা। তাঁকে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন ভক্তরা।

ইংল্যান্ডকে সতর্ক করলেন অ্যান্ডারসন

'ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট-রোহিতের যোগ্য উত্তরসূরী আছে'

১৫ মে ঃ ভারতের ইংল্যান্ড সফর দিয়ে শুরু হচ্ছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২৫-'২৭ পর্বের খেলা। তার আগেই বড় বদল এসেছে ভারতের দলে। দিন কয়েকের ব্যবধানে টেস্ট থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ইংল্যান্ডের মতো কঠিন সফরে ভারতের চ্যালেঞ্জ এই দুই তারকার অনুপস্থিতিতে যে বাড়ছে, তা নিয়ে কিছু বলার নেই। তবে বিরাট-রোহিতের যোগ্য উত্তরসূরি ভারতের হাতে আছে বলেই মনে করছেন প্রাক্তন ইংরেজ পেসার জেমস অ্যান্ডারসন। এমনিতে বিরাটের সঙ্গে অ্যান্ডারসনের দ্বন্দ্ব মহাকাব্যিক। প্রায় এক যুগ আগে 'ইংলিস সামারে' বিরাটকে রীতিমতো অসহায় দেখিয়েছিল অ্যান্ডারসনের সুইংয়ের সামনে। পরের দুই সফরে অবশ্য পাল্টা দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার তারকাও। শেষ ইংল্যান্ড সফরে ব্যাট হাতে দাপট দেখিয়েছেন রোহিতও। তাঁদের অনুপস্থিতিতে শুধু ব্যাটিং নয়, নতুন ক্যাপ্টেনও খুঁজতে হবে

ভারতকে। সেই কথা মাথায় রেখেই অ্যান্ডারসন এক সাক্ষাৎকারে বলছিলেন, বিরাট প্রবাদপ্রতিম। বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা টেস্ট ব্যাটার। আর রোহিত না থাকায় নতুন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড সফরে আসবে ভারত। নিশ্চিতভাবেই এই শূন্যস্থান বিশাল। তবে তা ভরাট করার প্রতিভা ওদের স্কোয়াডে আছে। আর এই প্রতিভার বাড়বাড়ন্তের জন্য আইপিএল-কে কৃতিত্ব দিয়েছেন অ্যান্ডারসন।

ইংরেজ পেসারের কথায়, ভারত এখন আইপিএল থেকে সরাসরি টেস্ট টিমে প্লেয়ার নিয়ে আসছে, যারা আক্রমণাত্মক, আগ্রাসী এবং ভয়ডরহীন। বিরাট-রোহিত না থাকায় ঘরের মাঠে পাঁচ টেস্টের সিরিজে ইংল্যান্ড সুবিধা পাবে বলে মনে করেন মইন আলির মতো প্রাক্তন। তবে ভারতকে হালকা ভাবে নেওয়ার পক্ষে নন অ্যান্ডারসন। বলেন, এরপর অ্যাশেজ খেলতে যাব আমরা। নিজের কেরিয়ারে দেখেছি, ১৮ মাস আগে থেকেই অনেকে অ্যাশেজের প্রস্তুতি শুরু করে দিত। কিন্তু ভুলে যেত, তার আগেও সিরিজ আছে! ঘরের মাঠে হলেও ভারতকে সামলানো সহজ হবে না। ওরা এখনও শক্তিশালী দল।

হংকং ম্যাচের পর জাতীয় দল থেকে পদত্যাগ করতে পারেন মানোলো

১৫ মে ঃ মারাত্মক কিছু পরিস্থিতি না বদলালে ১০ জুন এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের হংকংয়ের ম্যাচের পরই পদত্যাগ করবেন জাতীয় ফুটবল কোচ মানোলো মার্কুয়েজ। তিনি থেকে যাবেন এফসি গোয়ার কোচ হিসেবেই। ফেডারেশনের সাম্প্রতিক অবস্থা দেখে ঘনিষ্ঠ মহলে এরকমই ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন মানোলো। চুক্তি শেষের আগেই ইগর স্টিমাচকে বাতিল করার জন্য ক্রোয়েশিয়ার কোচকে মোটা অর্থ ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে। ফলে আর্থিক সমস্যার জন্যই টানা চুক্তিতে কোনও জাতীয় কোচ নেওয়া সম্ভব ছিল না। অনেকটা বাধ্য হয়েই প্রথম বছরের জন্য ম্যাচ ভিত্তিক আর্থিক চুক্তিতে মানোলোকে জাতীয় কোচ হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তবে চুক্তিমতো মে থেকে জাতীয় কোচ হিসেবে মানোলোর সঙ্গে টানা চুক্তি করেছে ফেডারেশন। চাকরি ছেড়ে দেবেন এফসি গোয়ার। সেভাবেই চুক্তি হয়েছে মানোলোর সঙ্গে। কিন্তু ফেডারেশনের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন, জাতীয় দলের থেকে এফসি গোয়ায় কোচিং করানোটাই ভালো অপশন। এরমধ্যে সুপার কাপে এফসি গোয়াকে চ্যাম্পিয়ন করিয়েছেন তিনি। ফলে এএফসি খেলার সুযোগ পেয়েছে গোয়া। এই অবস্থায় ঘনিষ্ঠ মহলে মানোলো জানিয়েছেন, সামনে যেহেতু হংকংয়ের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ রয়েছে, তাই ওই ম্যাচের পর সরে দাাঁবেন জাতীয় কোচের পদ থেকে। ফের কোচ হিসেবে নিযুক্ত হবেন এফসি গোয়ায়।

শনিবার শুরু হতে চলেছে আইপিএলের দ্বিতীয় পর্ব দুর্বল হচ্ছে একাধিক দল

১৫ মে ঃ ভারত ও পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতির পর ১৭ মে, শনিবার শুরু হতে চলেছে আইপিএলের দ্বিতীয় পর্ব। যদিও কিছু বিদেশি তারকা তাঁদের আন্তর্জাতিক ব্যস্ততার কারণে আইপিএলের বাকি অংশ খেলার ব্যাপারে সংশয়ে। যার জেরে সমস্যায় প।তে পারে আইপিএলের হেভিওয়েট দলগুলি। আর সেই তালিকায় রয়েছে গুজরাট টাইটান্স, আরসিবি, দিল্লি ক্যাপিটালস পাঞ্জাব কিংসের মতো দলগুলি। ২৯ মে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে ইংল্যান্ড সফরে আসার কথা ওয়েস্ট ইন্ডিজের। এরপর দুই দল টি-টোয়েন্টি সিরিজও খেলবে। অন্যদিকে, ১১ জুন থেকে রয়েছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফিকা। সেই কারণে আইপিএলের দ্বিতীয় দফায় অনেক বিদেশি ক্রিকেটারই ভারতে আসতে পারবেন না। গুজরাট টাইটান্স ১৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পয়েন্টও ১৬। তবে, রানরেটের

কারণে তারা দ্বিতীয়স্থানে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে পাঞ্জাব কিংস, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। এই পরিস্থিতিতে আরসিবি চার বিদেশি ক্রিকেটারকে পাবে কিনা, সে-ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত নয়। পাঞ্জাব এবং দিল্লিও সমস্যায় পড়তে পারে। অন্যদিকে, লখনউ সুপার জায়ান্টসের প্লে অফের স্বপ্ন কার্যত শেষ হয়ে গেলেও তারাও কিন্তু এই ইস্যুতে ধাক্কা খেতে পারে। সমস্যায় পড়তে পারে গুজরাটও। তাদের তিন বিদেশি ক্রিকেটার অনিশ্চিত। মুম্বইও হয়তো তিন ক্রিকেটারকে পাবে না। আরসিবি জ্যাকব বেথেল, রোমারিও শেফার্ড, জশ হ্যাজেলউড, লুঙ্গি এনগিডির মতো তারকাকে হয়তো পাবে না। গুজরাট মিস করবে তিন তারকাকে। তাঁরা যথাক্রমে জস বাটলার, শেরফেন রাদারফোর্ড এবং কাগিসো রাবাডা। মুম্বইয়ে নেই করবিন বোশ, রায়ান রিকেলটন, উইল জ্যাকস। পাঞ্জাব কিংস পাবে না মার্কো জ্যানসেন, জশ ইংলিশের সার্ভিস। দিল্লিতে দেখা যাবে না ট্রিস্টান স্টাবস এবং মিচেল স্টার্ককে। এলএসজি পাবে না আইডেন মার্করাম ও শামার জোসেফকে। রাজস্থান এবং সিএসকে'র হয়ে দেখা যাবে না জোফরা আর্চার এবং জেমি ওভারটনকে। সুতরাং, প্লে অফে যাওয়ার আগে বিদেশি ক্রিকেটারদের অভাব ফ্রাঞ্চাইজি দলগুলিকে কি ' করে দেবে? উঠছে প্রশ্ন।

কোপা ইতালিয়া ঃ মিলানকে হারিয়ে শিরোপা জিতল বোলোগনা

রোম, ১৫ মে (হি.স.) রোমের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে বুধবার রাতে কোপা ইতালিয়ার ফাইনালে এসি মিলানকে ১-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতল বোলোগনা। আর এই জয়ে নতুন ইতিহাস রচনা করেছে তারা। পাঁচ দশক ধরে শিরোপার দেখা পায়নি সাতবারের সিরি আ চ্যাম্পিয়নরা। শেষবার ১৯৭৩-৭৪ মরসুমে ইতালিয়ান কাপের শিরোপার দেখা পেয়েছিল বোলোগনা। প্রথমার্ধে বেশিরভাগ সময় বল নিজেদের দখলে রেখে আক্রমণে এগিয়ে ছিল বোলোগনা। বিরতির পর ডেডলক ভাঙে বোলোগনা। ৫৩ মিনিটে পাসিং ফুটবলে আক্রমণ করে গোলের দেখা পান এনদোয়ে। গোল খাওয়ার পরও এসি মিলান বোলোগনাকে তেমন চাপে ফেলতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত এই এক গোলের ব্যবধানে জিতেই ৫১ বছর পর কোপা ইতালিয়ার শিরোপা জিতল বোলোগনা।

স্প্যানিশ ফুটবল ঃ শেষ মিনিটের গোলে অবিশ্বাস্য জয় পেল রিয়াল মাদ্রিদ

সান্তিয়াগো, ১৫ মে ঃ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে বুধবার রাতে লিগ ম্যাচটিতে ২-১ গোলে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ বার্সিলোনার বিরুদ্ধে। শেষ মিনিটের গোলে অবিশ্বাস্য জয় পেয়ে রিয়াল মাদ্রিদের শিরোপা জয়ের ক্ষীণ আশা বেঁচে রইল। আর এদিন জিততে পারলে লিগ শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যেত বার্সিলোনার। কিন্তু হান্সি ফ্লিকের দলের অপেক্ষা একটু বাড়ল। বৃহস্পতিবার এস্পানিওলের বিপক্ষে জিতলেই শিরোপা পুনরুদ্ধার করবে কাতালান দলটি। ম্যাচের একাদশ মিনিটে মার্তিন ভালিয়েন্ত মায়োর্কাকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধের ৬৮ মিনিটে চমকার গোলে সমতা ফেরান এমবাপে। এই গোলে এবারের লা লিগার সর্বোচ্চ গোলদাতা এমবাপের গোল হলো ২৮টি, সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪০টি। এরপর পাঁচ মিনিট যোগ করা সময়ে বক্সের বাইরে থেকে দারুণ ভলিতে বল জালে পাঠান রামন। উল্লাসে ফেটে পড়ে গোটা বের্নাবেউ। ৩৬ ম্যাচে ২৪ জয় ও ৬ ড্রয়ে ৭৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে রিয়াল। ৩৫ ম্যাচে ৮২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থানে আছে বার্সিলোনা। আর ৩৬ ম্যাচে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে আছে মায়োর্কা।

চেলসির মহিলা ফুটবল দলের অংশীদারিত্ব কিনলেন অ্যালেক্সিস ওহানিয়ান

লন্ডন, ১৫ মে ঃ রেডিটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা অ্যালেক্সিস ওহানিযান চেলসির মহিলা ফুটবল দলের একটি অংশীদারিত্ব কিনেছেন, বুধবার তিনি ঘোষণা করেছেন। ওহানিয়ান, যার স্ত্রী টেনিস কিংবদন্তি সেরেনা উইলিয়ামস, সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেছেন যে তিনি একজন বিনিয়োগকারী এবং বোর্ড সদস্য হিসেবে উইমেন্স সুপার লিগ চ্যাম্পিয়নদের সাথে যোগ দিচ্ছেন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে যে তিনি প্রায় ২০ মিলিয়ন পাউন্ড (২৬.৫ মিলিয়ন ডলার) দিয়ে ১০ শেয়ার কিনেছেন। ওহানিয়ানের ঘোষণার বিষয়ে. ক্লাবটি কোনও মন্তব্য করেনি।

ছয় গোলের ম্যাচে মেসি গোলশূন্য

সান জোস, ১৫মে ঃ ম্যাচজুড়েই ছিল গোলের উৎসব। দুটো দলই তিনটি তিনটি করে গোল করেছে। অর্থাৎ মঙ্গলবার সান হোসের বিপক্ষে মেজর সকার লিগের ম্যাচটি ৩-৩ গোলে ড্র করেছে মায়ামি। আগের ম্যাচেই মায়ামি মিনেসোটার কাছে ৪-১ গোলে হেরেছিল। এবার মঙ্গলবারও তাদের পয়েন্ট হারাতে হলো। কিন্তু ৬ গোলের ম্যাচে সুপারস্টার লিওনেল মেসি গোল করতে পারেননি । জমজমাট ম্যাচ। প্রথম মিনিটেই গোল করে মায়ামিকে এগিয়ে দেন ম্যাক্সিমিলিয়ানো ফ্যালকন। দুই মিনিট যেতে না যেতেই সান হোসে গোল পরিশোধ করে দেয়। মায়ামির জালে বল পাঠান কলম্বিয়ান ফুটবলার ক্রিস্টিয়ান আরাঙ্গো। ৩৭তম মিনিটে লেরক্সের গোলে ২-১গোলে এগিয়ে যায় সান হোসে।এরপর প্রথমার্ধে আরও দুটি গোল হয়েছে। ৪৪তম মিনিটে ম্যাচে সমতা মায়ামির ফেরান তাদেও আলেন্দে। কিন্তু সান হোসে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে আবার সান হোসেকে এগিয়ে দেন ইয়ান হারকস। বিরতির পর ৫২ মিনিটে আলেন্দের দ্বিতীয় গোলে ফের সমতায় ফেরে মিয়ামি। এরপর কোনও দলই আর গোল করতে পারেনি। পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় মেসিদের। ম্যাচজুড়েই গোলের উৎসব করে গেল দুই দল। কিন্তু কেউ কাউকে হারাতে পারেনি। আগের ম্যাচেই মায়ামি মিনেসোটার কাছে ৪-১ গোলে হেরেছিল। এবারও পয়েন্ট হারাতে হল মেসিদের। ১২ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের সাত নম্বরে অবস্থান করছে ইন্টার মায়ামি। ১৩ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে ষোলো নম্বর স্থানে সান হোসে।

অপারেশন সিঁদুরের পর পদোন্নতি, লেফটেন্যান্ট কর্নেল হলেন নীরজ চোপড়া

১৫ মে ঃ প্যারিস অলিম্পিকে রুপো জেতার পর পদোন্নতি হল নীরজ চোপড়ার। এতদিন টেরিটোরিয়াল আর্মির সাব মেজর পদে ছিলেন ভারতের সোনার ছেলে। গত মাসেই নীরজকে উন্নীত করা হয় লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে। তবে বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে বুধবার। ২০১৬ সালের ২৬ আগস্ট জুনিয়র কমিশনড অফিসার হিসাবে নায়েব সুবেদার পদে টেরিটরিয়াল আর্মিতে যোগ দেন নীরজ। সেখান থেকে বেশ কয়েকবার পদোন্নতি হয় জ্যাভলিন থ্রোয়ারের। এবছর লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে উন্নীত হলেন নীরজ। সামরিক দপ্তরের যুগ্ম সচিবের বিবৃতিতে বিষয়টি জানা গিয়েছে। গত ১৬ এপ্রিল থেকেই লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে উন্নীত হয়েছেন নীরজ। টেরিটোরিয়াল আর্মি হল স্বেচ্ছাসেবক, স্বেচ্ছাঅবসর নেওয়া সেনা আধিকারিকদের একটি সহায়ক সামরিক সংস্থা। যা প্রয়োজনে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সহায়তা পরিষেবা প্রদান করে। এটি অফিসার, জুনিয়র কমিশনড

অফিসার, নন-কমিশনড অফিসার এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর মতো পদধারী অন্যান্য কর্মীদের নিয়ে গঠিত, তাঁদের মধ্যে বেসামরিক পেশার ব্যক্তিরাও রয়েছেন। দেশের বহু সফল ক্রীড়াবিদদের সামরিক সম্মান দেওয়া হয়। এই তালিকায় রয়েছেন-কপিল দেব, শচীন তেন্ডুলকর, মহেন্দ্র সিং ধোনি, অভিনব বিন্দ্রা, রাজ্যবর্ধন সিং রাঠৌররা। রাশিয়া, চিনের মতো দেশগুলিতে বিশেষ নিয়ম রয়েছে। যার মাধ্যমে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সাধারণ নাগরিকদের তাঁদের ইচ্ছার বিরোধী যুদ্ধে পাঠাতে পারে। কিন্তু ভারতে এমন কোনও নিয়ম নেই। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে সেনার ' ফোর্স' হিসেবে কাজ করে এই টেরিটোরিয়াল আর্মি। অর্থাৎ শচীন বা ধোনিরা সেনার তলব পেলেও তাঁদের শুধু রসদ পৌঁছে দেওয়ার কাজটাই করতে হবে। একমাত্র অভাবনীয় কোনও পরিস্থিতি তৈরি হলে তবেই অস্ত্র ধরার প্রয়োজন পড়বে। যদিও যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের ডাক পড়ার সম্ভাবনা কার্যত শূন্য। কারণ অতি সংকটজনক পরিস্থিতি তৈরি না হলে সাম্মানিক পদাধিকারীদের যুদ্ধে ডাকা হয় না।

গম্ভীর যে ভাবে তারুণ্য নীতির দিকে ঝুঁকছেন, তার পর দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে তিনি আর বিরাট-রোহিতকে চাইবেন তো?

১৫ মে ঃ ভারতীয় ক্রিকেটে রীতিমতো জোড়া ইন্দ্রপতন ঘটে গিয়েছে ভারতীয় টেস্ট আকাশে। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি চলাকালীন রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে ধরলে, মহারথী পতনের সংখ্যা আবার দুই নয়, তিন! ভাবলে এখনও অবিশ্বাস্য লাগছে যে, আগামী মাসে ভারত পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে ইংল্যান্ড যাবে। যে সিরিজকে ক্রিকেট পৃথিবীর কঠিনতম ধরা হয়। কিন্তু এঁরা কেউ সেই টিমের সঙ্গে খেলবেন না!

রোহিতেরটা তবু আন্দাজ করা যায়। নিঃসন্দেহে যে ভাবে পূর্বতন ভারত অধিনায়কের ' ঘটেছে টেস্ট টিম থেকে, তা কখনওই কাম্য নয়। কিন্তু তার পরেও লাল বলের ক্রিকেটে রোহিতের ফর্ম দু ঃসহ যাচ্ছিল। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে পাঁচ ইনিংসে মুম্বইকর রান করেছেন মাত্র ৩১। দেশের ক্রিকেটকে কম দেননি মুম্বইকর। অধিনায়ক হিসাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি দিয়েছেন। ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনালে তুলেছেন। ক্রিকেটমহলের মনে হচ্ছে, সেই রোহিত শর্মার টেস্ট থেকে মহাপ্রস্থানের পথ সম্মানজনক হওয়া উচিত ছিল। ঠিক যেমন হওয়া উচিত ছিল বিরাটের ক্ষেত্রে। বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার কোহলি। দেশকে একা হাতে অসংখ্য ম্যাচ জিতিয়েছেন। অধিনায়ক হিসাবে দেশকে সর্বোচ্চ ম্যাচ জিতিয়েছেন। তাঁরই নেতৃত্বে ভারত প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জিতেছে। সেই দুর্ধর্ষ অধিনায়ক, সেই তুখড় ব্যাটার কি না, একটা রাজকীয় বিদায়ী সম্মান পর্যন্ত পেলেন না! বিরাট-রোহিত-অশ্বিন, এই ত্রয়ী যা সেবা করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের, অবিস্মরণীয়। আসলে দেখতে গেলে, রোহিতের তুলনায় কোহলির টেস্ট অবসর আরও বেশি আকস্মিক। অধিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী। কারণ, আগামী জুনে রোহিতের বিলেত যাত্রা তবু কিছুটা সংশয় পরিবৃত ছিল। তাঁর টেস্ট ফর্মের কারণে। কিন্তু কোহলি নিয়ে বিন্দুমাত্র আশঙ্কার মেঘও দেখতে পাওয়া যায়নি। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে রান তিনিও পাননি। তবু তাঁর ইংল্যান্ড যাওয়া কখনওই প্রশ্নবোধক চিহ্নের মুখে প।নেনি। মাঝে তো দিল্লির হয়ে রনজিও খেললেন কোহলি। অর্থা, মধ্যবর্তী সময়েই যা ঘটার ঘটেছে, যা এ মুহূর্তের সব চেয়ে ব। ' লিংক'। ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, ভারতীয় কোচ গৌতম গম্ভীরের কঠোর সমস্ত নীতিই তিন মহাতারকা ক্রিকেটারের টেস্ট ছাড়ার নেপথ্যে। ভারতীয় সিস্টেমে তথাকথিত তারকা-পুজো বন্ধ করে যিনি ' ব্লাড' আমদানি করতে চান। যার পর

জ্বলন্ত একটা প্রশ্ন ধেয়ে আসছে, বিরাট-রোহিতের সামনে এর পর কী প।ে থাকছে? গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পরই ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাট ছেড়ে দিয়েছেন তাঁরা। এবার টেস্ট থেকেও সরে গেলেন। সবেধন নীলমণি হিসাবে স্রেফ প।ে থাকল ওয়ান ডে ক্রিকেট। যার চাঁদমারি স্রেফ এক-২০২৭ ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। প্রশ্ন হল, দক্ষিণ আফ্রিকায় দু'বছর পর কি ওয়ান ডে বিশ্বকাপ খেলতে কি যাবেন ভারতীয় ক্রিকেটের ' আজ থেকে দু'বছর পর বিরাটের বয়স হবে আটত্রিশ। রোহিত শর্মার বয়স হবে চল্লিশ। ফিটনেস-শর্তকে যদি বাদও রাখা যায়, গম্ভীর যে ভাবে তারুণ্য নীতির দিকে ঝুঁকছেন, তার পর দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে তিনি আর বিরাট-রোহিতকে চাইবেন তো? সন্দেহ আছে, ঘোর সন্দেহ আছে। বিরাট-রোহিতের টেস্ট অবসর প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছে যে, এ মুহূর্তে ভারতীয় ক্রিকেটের অলিখিত ' একজনই। তিনি, কোচ গৌতম গম্ভীর! ইংল্যান্ড কিংবা তার পরবর্তী সমস্ত টেস্ট সিরিজে তরুণ ভারত ভালো করলে, কোচের মতামত আরও অনেক বেশি অগ্রাধিকার পাবে বলে ক্রিকেটমহলের ধারণা। সুনীল মনোহর গাভাসকর যেমন এ দিন বলেই দিয়েছেন যে, তিনি অন্তত বিরাট-রোহিতকে আগামী ওয়ান ডে বিশ্বকাপের টিমে দেখছেন না। পরিস্কার বলছি, আমি ওদের দু'জনকে আগামী বিশ্বকাপে খেলতে দেখছি না। কিন্তু কী জানেন, কাল কী হবে, কেউ বলতে পারে না। বিরাট-রোহিত যদি অবিশ্বাস্য ফর্ম দেখাতে পারে, যদি সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি করতে থাকে, তা হলে ঈশ্বরের পক্ষেও সম্ভব হবে না ওদের বাদ দেওয়া, বলে দিয়েছেন গাভাসকর। সব ঠিক আছে। কিন্তু জাতীয় নির্বাচকরা যদি ওয়ান ডে বিশ্বকাপে বিরাট-রোহিতকে না রাখেন, তা হলে আগামী ওয়ান ডে সিরিজগুলোতেও তাঁদের দেখা যাবে তো? তখন বলা হবে না তো যে, তোমরা ওয়ান ডে বিশ্বকাপের চিন্তা-ভাবনায় নেই আমাদের। তাই কী করবে দেখে নাও! উত্তর নেই, স্পষ্ট উত্তর নেই। দেখাই তো যাচ্ছে, মহাতারকা ক্রিকেটারদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের দামই আর থাকছে না। বিরাট অনুষ্কাকে গিয়ে বৃন্দাবনে প্রেমানন্দ গোবিন্দ শরণজি মহারাজের আশ্রমে চলে গেলেন। টেস্ট অবসরের পরের দিন। মন দিয়ে শুনলেন, ঈশ্বরের নাম করলে কী ভাবে মানসিক শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর ভক্তকুলের মন যে বড়ই অশান্ত। বিরাট-রোহিতরা যদি বিশ্বকাপ খেলেন, তবু টিমটিমে হলেও একটা আগ্রহ বেঁচেবর্তে থাকবে ক্রিকেট জনতার। কিন্তু টেস্টের মতো যদি অকস্মা কিছু আগামীতে আসে ভারতবর্ষ আর জিতবে কী করে? প্রশ্নসেখানেই। কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তর পেতে অপেক্ষা করতেই হবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com